গ্লোবাল ডায়ালগ

৯.১

১৭টি ভাষায় বছরে ৩টি সংখ্যা

সার্বজনীন সমাজবিজ্ঞানের জন্য নতুন দিক নির্দেশনা

সারি হানাফি

শ্রেণী ও অসমতা নিয়ে গবেষণা

প্রোজেক্ট ক্লাসেনঅ্যানালাইস
পাবলো পেরেজ
রডলফো এলবার্ট
ভেটলানা ইয়ারোশেনকো
এনাগাই-লিং সাম
তানিয়া মুরে লি
রুথ প্যাট্রিক
রিচার্ড ইয়র্ক
ব্রেট ক্লার্ক

উন্নয়ন ধারণার পর?

জেমস কে. গলব্রাথ
ক্লাউস দোরে
এরিক পাইনল্ট
ফেডেরিকো ডিমারিয়া
অ্যানা সাভ-হার্নাক
কারিনা ডেংলার
বারবারা মুরাসা
গেব্রিয়েল সাকেলারিদিস
জর্জ রোজাস হারনেডাস

তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

আরিয়েল সালেহ

ডান-পন্থী জনগণতন্ত্রবাদ

লেনা লভিনাস
গুইলহার্মে লেইতে গনকাল্ভস
আয়েস বুঁগরা
রামিরো সি.এইচ. সিগিয়ানো ব্লাঙ্কো
নাতালিয়আ তেরেসা বেরতি
জাস্টিন কাজা

উন্মুক্ত শাখা

> মেরি জাহোদা থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ
> পর্তুগাল শ্রমিক সম্পর্ক
> *গ্লোবাল ডায়ালগ*-এর বাঙালি সম্পাদক দলের পরিচিতি

ম্যাগাজিন

International Sociological Association

ভলিউম ৯ / সংখ্যা ১ / এপ্রিল ২০১৯
http://globaldialogue.isa-sociology.org/

জিডি

> সম্পাদকীয়

গত জুলাইয়ে কানাডার টরেন্টোতে সমাজবিজ্ঞানের উনিশতম আইএসএ বৈশ্বিক সম্মেলনে, সারি হানাফি আন্তর্জাতিক সমাজ-বিজ্ঞান সংঘের নতুন সভাপতি নির্বাচিত হন। ২০১৯ সালের গ্লোবাল ডায়ালগের এই প্রথম ইস্যুটি আইএসএ-তে তাঁর তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই শুরু হয়েছে। সেখানে তিনি এই বহু-আধুনিকতার যুগে একটি বহুত্ববাদের ধারণার জন্য উত্তর-উপনিবেশবাদ ও কর্তৃত্ববাদের সমন্বয়ের কথা বলেছেন।

বিশ্বব্যাপী ডানপন্থী জনবহুল দলগুলোর উত্থানের পাশাপাশি, সমাজবিজ্ঞানে শ্রেণি বিতর্ক নতুন বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। এই ইস্যুর প্রথম সিম্পোজিয়ামটি লাতিন আমেরিকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বর্তমান গবেষণায় অবদানের পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী শ্রেণি গঠন ও শ্রেণি সম্পর্কের প্রশ্নগুলোতে এই নতুন আগ্রহের প্রতিফলন ঘটায়। এই গবেষণার সাথে সাথে, সিম্পোজিয়ামটি দারিদ্র্য ও বৈষম্যের উত্থানের প্রভাবগুলো অনুসন্ধান করে।

কয়েক দশক ধরে, উদ্ভূত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্থনৈতিক কার্যকলাপের পাশাপাশি নীতির প্রবর্তন ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে, ক্রমবর্ধমান আলোচক, সমাজবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদরাও, উন্নয়নের সীমাবদ্ধতার উপর চিত্তাকর্ষক আলোচনায় নেমেছেন। তারা জিডিপি অতিবৃদ্ধির এই একতরফা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবেশগত ও সামাজিক বিধ্বংসী প্রভাব ও এর ভবিষ্যৎ, ও কিছু অঞ্চলে এর পরিসমাপ্তি, নিয়ে আলোচনা করেন। পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও কর্মগত উভয় বিতর্কই সম্ভাব্য বিকল্প অনুসন্ধান করে, এবং সবচেয়ে বেশি মূলত "হ্রাস" ধারণাটির উপর, যা বার বার মোকাবেলার সম্মুখীন একটি ধারণা। দ্বিতীয় সিম্পোজিয়ামের লেখাগুলো প্রবৃদ্ধির ভবিষ্যৎ ও সম্ভাব্য হ্রাসের বিকল্পের উপর প্রতিফলন ঘটায়।

সমসাময়িক বৈশ্বিক সংকটের কথা বিবেচনা করে, অ্যারেল সাল্লেহ একটি নতুন সমাজবিদ্যাগত শ্রেণি বিশ্লেষণের উপর তার তাত্ত্বিক অবদান রেখেছেন যা মা, কৃষক ও সংগ্রহকারীদের বাস্তব দক্ষতা, যা পৃথিবীতে জীবনধারণের সক্ষমতা প্রদান করে, অনুযায়ী একত্রিত করে। পরিবেশ-নারীবাদের উপর একটি ঐতিহাসিক অনুধ্যায়ের পর, তিনি একটি সমালোচনামূলক সমাজবিজ্ঞান ও একীভূত বস্তুবাদী ধারণার প্রয়োজনীয়তার ডাক দেন।

লাতিন আমেরিকার বামপন্থী সরকারের অবসান ডানপন্থার উত্থান ঘটায়, কখনও কখনও বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে কর্তৃত্ববাদী সরকারের আবির্ভাবও লক্ষ্য করা হয়। এখানে ব্রাজিল, কলোম্বিয়া, তুরস্ক ও পোল্যান্ডের পণ্ডিতগণ ডানপন্থী জনসাধারণের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক বিকাশ অনুসন্ধান করেছেন।

এই ইস্যুটির ওপেন সেকশনে তিনটি নিবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে: জোহান বেসার, জুলিয়া হোফম্যান ও জর্জ হাবম্যান সম্প্রতি প্রকাশিত মেরি জাহোদার ডক্টরেট থিসিস উপস্থাপন করেছেন এবং আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, সামাজিক বিজ্ঞানী ও রাজনৈতিক নাগরিক হিসেবে আমরা তার জীবন ও কাজ থেকে কী শিখতে পারি। এলিসিও এস্তানক ও আন্তোনিও ক্যাসিমির ফেরেইরা আমাদের সাম্প্রতিক পোস্ট-ট্রোয়িকা সময়ে পর্তুগালের নতুন রাজনৈতিক শ্রম রূপরেখার অন্তর্দৃষ্টি দেখান। এবং *গ্লোবাল ডায়ালগের* বাঙালি দল নিজেদের ও তাদের কাজের পরিচয় দেয়। ■

ব্রিজিত আলেনবার্কার ও ক্লাউস দোরে,
গ্লোবাল ডায়ালগ-এর সম্পাদকদ্বয়

> আইএসএ-এর ওয়েবসাইটে **১৭টি ভাষায় অনূদিত গ্লোবাল ডায়ালগ ম্যাগাজিনটি পাওয়া যায়**
> **লেখা পাঠাতে পারেন globaldialogue.isa@gmail.com-এই ইমেইলে।**

ISA International Sociological Association

GLOBAL DIALOGUE

> সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক: Brigitte Aulenbacher, Klaus Dörre.

সহকারী সম্পাদক: Johanna Grubner, Christine Schickert.

সহযোগী সম্পাদক: Aparna Sundar.

নির্বাহী সম্পাদক: Lola Busuttil, August Bagà.

পরামর্শক: Michael Burawoy.

গনমাধ্যম পরামর্শক: Gustavo Taniguti.

পরামর্শক সম্পাদক:
Sari Hanafi, Geoffrey Pleyers, Filomin Gutierrez, Eloísa Martín, Sawako Shirahase, Izabela Barlinska, Tova Benski, Chih-Jou Jay Chen, Jan Fritz, Koichi Hasegawa, Hiroshi Ishida, Grace Khunou, Allison Loconto, Susan McDaniel, Elina Oinas, Laura Oso Casas, Bandana Purkayastha, Rhoda Reddock, Mounir Saidani, Ayse Saktanber, Celi Scalon, Nazanin Shahrokni.

আঞ্চলিক সম্পাদনা পরিষদ

আরব বিশ্ব: Sari Hanafi, Mounir Saidani.

আর্জেন্টিনা: Juan Ignacio Piovani, Alejandra Otamendi, Pilar Pi Puig, Martín Urtasun.

বাংলাদেশ: Habibul Haque Khondker, Hasan Mahmud, Juwel Rana, US Rokeya Akhter, Toufica Sultana, Asif Bin Ali, Khairun Nahar, Kazi Fadia Esha, Helal Uddin,
Muhaimin Chowdhury, Md. Eunus Ali.

ব্রাজিল: Gustavo Taniguti, Andreza Galli, Lucas Amaral Oliveira, Benno Warken, Angelo Martins Junior, Dmitri Cerboncini Fernandes.

স্প্রাল/স্পেন: Lola Busuttil.

ইন্ডিয়া: Rashmi Jain, Pragya Sharma, Nidhi Bansal,
Sandeep Meel.

ইন্দোনেশিয়া: Kamanto Sunarto, Hari Nugroho, Lucia Ratih Kusumadewi, Fina Itriyati, Indera Ratna Irawati
Pattinasarany, Benedictus Hari Juliawan, Mohamad Shohibuddin, Dominggus Elcid Li, Antonius Ario Seto Hardjana, Diana Teresa Pakasi, Nurul Aini, Geger Riyanto, Aditya Pradana Setiadi.

ইরান: Reyhaneh Javadi, Niayesh Dolati, Sina Bastani, Sayyed Muhamad Mutallebi, Vahid Lenjanzade.

জাপান: Satomi Yamamoto, Sara Maehara, Masataka Eguchi, Riho Tanaka, Marie Yamamoto.

কাজাখস্তান: Aigul Zabirova, Bayan Smagambet,
Adil Rodionov, Almash Tlespayeva, Kuanysh Tel, Almagul Mussina, Aknur Imankul.

পোল্যান্ড: Jakub Barszczewski, Katarzyna Dębska, Anna Dulny-Leszczynska, Krzysztof Gubański, Monika Helak, Sara Herczyńska, Justyna Kościńska, Łucja Lange, Iga Łazińska, Adam Müller, Weronika Peek, Zofia Penza-Gabler, Jonathan Scovil, Marcjanna Szczepaniak, Agnieszka Szypulska, Anna Tomala, Mateusz Wojda.

রোমানিয়া: Cosima Rughinis, Raisa-Gabriela Zamfirescu, Luciana Anăstăsoaie, Costinel Anuta, Maria Loredana Arsene, Diana Alexandra Dumitrescu, Radu Dumitrescu, Iulian Gabor, Dan Gîtman, Alecsandra Irimie-Ana, Iulia Jugănaru, Ioana Mălureanu, Bianca Mihăilă, Andreea Elena Moldoveanu, Rareş-Mihai Muşat, Oana-Elena Negrea, Mioara Paraschiv, Alina Cristina Păun, Codruţ Pînzaru, Susana Maria Popa, Adriana Sohodoleanu, Elena Tudor.

রাশিয়া: Elena Zdravomyslova, Anastasia Daur, Valentina Isaeva.

তাইওয়ান: Jing-Mao Ho.

তুর্কি: Gül Çorbacıoğlu, Irmak Evren.

আইএসএ-এর নতুন প্রেসিডেন্ট ***সারি হানাফি*** *তার নির্ধারিত প্রবন্ধে আগামী দিনগুলোতে আইএসএ-এর জন্য তার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বৈশ্বিক "আলোচনায় সমাজবিজ্ঞান"-কে শক্তিশালী করতে বহুতত্ত্বের ভিত্তিতে একটি জ্ঞান শাখার দাবি করেছেন।*

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি *পশ্চিমা সমাজগুলিতে সমৃদ্ধির ভিত্তি গড়ে তোলে তবে পণ্যগুলির ক্রমবর্ধমান উৎপাদনটি গ্রহের পরিবেশগত ধ্বংসকে আরও বাড়িয়ে তোলে। এখানে বিশ্বব্যাপী অবদানকারীরা সমাজের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ভূমিকা, তার সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জগুলি এবং সেই দৃষ্টান্তের বাইরে বিকল্প দর্শনের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন।*

লাতিন আমেরিকার বামপন্থী সরকারগুলির অনেকগুলিই ডানপন্থী সরকারের উত্থানগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা প্রায়শই বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে কর্তৃত্ববাদী ও জনবহুল প্রবণতাগুলির সাথে মিলিত হয়। এই অংশে, ব্রাজিল, কলম্বিয়া, তুরস্ক এবং পোল্যান্ডের পণ্ডিতগণ ***ডানপন্থী জনপ্রিয়তাকে*** *ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক বিকাশের ব্যাখ্যা করেছেন।*

জিডি

SAGE প্রকাশনীর উদার অনুদানে গ্লোবাল ডায়ালগ প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

> চলতি সংখ্যায় থাকছে

সম্পাদকীয় ২

> সমাজবিজ্ঞান নিয়ে আলাপচারিতা

বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান-নতুন নতুন বিকাশ ধারা
সারি হানাফি, লেবানন ৫

> শ্রেণী ও অসমতা নিয়ে গবেষণা

শ্রেণী নিয়ে বৈশ্বিক আলোচনা প্রয়োজন
প্রোজেক্ট ক্লাসেনাঅ্যানালাইস, জার্মানি ৮

ল্যাটিন আমেরিকায় শ্রেণী ও শ্রেণী স্বার্থ
পাবলো পেরেজ, চিলি ও রডলফো এলবার্ট, আর্জেন্টিনা ১০

দারিদ্র ও সামাজিক বর্জন উত্তর-সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াতে
ভেটলানা ইয়ারোশেনকো, রাশিয়া ১২

লুম্পেনপ্রলেতারিয়েত এবং চীনে নগরের নিচু শ্রেণী
এনাগাই-লিং সাম, যুক্তরাজ্য ১৪

শ্রেণী কাঠামো নির্মান ও কৃষিভিত্তিক পুঁজিবাদ
তানিয়া মুরে লি, কানাডা ১৬

একসঙ্গে বসবাস (এবং প্রতিরোধ) ইউকে-তে ওয়েলফেয়ার সংস্কার
রুথ প্যাট্রিক, যুক্তরাজ্য ১৮

শ্রেণী ও বাস্তুসংস্থান
রিচার্ড ইয়র্ক ও ব্রেট ক্লার্ক, ইউএসএ ২০

> উন্নয়ন ধারার পর?

চোক-চেইন ইফেক্টঃ দ্রুত প্রবৃদ্ধিকে ছাপিয়ে পুঁজিবাদ
জেমস কে. গলব্র্যাথ, ইউএসএ, এবং ক্লাউস দোরে, জার্মানি ২৩

প্রবৃদ্ধিত্তোর শর্ত
এরিক পাইনল্ট, কানাডা ২৫

অনুৎপাদনমুখীতাঃ একটি সামাজিক-পরিবেশগত আমূল পরিবর্তনের আহ্বান
ফেডেরিকো ডিমারিয়া, স্পেন ২৭

নারীবাদ ও ক্রমাবনতি- মৈত্রী কিংবা প্রতিষ্ঠার সম্পর্ক?
অ্যানা সাভ-হার্নাক ও করিনা ডেংলার, জার্মানি এবং বারবারা মুরাসা, ইউএসএ ২৯

একটি অবনতি কৌশলের জন্য চ্যালেঞ্জঃ গ্রীসের ঘটনা-বিবরণ
গ্যাব্রিয়েল সাকেলারিদিস, গ্রীস ৩১

চিলি: নব্যউদারনীতিবাদ থেকে পরবর্তী উন্নত সমাজে?
জর্জ রোজাস হারনেন্ডাস, চিলি ৩৩

> তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

পরিবেশভিত্তিক নারীবাদী সমাজবিজ্ঞান এক নতুন শ্রেণী ভিত্তিক বিশ্লেষণ
আরিয়েল সালেহ, অস্ট্রেলিয়া ৩৫

> ডান পন্থী জনগণতন্ত্রবাদের বৈশ্বিক উত্থান

ব্রাজিল ২০১৮ঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ডানপন্থী প্রত্যাবর্তন
লেনা লভিনাস ও গুইলহার্মে লেইতে গনকাল্ভস, ব্রাজিল ৩৮

জনগণতন্ত্রবাদ, পরিচয়, ও বাজার ব্যবস্থা
আয়েস বুগরা, তুরস্ক ৪০

ল্যাটিন আমেরিকায় ডানপন্থী জনগণতন্ত্রবাদঃ সামাজিক কল্যাণে ব্যক্তি স্বার্থ
রামিরো কার্লোস হাম্বার্ত সিগিয়ানো ব্লাস্কো, ব্রাজিল এবং নাতালিয়া তেরেসা বেরতি, কলোম্বিয়া ৪২

মৌলবাদী জাতীয়তাবাদ পোল্যান্ডে নতুন প্রতিরোধ সংস্কৃতি?
জাস্টিন কাজা, পোল্যান্ড ৪৪

> উন্মুক্ত শাখা

মেরি জাহোদা থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ
জোহান বাচার, জুলিয়া হোফম্যান এবং জর্জ হাবম্যান, অষ্ট্রিয়া ৪৭

পর্তুগালে শ্রমিক সম্পর্ক এবং সামাজিক সংলাপ
এলিসিও এস্তানকুই এবং এন্তোনিও কাসিমিরো ফেরেইরা, পর্তুগাল ৪৯

গ্লোবাল ডায়ালগ-এর বাঙলি সম্পাদক দলের পরিচিতি ৫১

"সমাজবিজ্ঞানের কিছু ধারণা মানবাধিকারের মত সর্বজনীনতাকে দাবি করে, কিন্তু আমি কেবল সার্বজনীনতাকে যতটা সম্ভব একটি বৈষম্যমূলক সাংস্কৃতিক বলয়ের বাইরে ঐক্যমত্যের মাধ্যমেই দেখি, এবং ইউরো-আমেরিকান প্রসঙ্গ থেকে আসা মানগুলি সর্বজনীন মনে করি না।"

সারি হানাফি

> বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানঃ নতুন নতুন বিকাশ ধারা

সারি হানাফি, আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অফ বৈরুত, লেবানন, এবং আন্তর্জাতিক সমাজতাত্ত্বিক সংস্থা-এর সভাপতি (২০১৮-২০২২)

সারি হানাফি, আন্তর্জাতিক সমাজতাত্ত্বিক সংস্থা-এর সভাপতি।

আমি গত ২০১৮ জুনে কানাডার টরন্টোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতক সমাবিজ্ঞান এ্যাসোসিয়েশনের (আইএসএ) কর-গ্রেসে এই সংস্থার প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হয়েছি। এই নিবন্ধে উক্ত পদের নির্বাচনেএকজন প্রার্থি হিসেবে আমি যে কর্মসূচির রুপরেখা তুলে ধরেছিলাম তা বর্ননা করার পাশাপশি তিন দফা বিশিষ্ট আমার এজেন্ডা নিয়ে কথা বলেছি- সমাজবিজ্ঞানের নানান ধারার মধ্যে পারস্পরিক ডায়লগ, কর্তৃত্ববাদ উত্তর এপ্রোচের অভিমুখে যাত্রা এবং সেকুলারাইজেশন তত্ত্বের সাম্প্রতিক সংকট।

> সমাজবিজ্ঞানের নানান ধারার মধ্যে পারস্পরিক ডায়লগ

এযাবৎ আইএসএ-র বিশ জন নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের মধ্যে ইউরোপ আর উত্তর আমেরিকার বাইরে থেকে এসেছেন মাত্র দুইজন এবং আমাকে নিয়ে তিন। এই পদে আমি এসেছি আমার নিজস্বতা নিয়েঃ আমার ব্যক্তিগত ও পেশাগত ভাবে বেড়ে ওঠা, সিরিয়া ও ফ্রান্সে পড়াশোনা করা, মিশর, ফিলিস্তিন, ফ্রান্স আর লেবাননের নানান প্রতিষ্ঠানে কাজ করা। এর ফলে আমি এই সকল প্রেক্ষাপটে চলমান নানাবিধ বিতর্কের সাথে পরিচিত।

আমি বাইনারি ক্যাটাগরি যথা ঐতিহ্য/আধূনিকতা, পূর্ব/পশ্চিম, বৈশ্বিক/স্থানীয়, ইত্যাদির প্রতি সন্দিহান। এজন্য আমার প্রস্তাব হচ্ছে বিদ্যমান সমাজবিজ্ঞানের নানাবিধ ধারার মধ্যে সতত চলমান ডায়লগ। সমাজবিজ্ঞানের নানান ধারার মধ্যে পারস্পরিক ডায়লগ-এর ধারণাটা মূলতঃ আইএসএ কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় সমাজবিজ্ঞান এসোসিয়েশনসমূহের ৪র্থ সম্মেলনের শিরোনাম। সেই সম্মেলনের প্রবন্ধসমূহ চিন চুন ই আর আমি যুগ্মভাবে সম্পাদনা করেছি যা সেইজ প্রকাশনী থেকে ছাপানো হচ্ছে। একটা খুব গুরুত্বপূর্ন বিষয় হল এই যে, সমাজবিজ্ঞানের কিছু কিছু প্রত্যয়কে সার্বজনীন বলে দাবী করা হয়, যথা মানবাধিকার। কিন্তু আমি মনে করি এই সার্বজনিনতা সম্ভব কেবলমাত্র আন্তঃসাংস্কৃতিক সম্মতির মধ্য দিয়ে, ইউরোপ-আমেরিকায় উদ্ভূত মূল্যবোধকে সারা বিশ্বে চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে নয়। উদাহরণ হিসেবে গণতন্ত্রের কথাই ধরা যাক। গণতন্ত্র কি সার্বজনীন? হ্যাঁ, এটা সার্বজনীন, কিন্তু রপ্তানীযোগ্য মডেল হিসেবে নয়। ফ্লোরেন গেনার্ড (২০১৬) যেমনটি বলেছেন, এটি একটা পরিপূর্ন প্রত্যয় হিসেবেও সার্বজনীন নয়; বরং ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা হিসেবে। এর সার্বজনিনতা এসেছে বিশ্বের নানান দেশে ছড়িয়ে পরার মধ্য দিয়ে, প্রথমে ল্যাটিন আমেরিকায়, এরপর মধ্য ও পূর্ব ইউরোপ এবং সবশেষে কিছু আরব দেশসমূহে। অর্থাৎ সার্বজনীন হচ্ছে গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে স্বাধিকার, ন্যায়বিচার ও আত্মসম্মানের আকাঙ্ক্ষা। এই সার্বজনীনতানানাবিধ সুশীলতার স্বীকৃতি দিয়ে থাকে যেমনি আর্মন্দ সালভাতোরে বর্ননা করেছেন ২০১৬ সালে।

যাইহোক, আমরা এই বিতর্ককে কেবলমাত্র ঐপনিবেশিক ব্যবস্থা ও পশ্চিমা জ্ঞানের আধিপত্য থেকে মুক্তি হিসেবে দেখতে চাই না। অতএব, জ্ঞানের জগতে এই বিতর্ক বুঝতে পোস্ট কলোনিয়াল দৃষ্টিভঙ্গি যথেষ্ট নয়। একই সাথে দরকার যাকে আমি বলি "পোষ্ট-অথরিটারিয়ান" দৃষ্টিভঙ্গি। অর্থাৎ শুধুমাত্র ঐপনিবেশিকতার প্রভাব নয়, সেইসাথে স্থানীয় কর্তৃত্ববাদেরও।

> কর্তৃত্ববাদ-উত্তর দৃষ্টিভঙ্গির দিকে

উপনিবেশবাদের ক্ষতগুলো অস্বীকার করার উপায় নেই। এগুলো এখনো বাস্তব। এগুলো কতককে পঙ্গু করেছে, অন্যদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যেন ঐপথে আর পা না-মাড়ায়। উত্তর-উপনিবেশ বিদ্যা একই সাথে উপনিবেশবাদকে বোঝার ক্ষেত্রে সক্ষম হলেও এর অপব্যবহারও

>>

হয়তে পারে। কারণ, বহিস্থ নিয়ামকগুলোকে অতিরিক্ত আমলে নিতে গিয়ে এটি স্থানীয় নিয়ামকগুলোকে উপেক্ষাকরে। উত্তর-কর্তৃত্ববাদের সাথে উত্তর-উপনিবেশ বিদ্যার যৌক্তিক সম্পর্ক মানে হলো প্রথমতই দ্বিতীয়ই থেকে ক্ষমতার ধরণ সম্পর্কিত নানাবিধ অনুসিদ্ধান্ত গঠন করতে পারে। এর মানে কিন্তু এই নায়ে, আমরা ইতোমধ্যেই কর্তৃত্ববাদের সাথে বোঝাপড়া শেষ করে ফেলেছই এবং উত্তর-কর্তৃত্ববাদের যুগে প্রবেশ করেছি।

আমি যেভাবে দেখি, কর্তৃত্ববাদ বলতে শুধুমাত্র আমলাতন্ত্র ও পুলিশি শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজের উপর রাষ্ট্রের জবরদস্তিমূলক অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বোঝায় না। বর্ণণার খাতিরে দেখলে সকলরাষ্ট্রই কিছুমাত্রায় কর্তৃত্বপরায়ন। সার্বভৌম স্বত্বা কার্ল স্মিথ যাকে বলেছেন "বিকল্প অবস্থা" চর্চা করে, সেটা রাষ্ট্রযন্ত্রে নয়। আমরা জানি যে, প্রত্যেক রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যতিক্রম এবং কর্তৃত্বপরায়নতার প্রবণতা বিদ্যমান। মূলতঃ কর্তৃত্ববাদ হচ্ছে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কার্যক্রম থেকে জনতার কাছে দায়বদ্ধতা ও জনতার অংশগ্রহণের সুযোগ নির্মূল করা এবংএর মাধ্যমে নির্বাহি ক্ষমতাকে আমলাতন্ত্রের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করা, যেমনটি গ্রাহাম হ্যারিসন বর্ননা করেছেন ২০১৮ সালে।

কর্তৃত্ববাদ নানান মাত্রায় বিদ্যমানঃ কখনো এটি বিশেষ একত্ব রেজিমের সাথে সম্পর্কিত, কখনো আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত, আবার তৃতীয় একটা ধরণ দেখা যায় ব্যক্তি পর্যায়ে।

> নৃশংসতামূলক কর্তৃত্ববাদ

নর্বার এলিয়াস এর বিখ্যাত সভ্যকরণ প্রক্রিয়ার অন্যতম মূল কথা হল এই যে, সমাজ বিবর্তিত হয় ব্যক্তির সহিংসতাকে দমানোর মধ্য দিয়ে। কিন্তু বর্তমানে আমরা দেখছি এই সভ্যকরণ প্রক্রিয়ার ক্ষয়, যাকে জোসেফ লরচে ২০১৭ সালে অভিহিত করেছেন সহিংসতার পূরাবির্ভাব হিসেবে আর জর্জ মোস একে নির্দেশ করতে ১৯৯১ সালে প্রস্তাব করেছে "সহিংসায়ন"। যদি পুলিশ ও সশস্ত্র বাহিনীর মাধ্যমে কার্যকর এই প্রক্রিয়ার মধ্যে রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহের প্রধান ভূমিকা থাকলেও পাশাপাশি আমরা রাষ্ট্র-বহির্ভূত পক্ষও দেখতে পাই। আমার মত যারা সিরিয়া ও নেবাননে-বসবাস করেছে, তাদের কাছে এমন একটা উদাহরণ হলো আইএসআই-এস ও অন্যান্য গোষ্ঠীভিত্তিক দলক যারা রাষ্ট্রের কাঠামোর বাইরে গিয়ে নিজ নিজ গোষ্ঠীর ঐক্যকে কার্যকর করে। কিন্তু এর পাশাপাশি আমাদেরকে বৈশ্বক/গ্লোবাল অ-রাস্ট্রীয় পক্ষসমূহ যেথা বহুজাতিক কর্পরেশন ও বিশ্ববাজার ব্যবস্থাকেও আমলে নিতে হবে যাদেরকে জেমস রোসানোউ ১৯৯০ উল্লেখ করেছেন "সার্বভৌম-নিরপেক্ষ পক্ষ" হিসেবে। তবে এইসব্য অ-রাস্ট্রীয় পক্ষ রাষ্ট্রের অনুমোদন ও সমর্থন ছাড়া খুব কমই তৎপর হয়তে পারে। আইএসআইএস এর উদ্ভব সম্ভব হতো না যদি সিরিয়ার ক্ষমতাসিন এলিট বা ইরাকের ব্যপকভাবে সাম্প্রদায়িক বিভাজিত শাসকপক্ষ সমস্ত রাজনৈতিক পরিসরকে কুক্ষিগত না করত। এইসব রাষ্ট্রীয় ও অ-রাস্ট্রীয় পক্ষ শুধুমাত্র সমাজে সহিংসায়নই করে না, বরং এরা সমগ্র বিশ্বেই সহিংসতার বিস্তার ঘটায়। যার সাক্ষী ও ভুক্তভোগী আজ আমরা সকলেই। আরো দুঃখের বিষয়, সিরিয়া, ইয়েমেন ও লিবিয়ায় আমরা দেখছি যুদ্ধের মধ্য দিয়ে সহিংসায়ন যা রাজনীতির ক্ষেত্রে সহিংসতাকে করেছে অপরিহার্য।

লারোস মতে, এই সহিংসায়ন শুরু হয় সামাজিক সম্পর্ক ও ঐক্যের ভাঙ্গন থেকে। এরপর দেখা যায় কতিপয় গোষ্ঠীকে আলাদা করা এবং বিচ্ছিন্নকরণ যেমন দরিদ্র, বাবিদেশীদেরকে জাতীয় সমাজ থেকে বহিস্কার করা। সবশেষে এইসব গোষ্ঠীর উপর নিত্যদিন বর্বরতা চালানো, যা ক্রমশঃ সমগ্র সমাজে স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়।

> নব্য উদার কর্তৃত্ববাদ

আমরা জানি যে নব্য উদারতা ব্যাপক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবিচার ও দারিদ্র্য সৃষ্টি করেছে। তবে, পুঁজিবাদী শ্রেণী দুর্বল ও প্রভাবশালী নয় এমন সমাজগুলোতে পুঁজিবাদের রূপান্তর ঘটানোর জন্য রাষ্ট্রের কেন্দ্রীভূত ও জোরপূর্বক ক্ষমতার পদ্ধতিগত ও উদ্দেশ্যমূলক ব্যবস্থাটা সম্পূর্ণ নতুন। যদি ধ্রুপদি পুঁজিবাদী সমাজ প্রায়শই গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শাসনের মাধমে আধিপত্যের একটি ব্যবস্থা করে, তবে তা বহুধা বিচ্ছিন্ন সমাজের জন্য নয়, পশ্চিমাঞ্চলে যেখানে পুঁজিবাদী শ্রেণী বিস্তৃত হয়ে পড়েছে এবং আরো বেশি শক্তভাবে রয়েছে। রাষ্ট্রের অধীনস্ত সামাজিক শক্তির সম্পর্কগুলো কেবল শ্রেণী দ্বারাই আকৃতিবদ্ধ নয়, যেমনটা নিকোপলানজাস যুক্তি দিয়ে বলেছেন, কিন্তু আনিবালকুইজানোর ক্ষমতার ঔপনিবেশিকতা যা সময় ও স্থানভেদে পরিচালিত, এসবের প্রক্রিয়া গুলোর দ্বারা বর্ণবাদি ও লৈঙ্গিক শ্রেণীবদ্ধকে যুক্ত করে।

> কর্তৃত্ববাদী নাগরিক

রাষ্ট্রীয় প্রভাবক ও অ রাষ্ট্রীয় প্রভাবক কর্তৃক নিয়োজিত একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে কর্তৃত্ববাদী নাগরিকদের সাথে সম্পর্কেরর সাথে কর্তৃত্ববাদ বিদ্যমান। কর্তৃত্ববাদী নেতারা কল্পনাকে দৃঢ় করে তুলেছেন: তারা স্বাধীন ব্যাক্তিত্ব সম্পন্ন স্বায়ত্তশাসিত মানুষের পরিবর্তে এমন অধীনস্তকে খুজে যারা তাদের কথায় চলবে। একটি কর্তৃত্ববাদী নাগরিক হয়ে উঠার প্রক্রিয়া কেবল উপর থেকেই সমর্থিত হয়না বরং বাস্তব যুক্তি সম্পর্কিত সম্পর্ক তৈরি করা হয়।

মায়েভ কুকের মতে, কর্তৃত্ববাদীরর ব্যবহারিক যুক্তির দুটি সম্পর্কযুক্ত উপাদান রয়েছে। প্রথমত, জ্ঞানের কর্তৃত্ববাদী ধারণা আছে। এগুলি সুবিধাপ্রাপ্ত সমাজের কাছে জ্ঞানের সুযোগ সীমিত করে এবং ইতিহাস ও প্রসঙ্গের প্রভাব মুক্ত একটি দৃষ্টিভঙ্গির দাঁড় করায় যা সত্য ও সঠিকতার দাবির শর্তহীন বৈধতা নিশ্চিত করে। দ্বিতীয়ত, ন্যায়বিচারের কর্তৃত্ববাদী ধারণা রয়েছে যা মানব বিষয়ের যুক্তি থেকে অনুমিতি ও নিয়মগুলোর বৈধতাকে আলাদা করে যার জন্য তারা বৈধ বলে ঘোষণা হয়।

কিছু লোক, বিশেষ করে ধর্মীয়, বা কর্তৃত্ববাদীর ব্যবহারিক যুক্তির দুটি উপাদানের যেকোনো একটি শেয়ার করে এমন কারো জন্য জনসম্মুখে বিতর্ক করা কঠিন। যেহেতু নাগরিকের মতামত প্রতিটি ব্যাক্তির রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন কে জোরদার করে, মায়েভ কুকের মতে, নাগরিকের নৈতিক স্বায়ত্তশাসন থাকতে হবে। এ স্বায়ত্তশাসনটি এ ধারনার ওপর নির্ভর করে যে মানুষের স্বাধীনতা মোটের ওপর তাদের নিজেদের কাজের সামর্থ্যের কারণের ভিত্তিতে তাদের ভালোর ধারণার গঠন ও অনুসরণেরর স্বাধীনতা দ্বারা গঠিত। আরব বিশ্বের বিপ্লব ও বিপ্লবেরর প্রতিক্রিয়াগুলোতে এবং গণতান্ত্রিক শক্তিকে চিহ্নিত করার বিতর্কে, ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের ওপর যেমন জোর দেওয়া হয়, তা অভিজাতদের ব্যবহারিক যুক্তিতে দেওয়া হয়না বললেই চলে। ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলোকে কর্তৃত্ববাদী ব্যবহারিক যুক্তি থেকে পদ্ধতিগতভাবে অনতিক্রম্য হিসেবে দেখানো হয় যখন সংজ্ঞা দ্বারা রাজনৈতিক ইসলামিক আন্দোলন এ ধরনের যুক্তি নিয়ে কাজ করে। এটি অবশ্য সরল ও যাচাই করা প্রয়োজন, যেহেতু কর্তৃত্ববাদী নাগরিক উভয় অভিজাত গঠনেই পাওয়া যেতে পারে। এটি আমাকে যুক্তি দেখায় যে ধর্মনিরপেক্ষতার তত্ত্ব প্রকৃত সংকটের মধ্যে রয়েছে এবং নাগরিকদের সাথে ধর্মের সম্পর্কের রূপান্তরের জন্য এটা দায়ি হতে পারে না।

> ধর্মনিরপেক্ষতা তত্ত্ব মধ্যে সংকট

যেখানে ধর্মনিরপেক্ষতা এখনো গণতন্ত্র ও আধুনিকতার জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপায়, এই প্রক্রিয়াকে কিছু অতিরিক্ত ও সামাজিক ব্যাধি থেকে মুক্ত করার জন্য ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে সমস্যাযুক্ত হতে

>>

হবে। ধর্মের সমাজতত্ত্ব বিষয়ক (আরসি২২) আইএসএ-র গবেষক কমিটির সভাপতি জিম স্পিকার্ডের সাথে সম্প্রতি এক কথোপকথনে, সমাজবিজ্ঞান ঐতিহাসিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার তত্ত্ব গ্রহণ করেছে, যা ডেভিড মার্টিন, ম্যানুয়েল ভাস্কেজ, দের মত সমাজবিজ্ঞানীরা এবং তিনি নিজেও বুদ্ধিভিত্তিক যুদ্ধে নেমেছেন যা প্রাথমিক সমাজতাত্ত্বিকগণ ফ্রান্সে ১৯ শতকের শেষের দিকে ও ২০ শতকের প্রথম দিকে প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মের বিরোদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।

পিটার বার্জারের মতে, এই তত্ত্বটি মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে যা আধুনিকতাকে ধর্মের পতন হিসেবে দেখছে, এবং একে বহুত্ববাদের ন্যনো তত্ত্ব দ্বারা প্রতিস্থাপন করা উচিত। বিবর্তনবাদ যা ধর্মকে "অতীত" ও সমাজতত্ত্বকে "ভবিষ্যত" রূপে মনে করে তা ধর্মনিরপেক্ষতার চিন্তা আমাদের আবদ্ধ করে ফেলছে। ফলে ১৯৮০-র দশকে ধর্মের গণঅভ্যুত্থান ও ১৯৯০ দশকের দিকে এর পুনর্জীবনকে "মৌলবাদী" ও "আধুনিকতার বিরোদ্ধে প্রতিক্রিয়া " হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। উলরিখ পপ বাইয়ের মতে, এই প্রবর্তিত বিতর্কটি তিনটি আদর্শ রচনার মাধ্যমে তৈরি হয়েছে। প্রথমটি, বিশ্বব্যাপী বৈজ্ঞানিক প্রচারের কারণে ধর্মীয় সম্পৃক্ততা, চর্চা, এবং বিশ্বাসের বর্ণনা। দ্বিতীয়টি হল "অদৃশ্য ধর্ম", "নিরপেক্ষ ধর্ম", "আত্মবিশ্বাস ব্যাতীত বিশ্বাস", "ধর্মীয় ধর্ম", "ধর্মের বিচারব্যবস্থা" এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ক্রমবর্ধমান ভাবে বিশেষ করে "আধ্যাত্মিকতা" ব্যাক্তিস্বাতন্ত্রকরণ ও বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত আরো সাধারণ ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ধর্মের সামাজিক গঠনের পরিবর্তনকে নির্দেশ করে। তৃতীয় টি হল উত্থানের বর্ণনা, ধর্মীয় বহুবাচনতা ও ধর্মীয় সংগঠনের বাজারে ধর্মীয় প্রাণশক্তি যুক্ত করা; ইসলামের ক্ষেত্রে এই উত্থান আমূল সংস্কারবাদ এমনকি সন্ত্রাসবাদের সাথেও যুক্ত।

সমসাময়িক সমাজে ধর্ম ও ধর্মের বিভিন্ন রূপ সৃষ্টি করেছে এমন বিভিন্ন বুদ্ধিভিত্তিক ঐতিহ্য, জনপ্রিয় ধর্ম ও প্রাতিষ্ঠানিক বাহক বিশ্লেষণ করার জন্য কিছু ভৌগোলিক অঞ্চলকে ধর্মীয় বা ধর্মনিরপেক্ষ এলাকা হিসেবে লেবেলিং করে আমাদের অনেক কিছুর বাইরে যেতে হবে। সমাজতাত্ত্বিক বিতর্কে, গণতন্ত্র ও জনগনের কাছে ধর্মের অবস্থান আলোচনা করা গুরুত্বপূর্ণ। জন রউলস এর মতে নাগরিকদেরকে তাদের ধর্মীয় ব্যাক্তিদের স্বাধীনভাবে তাদের রাজনৈতিক সংযুক্তিতা প্রমাণ করার নৈতিক দায়িত্ব নিতে বলা যাবেনা। বহুবাচনতায়, হেবারমাস জনগণের মধ্যে ধর্মের স্থানকে স্বীকার করেছেন এবং যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলো রাজনৈতিক অঙ্গনে বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক দক্ষতা ও ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তির প্রাধান্য, ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞান, অন্যান্য ধর্মের দাবির প্রতি মনোভাব গড়ে তোলার জন্য ভ্রাতৃত্বমূলক আত্ম প্রতিফলনের সাথে যুক্ত থাকতে হবে। কিন্তু আসলেই "ধর্মনিরপেক্ষ" থেকে "ধর্মীয় কারণ" বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব? ডারেন ওয়ালফ (২০১৩)-র মত বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেন, "ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মতত্ত্ব, রাজনীতি ও পরিচয় একে অপরের সাথে বাঁধা, যেহেতু ধর্মীয় নেতারা ও নাগরিকরা নতুন রাজনৈতিক প্রসঙ্গে তাদের নীতিমালা প্রয়োগ ও সংস্কার করে।"

যাইহোক, আইন, ধর্ম, রাজনীতি ও সমাজের সংগতির কিছু সমস্যাযুক্ত ফলাফল রয়েছে, যেমন সাম্প্রদায়িকতা। দ্বন্দ্ব পীড়িত অঞ্চলে, যেমন মধ্যপ্রাচ্যে, সাম্প্রদায়িকতা হল প্রধান দ্বান্দ্বিক বিষয়ের মধ্যে একটি, তবে স্থানীয় পরিচয় রূপায়নের একটি প্রক্রিয়াও বটে যা ২০১৭ সালে আজমি-বিশারা "কল্পিত সম্প্রদায় " বলে অভিহিত করেছেন। একই যুক্তি অনুসারে, ইসরায়েল সম্প্রতি একটি আইন পাশ করেছে যে, ইহুদিদের জাতীয় সংবদ্ধতার অধিকার রয়েছে, যেখানে ইজরায়েলের বিতরে ও ফিলিস্তিন সীমান্তে তার বর্ণবাদী রাজনীতি চলমান।

> উপসংহার

"অযৌক্তিক গণতন্ত্র"-র উত্থান, এবং নাগরিকের অধিকার ও স্বাধীনতা সম্পর্কিত কিছু প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের আক্রমনের সাথে আজ বিশ্বজুড়ে বহু লোকের ভয় ও অনুভূতিগুলো আয়ত্তে আনা উচিত। হানা আরডেট বহি: কারণগুলোর সমন্বয় (সাম্রাজ্যবাদ ও বহুজাতিক সাম্রাজ্যের সংকট) এবং অভন্তরীণ বিষয়গুলির (সংবিধান বিরোধী ও বর্ণবাদ) সমন্বয়ে স্রবসম্মতবাদের উৎস খুঁজে পেয়েছিলেন। একই শিরায়, আমি বিশ্বাস করি আইএসএ কে উপনিবেশবাদ ও কর্তৃত্ববাদেরর বিশ্লেষণকে একত্র করতে হবে। এ বহুবিধ আধুনিকতার যুগে ধর্ম ও বহুত্ববাদ জন্য একটি নতুন দৃষ্টান্তের আলোচনা করতে হবে। বর্তমানের বৈশ্বিক পরিস্থিতিটা চিহ্নিত করে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পরিমাপের মিশ্রণ বুঝার জন্য আরো উপযুক্ত কাঠামো তৈরি করেই এটি সম্ভব, এবং আলাতাস এবং সিনহা-এর ২০১৭ *"Sociological Theory beyond the Canon"* বইয়ের শিরোনামের মত। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
সারি হানাফি <sh41@aub.edu.lb>

> শ্রেণী নিয়ে বৈশ্বিক আলোচনা প্রয়োজন

প্রোজেক্ট ক্লাসেনঅ্যানালাইস জেনা (পিকেজে), জেনা বিশ্ববিদ্যালয়, জার্মানি

> কেন শ্রেণিতত্ত্বের প্রয়োজন- পিকেজে সহচরের অনুসন্ধানে রয়েছে

পৃথিবীর সর্বত্রই আমরা তীব্রতর সামাজিক অসমতা ও ক্রমবর্ধমান সামাজিক বিক্ষোভের সম্মুখীন হচ্ছি, যেখানে বিশ্ব অর্থনীতি এখনও সংকটাপন্ন। এটি এমনকি পুঁজিবাদী দেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৭ সালে ১৯% জার্মান জনগণ দরিদ্রতা ও সামাজিক বর্জনের সম্মুখীন ছিল; আরেকটি গবেষণায় ক্রমবর্ধমান সামাজিক মেরুকরণের চিত্রও ফুটে উঠেছে। ইতোমধ্যে, পৃথিবীর বৃহৎ অংশই রাজনৈতিক অধিকার পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। এই ধরণের প্রবণতার আলোয় আমরা দেখতে পাই, "শ্রেণি" শব্দটি যেটি -অন্তত জার্মানিতে- সাম্প্রতিক দশকে জনগণের বিতর্কে প্রায় অনুপস্থিত ছিল, সেটি ধীরে ধীরে প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক আলোচনায় ফিরে আসছে। "প্রোজেক্ট ক্লাসেনঅ্যানালাইস জেনা" (শ্রেণি বিশ্লেষণের প্রকল্প জেনা) সম্প্রতি ফ্রেডরিখ শিলার বিশ্ববিদ্যালয়, জেনা-তে শুরু হয়েছে। আমরা শ্রেণিতত্ত্ব পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ করতে চাই, যা সাম্প্রতিক শ্রেণিতত্ত্বে অবদান রাখে এবং যেটি বর্তমানের শ্রেণি রাজনীতির আলোচনার জন্য একটি মানদণ্ড প্রদান করবে। এটিতে আমরা পুরো পৃথিবীর শিক্ষাবিদ ও কর্মীদের আলোচনার প্রবর্তন করব।

> কেন "শ্রেণি" সম্পর্কে কথা বলা?

শ্রেণি সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানের শক্তিশালী ধারণা হল, এটি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অসমতার মাঝে অভ্যন্তরীণ সংযোগ স্থাপনে বিশ্লেষণী দৃষ্টিকোণ রাখে। মার্ক্সীয় ধারাতে "শ্রেণি" সম্পর্কীয় সমালোচনামূলক ধারণা হল, এটি ক্ষমতা ও তার নিয়ন্ত্রণ কাঠামো প্রকাশ করে, যার মূলে আছে শ্রমের অর্থনৈতিক বিভাজন ও মালিকানা সংযোজন। মার্ক্সের কাছে শ্রেণি তাই একটি সম্বন্ধস্থাপনকারী বিভাজক: এখানে মজুরী উপার্জনকারী শ্রেণি পুঁজিবাদী শ্রেণির সাথে পরস্পরবিরোধী এবং দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কে অবস্থান করে। "মিলিউ" বা স্তরবিন্যাস পন্থা (উচ্চতর শ্রেণি, মধ্যবিত্ত শ্রেণি, শ্রমিক শ্রেণি ইত্যাদি) থেকে ভিন্নভাবে, "শ্রেণি" ধারণাটি মার্ক্সীয় ধারায় একটি কাঠামোগত সম্পর্ক তুলে ধরে, যেটি সামাজিক দলগুলোর অর্থনৈতিক অসমতা তুলে ধরা ছাড়াও জীবন ও জীবিকা ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ততা স্থাপন করে। বিভিন্ন ধারণার মাঝে যেমন "শোষণ" (মার্ক্স), "সামাজিক অবসান" (ওয়েবার), "স্বাতন্ত্র্য" (বুর্দো) ও "আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ" (রাইট), "শ্রেণি" ধারনাটি প্রধানত অসমতার উল্লম্ব সম্পর্ক নির্দেশ করে এবং এটি যখন ক্ষমতা নির্দেশ করে, তখন তা সমভাবে একটি সামাজিক তত্ত্বের মতবাদ ও সেই সাথে রাজনৈতিক পরিভাষাও বুঝায়। এটি রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও প্রতিনিধিত্বকে, সেই সাথে শ্রেণি সম্পর্কের সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিগত প্রক্রিয়ার ধারাবাহিক বিশেষ ক্ষমতার প্রশ্নকে অন্তর্ভুক্ত করে।

নতুন হুমকি

নতুন হুমকি এবং গতিশীল ও বিপর্যস্ত সামাজিক পরিবর্তনের বিবেচনায়, নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও যুক্তি নির্দেশ করার জন্য একটি সমকালীন শ্রেণিতত্ত্ব প্রয়োজন:

শ্রেণি বিভাজন ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের সংকট

দীর্ঘস্থায়ী নব্য-উদারতাবাদ পৃথিবীর মানুষের জীবন ব্যবস্থার উপর যে মতবাদ রেখে গেছে, তা শ্রেণি বিশ্লেষণে একটি বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কার্যাবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কের বিভাজন শ্রমজীবী শ্রেণিকে অধিকতর পৃথক করেছে এবং সমশ্রেণিবোধ নষ্ট করেছে। এই উন্নয়নের অনুষঙ্গী হয়েছে একদিকে ক্ষুদ্রকায় উচ্চতর শ্রেণির স্বপক্ষে বৃদ্ধি পাওয়া সম্পদের ঘনীকরণ এবং অন্যদিকে "বিপজ্জনক শ্রেণির উত্থান" ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে বিভাজন। এটি একটি ফলপ্রসূ ভিত্তি, যেখান থেকে সামাজিক বিভাজনের মতাদর্শ ও ডানপন্থী জনপ্রিয়তা উদ্ভূত হয়। জনগণের ঐক্যবদ্ধ শ্রেণি দৃষ্টিকোণ ও প্রাত্যহিক রাজনৈতিক জীবন অন্তর্ধান "অচল শ্রেণি সমাজ" (ক্লাউস ডোরে) নির্দেশ করে, যেখানে শ্রেণি সম্পর্কিত গতিশীলতা সামাজিক আলোচনার পৃষ্ঠপোষকতায় কাজ চালিয়ে যায়, কেবল রাজনৈতিক আখ্যা পেয়ে। অর্থনৈতিক পুঁজিবাদ ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের সংকট, বামপন্থী দলগুলো ও ব্যবসা সমিতিগুলোর দুর্বলতা ও আত্মরক্ষামূলক অবস্থান, সেই সাথে এই ধরণের দুর্বলতার সাথে সম্পৃক্ত সামষ্টিক সচেতনতার বিচ্ছেদের জন্য, রাজনৈতিক প্রবেশদ্বার হতে ডানপন্থায় পরিবর্তিত হয়। একই সময়ে, আমরা বামপন্থী যেমন ফ্রান্স, পর্তুগাল, স্পেন ও গ্রীস দেশগুলোর ক্ষমতা ও গঠনতন্ত্রে ঊর্ধ্বগামীতা লক্ষ্য করেছি। উত্তর বিশ্বের অনেক দেশেই এই আন্দোলন দেশান্তর গমনের বিষয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। বাম রাজনৈতিক আলোচনা প্রায়শই "শ্রেণি" বনাম "ব্যক্তিগত পরিচয়" এর ভুল দ্বন্দ্বের দিকে সংকীর্ণ হয়ে যায়। এই অবস্থায় উত্থাপিত জরুরী প্রশ্নগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- অর্থনৈতিক কাঠামো, রাজনৈতিক সচেতনতা ও সংস্কৃতির মধ্যে সংযোগগুলো কী কী?
- শ্রেণি ও সংঘর্ষের অন্যান্য উপাদানের (লিঙ্গ, স্থানান্তর প্রভৃতি) মধ্যে সম্পর্ক কী?
- আধিপত্যকারী শ্রেণির মধ্যে অবিভাজন ও স্বাতন্ত্র্য কী ধরণের ভূমিকা পালন করে? রাজনৈতিক সংগঠনে শ্রেণি স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব না থাকলে, তখন শ্রেণি সম্পর্ক কিভাবে কার্যকর হবে?
- কোন শ্রেণির দলগুলো একক সমাজের মধ্যে, ও বিশ্বব্যাপী, প্রভাবশালী এবং কিভাবে তারা তাদের স্বার্থকে স্পষ্ট করে তোলে?

শ্রেণিভিত্তিক বৈষম্য ও বহুজাতিক শ্রেণি সম্পর্ক

ওইসিডি দেশসমূহ ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, দরিদ্রতা ও নিরাপত্তাহীনতা, আংশিকভাবে একদশক-দীর্ঘ মজুরী স্থগিতাবস্থা দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে। সম্পদ ও আয়ের অসমতা নাটকীয়ভাবে শীর্ষে পৌছেছে। এই প্রবণতা একটি ধারণাকে ঘনীভূত করে যে, শ্রেণিভিত্তিক বৈষম্য উপরন্তু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে বাঁধাগ্রস্ত করে, এভাবে নব্য-উদারবাদে বিশ্বায়নের

>>

"আমরা একটি শ্রেণি তত্ত্বের মডেল তৈরির জন্য একটি বিশ্বব্যাপী বিনিময় চাই, যা একক সমাজের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিবেচনা করে এবং বিশ্বব্যাপী সাধারণ প্রবণতা প্রকাশ করে"

দেশগুলো নিজেরাই রাজনৈতিক স্থিতিবস্থার ক্ষেত্রে হুমকি জাহির করেছে। দক্ষিণ বিশ্বে শ্রেণি সংঘাত প্রায়শই বৈষম্যমূলক ও নিয়মবিরুদ্ধ অর্থনৈতিক সম্পর্ককে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, যেটি শহুরে ও গ্রামীণ উৎপাদনের রীতি (আংশিকভাবে সহ-বিদ্যমান) অন্তর্ভুক্ত করে। অধিকন্তু, অশিল্পায়ন প্রবণতা বর্তমান সময়ে উত্তর বিশ্বেও এসে পৌছেছে। তাই, আমাদের নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো অবশ্যই উঠাতে হবেঃ

- বিশ্বায়নের পটভূমি ও এর সংকটের প্রতিকূলে কিভাবে শ্রেণি বিভেদ গড়ে ওঠে? জাতি রাষ্ট্রগুলো কী ধরণের ভূমিকা পালন করে? আমরা কি বহুজাতিক শ্রেণি বা এমন কোন কিছুকে নির্দেশ করতে পারি?
- কোন ধরণের সংগ্রামকে আসলে "শ্রেণি সংগ্রাম" বলা যাবে ও কোনটিকে নয়? এই ধরণের সংগ্রামের মধ্যে বৈশ্বিক মিল বা সংযোগ আছে কি?
- অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক সম্পর্কে, আমরা কিভাবে দক্ষিণ বিশ্বের শ্রেণি ও শ্রেণি সংগ্রামকে ব্যাখ্যা করতে পারি?

পরিবেশগত সংকট

বৈশ্বিক পরিবেশগত সংকটের কারণ ও নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ ঘনিষ্ঠভাবে শ্রেণি সম্পর্ক ও পুঁজি সঞ্চয়ের সাথে জড়িত। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উৎপাদনক্ষমতা অর্জনের অগ্রসারতা পরিবেশগত ও জৈবপদার্থিক সীমানা সম্পর্কে উদাসীন। প্রাকৃতিক সম্পদ অর্জন এবং পরিবেশগত ঝুঁকি ও সমস্যা বিতরণ শ্রেণিবিশেষে প্রতিযোগিতা করে। বিশ্বব্যাপী দরিদ্র জনগণ- বিশেষ করে দক্ষিণ বিশ্ব- পরিবেশগত সংঘাতের ভার বহন করে। এই সামাজিক-পরিবেশগত দ্বন্দ্ব ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাবে। একটি সমসাময়িক শ্রেণিতত্ত্ব পদ্ধতিগতভাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে:

- শ্রেণি সংগ্রামে পরিবেশ বিকৃতির প্রভাব কী?
- কিভাবে পরিবেশগত বিপর্যয়ের ভার বিভিন্ন শ্রেণিকে প্রভাবিত করে?
- কোন শ্রেণি (প্রতিক্রিয়া) সামাজিক-পরিবেশগত রূপান্তর হিসেবে ধরা যেতে পারে?
- কী ধরণের শ্রেণি স্বার্থ এই পরিবর্তনকে ব্যাহত করে?

> বিনিময়ের আহ্বান

স্পষ্টতই, আরও অনেক প্রশ্ন উত্থাপিত হবে, কেননা উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো সব দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। সেগুলো সেই সব প্রবণতার কথা বলে যেগুলো আজ বিশ্বের পুঁজিবাদ গঠন করে চলেছে। তাই, আমরা একটি বৈশ্বিক বিনিময়ের আহ্বান করি- একটি গ্লোবাল ডায়লগ- এই বিষয়ের ওপরে একটি শ্রেণিতত্ত্ব গঠনের জন্য, যা একক সমাজের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যকে অন্তর্ভুক্ত করবে, আবার বৈশ্বিক প্রবণতার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোও ধারণ করবে। আমরা যেকোন ধরনের প্রশ্ন, সহযোগিতা ও বিনিময়ের জন্য স্বানন্দে উন্মুখ। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
<projekt.klassenanalyse@uni-jena.de>

> ল্যাটিন আমেরিকায় শ্রেণী ও শ্রেণী স্বার্থ

পাবলো পেরেজ, সামাজিক দ্বন্দ ও সংহতি গবেষণা কেন্দ্র, আলবার্ট হুর্তাদ বিশ্ববিদ্যালয়, চিলি এবং **রডলফো এলবার্ট**, গিনো জার্মানি গবেষণা কেন্দ্র, বুয়েন্স আয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়, আর্জেন্টিনা এবং আইএসএ-এর শ্রমিক আন্দোলন (আরসি ৪৪) শীর্ষক গবেষণা পর্ষদের সদস্য

২০১৮ সালের চিলির সান্টিয়াগোতে মে দিবস বিক্ষোভ। ছবিঃ পাবলো পেরেজ।

সাম্প্রতিক দশকগুলোতে ল্যাটিন আমেরিকান পণ্ডিতরা বহুবার শ্রেণীর ধারণাকে বিলুপ্ত করার চেষ্টা করেছেন। ১৯৮০ এর দশক থেকে, কিছু পার্থক্য সত্ত্বেও, পণ্ডিতরা মনে করেন যে নব্য-উদারনৈতিক নীতিগুলি শ্রমিক শ্রেণীকে এতই দুর্বল করেছে যে এটি ল্যাটিন আমেরিকান সমাজগুলিতে সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের গতিবিধিকে প্রভাবিত করে না। যাহোক, গত দশকে শ্রমিকরা শ্রমিকশ্রেণির বিদায়ের জন্য এই লক্ষণগুলি উপেক্ষা করেছে। কাজের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি সংগঠিতকরণ, সংঘের ক্রিয়াকলাপকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং অন্যান্য জনপ্রিয় আন্দোলনের সাথে জোট করে একটি ন্যায্য আয় বণ্টনের দাবিতে, নির্দিষ্ট কিছু দেশে ল্যাটিন আমেরিকার শ্রমিকরা জোরালোভাবে দাবি করেছিল যে শ্রেণীর ধারণা এই অঞ্চলে দ্বন্দ্ব ও রাজনীতি ব্যাখ্যা করার একটি নিয়ামক।

>>

অবশ্যই, ২০০০-এর গোড়ার দিকে সমাজের আর্থ-সামাজিকক বৈষম্যের পরিমাণগত বিশ্লেষণ (যেমন শ্রেণী গতিশীলতা অধ্যয়ন) এবং শ্রমিকদের যৌথ কর্মের গুণগত সমীক্ষার মাধ্যমে শ্রেণির ধারণাটি সমাজতাত্ত্বিক বিষয়সূচিতে পুনঃপ্রবর্তিত করা হয়েছে। আমাদের কাজটি বস্তুনিষ্ঠ উপায়ে শ্রেণীর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধের এই বৃহত্তর কর্মসূচির অংশ, যা ব্যাক্তিগত ফলাফল, বিশেষ করে বিরোধী পক্ষের স্বীকৃতি এবং স্বার্থকে আকার দেয়। ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যাল সার্ভে প্রোগ্রামের ডেটাসেটের উপর ভিত্তি করে আমাদের সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে আর্জেন্টিনা ও চিলিতে ১০ জন ব্যক্তির মধ্যে ৯ জন একটি সামাজিক শ্রেণী মধ্যে আত্মপরিচয় প্রকাশ করে। একটি পুরানো ধারণার জন্য এতকিছু! উভয় দেশে, একটি শ্রম-শ্রেণীতে অবস্থানকারী ব্যক্তিরা বিশেষাধিকারী শ্রেণীতে অবস্থানকারীদের চেয়ে নিজেদেরকে শ্রমিক হিসাবে বেশি উপস্থাপনপ্রবণ। আমরা দেখেছি যে চিলিতে আর্জেন্টিনার চেয়ে শ্রমিকশ্রেণী চিহ্নিতকরণের সামগ্রিক হার বেশি। চিলির উচ্চ বৈষম্য ও অর্থনৈতিক কেন্দ্রচিন্তা এবং আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রীয় কর্পোরেশীয় শ্রম সংযোজনের তুলনায় আমরা এই দেশে "মৌলবাদী" দল-সংঘ গঠনের ইতিহাসের দ্বারা আমরা এই ফলাফল ব্যাখ্যা করি।

আমরা মনে করি যে এই ধরনের গবেষণা এমন অঞ্চলের সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বোঝার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে যা পৃথিবীর সবচেয়ে অসাম্যের মধ্যে রয়েছে। শ্রেণী কেবল সামাজিক কাঠামো ও ল্যাটিন আমেরিকানদের পরিচয়েই বিদ্যমান নয়, এটি জনসাধারণের সমাজরাজনৈতিক স্বার্থগুলি রূপায়ন হিসেবে পর্যবেকক্ষণ করা যেতে পারে। বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণির ব্যক্তিরা শ্রেণীগত ভিত্তিতে (সম্ভবত বেশকয়েকজন পণ্ডিত একমত) বিশ্বকে ভাবতে পারে এবং প্রায়ই অনলাইনে অংশগ্রহণ ও ভোট দেওয়া থেকে শুরু করে তাদের শ্রেণী স্বার্থ রক্ষার জন্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে। এর উপর ভিত্তি করে, আমাদের নতুন প্রকল্প শ্রেণী গঠন, যৌথ কর্ম, এবং শ্রেণী স্বার্থের মধ্যে সম্পর্কের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। আমরা এরিক ওলিন রাইটের কাজ অনুসরণ করি, যিনি শ্রেণী চেতনাকে চেতনার সেই দিক হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেন যার একটি শ্রেণী সামগ্রী এবং শ্রেণী-প্রাসঙ্গিক প্রভাব রয়েছে। তিনি যুক্তি দেন যে, একটি ক্ষুদ্রস্তরের আলোচনায়, শ্রেণী স্বার্থের ব্যাক্তিগত উপলব্ধি শ্রেণী চেতনার মূল দিকগুলির মধ্যে একটি। রাইটের মার্কসবাদী-অনুপ্রাণিত কাঠামো আঁকড়ে ধরে আমরা বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক শ্রেণীর মূল্যায়ন করে এমন উপায়গুলির দিকে নজর দিয়ে শ্রেণীগত স্বার্থ পরীক্ষা করি।

সাম্প্রতিক লেখাগুলো দেখা যায় যে, শ্রমিক শ্রেণীর লোকজনের পুঁজিবাদ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থাকার, শ্রেণী-ভেদের বিষয়ে বিরোধপূর্ণ মনোভাব থাকার এবং নিয়োগকর্তা বা পরিচালকদের চেয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠার নীতিগুলি সমর্থন করার সম্ভাবনা বেশি। আমাদের প্রাথমিক ফলাফলগুলি এই লেখার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ: দেশ-বিভাগগুলি একপাশে, একটি শ্রমিক-শ্রেণীর বা অনানুষ্ঠানিক স্ব-নিযুক্ত শ্রেণিতে অবস্থানরত ল্যাটিন আমেরিকানদের চেয়ে বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত উত্তরদাতাদের (যেমন বিশেষজ্ঞ ব্যাবস্থাপক) তুলনায় নব্যউদারনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ধারনা, বা ফলাফলগুলির (যেমন, আয়ের বৈষম্য বা সরকারী হস্তক্ষেপের অভাবের বিষয়ে সমালোচনা করার সম্ভাবনা বেশি) ব্যাপারে অধিক সমালোচনামূলক অবস্থান রয়েছে।

আমাদের বর্তমান কাজটি কীভাবে সমষ্টিগত পদক্ষেপ এমন একটি প্রক্রিয়া যা শ্রেণীঅবস্থান দ্বারা আকৃত বস্তুগত স্বার্থগুলি বোঝার জন্য জোরদার করতে পারে এই গবেষণার মাধ্যমে এই ফলাফলগুলি প্রসারিত করতে চায়। সুতরাং, আমরা শ্রেণী, যৌথ কর্ম, এবং শ্রেণীচেতনার মধ্যে সম্পর্কেরর এই স্বল্প পরীক্ষিত দিক বিশ্লেষণে অবদান রাখার প্রতি লক্ষ রাখি। আমরা ধারণা করি যে জনপ্রিয় বিপ্লবের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতাসমপন্ন দেশগুলিতে (এমন দেশ যেখানে শ্রমিকশ্রেণি এবং জনপ্রিয় সেক্টরগুলি বামের উত্থানের সমর্থনে একিভূত) এবং স্বার্থের উপর শ্রেণী অবস্থান ও যৌথ কর্মকাণ্ডের প্রভাব, নিম্ন পর্যায়ের অপরাজনীতি যেখানে শ্রমিক শ্রেণী ক্রমাগত রাজনৈতিক কর্মকান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এমন দেশের চেয়ে শক্তিশালী।

আমরা বিশ্বাস করি যে এই অনুসন্ধানটি উন্নত করা গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে নয় যে শ্রেণী হচ্ছে রাজনৈতিক সক্রিয়তার একমাত্র উৎস, বরং এই কারণে যে, আমরা মনে করি যে লাতিন আমেরিকায় রাজনৈতিক প্রকল্পগুলির মুক্তির সম্ভাবনা শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই ধরনের সক্রিয়তা নিশ্চয়ই অত্যাচারের (এবং তাদের ছত্রভঙ্গ) মূলের বিরুদ্ধে আন্দোলন, যেমন বৃহত্তর নারী প্রতিবাদ এবং নারীদের মারধরের বিরুদ্ধে এবং আর্জেন্টিনা ও চিলিতে গর্ভপাতের বৈধীকরণের জন্য অবশ্যই চালাতে হবে; বা সাম্প্রতিক #ব্রাজিলের এলনোমোভমেন্ট যেখানে নারী ও জাতিগতভাবে নিপীড়িত গোষ্ঠীগুলি চরম অধিকারের বিকাশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথে পরিচালিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে যেখানে ক্ষমতায় ফিরে আসার অধিকার রয়েছে, শুধু একটি ক্ষমতায়িত শ্রমিকশ্রেণী, যা তার শ্রেণী স্বার্থ বজায় রাখে,অন্যান্য নিপীড়িত গোষ্ঠীগুলির সাথে জোট বেঁধে নয়া-ফ্যাসিবাদ বন্ধ করতে বামপন্থী আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
পাবলো পেরেজ <pperez@uahurtado.cl>
রডলফো এলবার্ট <elbert.rodolfo@gmail.com>

> দারিদ্র্য ও সামাজিক বর্জন উত্তর-সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াতে

ভেটলানা ইয়ারোশেনকো, সেন্ট পিটার্সবার্গ স্টেট ইউনিভার্সিটি, রাশিয়া

বাড়িতেই কাজ।
ছবিঃ সলমাজ গুসেনোভা।

আমি ১৯৯০ এর দশকের শুরুতে রাশিয়াতে যখন মুক্ত বাজার সংস্কার বাস্তবায়িত হয়েছে, ঐ সময়ের দারিদ্র্য নিয়ে গবেষণা শুরু করেছি। সোভিয়েত সংগঠিত ব্যবস্থা থেকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় রূপান্তরের সময় দারিদ্র্যকে ভিত্তিগত সামাজিক রূপান্তরের ব্যয় বলে মনে করা হত। এটি মেনে নেওয়া হয়েছিল যে বাজারের প্রবর্তন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস করবে, এবং মানুষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে এবং রাষ্ট্রীয় বল-য়মুক্ত করার শর্ত তৈরি করবে।

আশাবাদী পূর্বাভাসের বিপরীতে, এবং ২০০০-এর দশকে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা সত্ত্বেও রাশিয়ার দারিদ্র্য অব্যাহত ছিল। বিভিন্ন অনুমান অনুযায়ী রাশিয়ার জনসংখ্যার ১১% থেকে ২৫% মানুষকে দরিদ্র হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। ২০১৭ সালে নিম্ন সরকারি দারিদ্র্য হার, প্রায় ১৩% যা দারিদ্র্য নিরূপণ এবং জীবনযাত্রার ন্যূনতম খরচ হিসেব করার জন্য ব্যবহৃত স্টিং পদ্ধতির ফলাফল, যখন অনানুষ্ঠানিক এবং নিম্ন বেতনভোগী কর্মসংস্থান বাড়িয়ে নিম্ন বেকারত্বের হার অর্জন করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ অভিবাসন, সাবেক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র থেকে শ্রমিকদের অভিবাসন, এবং অ-মহানাগরীয় অঞ্চলের দারিদ্র্যের মাধ্যমে রাশিয়ার প্রধান শহরগুলির দ্রুত বর্ধিত বিস্তার সম্পন্ন হয়েছে। তবুও সরকারি বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করেন যে কেবল ৪০% রাশিয়ান বাজার অর্থনীতির সুবিধাগুলি উপভোগ করতে পারে। এই একই শতাংশ রাশি-য়ানদের গত বিশ বছরে আয় বেড়েছে, যেখানে অন্য ৬০% দের আয় একইরকম রয়েছে বা কমেছে। চাকরিজীবী লোকজন এবং ছেলেমেয়ে থাকা পরিবারের সঙ্গে দারিদ্র্য চলমান থেকেছে। রাশিয়ার গিনি সহকারী সামাজিক বৈষম্যের বৃদ্ধি দেখিয়েছেন, যা ১৯৯১ সালে ০.২৬ থেকে বেড়ে ২০১১ সালে ০.৪২১ তে উন্নীত হয়েছিল।

আমি এবং কোমি বিজ্ঞান কেন্দ্রের আমার সহকর্মীরা ২০০০ এর দশকে রাশিয়ার উত্তর অঞ্চলে নিবন্ধিত দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং শহুরে অধিবাসীদের জরিপের একটি অনুদৈর্ঘ্য গুণগত গবেষণা পরিচালনা করেছি। আমরা পেয়েছি যে, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা বেড়ে চলছিল। বাজার অর্থনীতিতে শ্রেণী, লিঙ্গ এবং প্রতিরক্ষামূলক প্রতিক্রিয়াগুলি দারিদ্র্যের শক্তাবস্থান এবং এর নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলিতে অবদান রেখেছে। সামাজিক বিচ্ছিন্নতা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়ে গেছে।

নিম্ন বেতন সম্পন্ন চাকরির বাজার বিস্তৃত হয়েছে। ১৯৯০ এর দশকে চাকরির বাজারের প্রথম পুনর্গঠন, ভারী শিল্পের অবনতি ও খুচরা বাণিজ্য ও সেবা খাতের সম্প্রসারণ ঘটায়। এই নতুন কাজে সাধারণত স্বল্প বেতন দেওয়া হয় এবং ন্যূনতম সুবিধা প্রদান করা হত। তারপরে ২০০০-এর দশকে, গণখাত অপ্টিমাইজ করা হয়েছিল এবং শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবার মত অ-বাজারজাত পরিষেবার সহ সামাজিক পরিষেবা-গুলিতে সুযোগ দেওয়া হল। যেহেতু শিল্পায়নের ভাঙ্গন এবং পরবর্তীতে বাজারভিত্তিক সেবা অর্থনীতি দ্রুত গতিতে এগোয়, কোন ক্ষেত্রটি বাজার সংস্কার কোন নীল-কলকার শ্রমিক বা সরকারী খাতের শ্রমিকরা সবচেয়ে অভাবী ছিল তার ওপর আলোচনা শুরু হয়। আমরা দেখেছি যে নীল-কলকার শ্রমিকরা বাজার সংস্কারগুলির নেতিবাচক প্রভাবগুলির প্রথম শিকার নয় বরং অত্যন্ত দরিদ্র মানুষের মধ্যে বৃহত্তম অংশেও এ প্রভাব রয়েছে। থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল এবং সেই অনুযায়ী, তাছাড়া, সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন অধিকাংশ রাশিয়ানরা- অর্থাৎ, দীর্ঘ সময় চরম দারিদ্র্যে বসবাসকারী মানুষ শ্রম বাজারের প্রান্তিক পর্যায়ে নিয়োজিত ছিল। বাজারেরও লৈঙ্গিক প্রভাব রয়েছে: আমরা দেখেছি যে দারিদ্র্যে শুধুমাত্র চরম নারীকরণই ছিল না, পুরুষরাও ব্যাপকভাবে ভ্রষ্ট-তার শিকার হচ্ছিল। আমাদের ক্ষেত্রে অর্ধেকের মধ্যে, জনসাধারণের আয় এতই কম ছিল যে নিজেদেরকে ছাড়া তারা কাউকে সহযোগিতা করতে পারত না।

২০০০-এর দশকের গোড়ার দিকে, একজন ব্যক্তির সামাজিক শ্রেণি অবস্থান যত নিচে, দারিদ্র্যে পতিত হবার সম্ভাবনা তাদের তত বেশি দশ বছর পর, লিঙ্গ পরিচয় আর সামাজিক শ্রেণীর উপর নির্ভর করতো না: বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণি থেকে আগত একক মায়েরা অধিক অর্থনৈতিক

>>

ক্লিষ্টতার শিকার হওয়ার প্রবণতা ছিল। অন্য কথায়, বিদ্যমান প্রকৃত সমাজতন্ত্র ব্যবস্থায় মজুরি কর্মীদের দ্বারা উপভোগকৃত সামাজিক সুবিধাগুলি হ্রাসের ফলে উদীয়মান বাজার অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান সুযোগগুলি বন্ধ হয়ে যায়নি। কাঠামোগত সীমাবদ্ধতার চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে: শ্রেণী ও লিঙ্গ সমান্তরালভাবে পরিচালিত হয়েছে।

যখন বাজার সম্পর্কগুলি কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করেছে (উতপাদন এবং প্রজনন), সামাজিক নীতি দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছে। মুক্ত বাজারে বিশ্বাস, প্রকৃতপক্ষে বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের অস্পষ্ট সমালোচনার এবং সোভিয়েত পিতৃত্ববাদের ("অকার্যকর" এবং "সার্বজনীনতাপূর্ণ" সোভিয়েত ব্যবস্থা যা রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীলতার সংস্কৃতিকে রূপ দিয়েছিল) থেকে মুক্তির প্রয়োজন সম্পর্কে ব্যাপক বিবৃতির মধ্যে, সেখানে একটি মৌলিক পর্যায়ের কল্যাণ বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতা মধ্যে একটি প্রকৃত লঘুকরণ ছিল। ১৯৯১ সাল থেকে রাশিয়ায় বসবাসের ন্যূনতম খরচ হিসেব করার পদ্ধতি তিনবার সংশোধন করা হয়েছে এবং আরো কঠোর হয়ে উঠেছে এবং ন্যূনতম মজুরি আর্থিক নিরাপত্তার[১] জন্য প্রকৃত মজুরি সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে গেছে।

এদিকে, ন্যূনতম মজুরি, পেনশন, এবং শিশুর জীবনযাত্রার ন্যূনতম মূল্যের সুবিধাগুলোর সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রমাণ হিসাবে, সাধারণ পণ্যগুলিতে সুযোগ দেওয়ার শ্রম-ভিত্তিক নীতি একটি মূল সামাজিক নীতিমালা হিসাবে বিবেচিত হয়েছে[২]। যাইহোক, কর্মক্ষেত্র আর লভ্যাংশ বরাদ্দের উপকেন্দ্র নেই; এটা পরিবারের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। শিশু প্রতিপালন সুবিধা, গৃহায়ণ ভর্তুকি, এবং লক্ষ্যযুক্ত সামাজিক সহায়তা এখন পারিবারিক আয়ের মূল্যায়ন দ্বারা নির্ধারিত হয়। সামাজিক নীতিটি সুবিধাভোগীর আয় এবং নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা পূরণের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতি রেখে নির্বাচনীভাবে বাস্তবায়িত হয়।

ফলে, দারিদ্র্যকে কলঙ্কিত করা হয়েছে: এটি সোভিয়েত আমলে যেমন একটি স্থায়ী, সার্বিক সমস্যা ছিল, তেমনি জীবন এবং একটি অস্থায়ী ঘটনা হিসাবেও চলে গেছে। তদুপরি, সামাজিক সহায়তার ব্যবস্থা এমনভাবে পরিচালিত হয়েছে যে সবচেয়ে অভাবীরা উপেক্ষিত হয়। নিবন্ধিত দরিদ্রদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ চরম দারিদ্র্য, দুই তৃতীয়াংশ কর্মে নিযুক্ত, এবং দুই তৃতীয়াংশ নারীর নেতৃত্বাধীন পরিবার। সুতরাং, সামাজিক সমর্থনের লক্ষ্য স্বল্প বেতনের ক্ষতিপূরণ করে। এটি আর বেকারত্ব ও দরিদ্রতার ঝুঁকিগুলির বিরুদ্ধে একটি বীমা নয়।

সকল সম্পদ নিষ্পত্তি এবং দারিদ্র্য ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা দূর করার প্রচেষ্টা বেগবান করতে ব্যক্তিগত দায়িত্বের একটি আদর্শের অত্যন্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন হয়েছে। পুনর্গঠিত কর্মসংস্থান ব্যবস্থার প্রভাব, পূর্বনির্ধারিত সমাজতন্ত্র প্রচার পদ্ধতির পতন, এবং প্রাক-সমাজতান্ত্রিক দেশে সবচেয়ে উদার বাজার প্রকল্প বাস্তবায়নের ভারসাম্য রাখতে তারা পূর্বসঞ্চিত সম্পদ ব্যবহার করে। চাকরি খুঁজে পেতে এবং দ্বিতীয় ও পার্ট টাইম চাকরি নিতে কর্মীদের স্থানান্তর করতে বাধ্য করা হয়েছে। চাকরির ক্ষেত্রে নারীরা লিঙ্গ বিষয়ে, বেসরকারি সামাজিক সেবা প্রসঙ্গে প্রাথমিক সেবক হিসেবে বা কর্মী হিসেবে প্রায়শই সংগ্রাম করে। পেনশনগুলি স্বল্প মজুরির পরিপূরক হিসাবে ব্যবহার করা হয়: আমাদের নিযুক্ত উত্তরদাতাদের এক তৃতীয়াংশ পেনশন ভোগকারি ছিল।

বর্তমানে আমরা ঘূর্ণি বিস্তৃত দেখতে পাচ্ছি, যেহেতু চিকিতসক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক দের মত পেশাদাররা অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার শিকার। কোমি প্রজাতন্ত্রের বিষণ্ন জনগোষ্ঠী অংশে তাতিয়ানা লিটকিনার গবেষণায় দেখা গেছে, দারিদ্র্য ঘনীভূত চক্রের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে গেছে, এমনকি একটি শহরের সব অধিবাসীর মধ্যেই বিস্তৃত। স্পষ্টতই, প্রধান শহরগুলিতে কিছু গোষ্ঠী দ্বারা উপভোগ করা সুযোগ-সুবিধা শুধু বাজার ব্যবস্থা দিয়েই সরবরাহ করা হয় কারণ এটি অন্যান্য অনেক লোককে সমাজের প্রান্তিকতায় স্থানান্তরিত করে।

ইতোমধ্যে, একটি উত্থাপিত অবসর বয়স সহ রাষ্ট্রের সাম্প্রতিক প্রস্তাবিত পেনশন সংস্কার দেশের সম্ভাবনা এবং রূযংক-এবং-ফাইল রাশিয়ানদের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনার জন্য ফোরামের পরিবর্তে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির প্রচারের প্রতিযোগিতা করার জন্য একটি জায়গা হয়ে উঠেছে। ১৯৯০ এর দশকে, রাশিয়ার তরুণরা তাদের প্রজন্মের উত্তম ভবিষ্যত দাবি করে প্রতিবাদে শহরের রাস্তায় নেমেছিল।

এই নিবন্ধটি নিম্নোক্ত নিবন্ধগুলো থেকে নেওয়া: ভেটলানা ইয়ারোশেনকো (২০১৭) *"Lishnie liudi, ili O rezhime iskliucheniia v postsovetskom obshchestve"* [অতিরিক্ত মানুষ বা সোভিয়েত পরবর্তী রাশিয়ার সামাজিক বিচ্ছিন্নতার শাসন], *Ekonomicheskaia sotsiologiia* [অর্থনৈতিক সমাজবিজ্ঞান] ১৮ (৪)ঃ ৬০-৯০; তাতিয়ানা লিটকিনা এবং ভেটলানা ইয়ারোশেনকো (আসন্ন), *"Vozmonaia li sotsiologiia dlia trudiashchikhsia klassov v Rossii"* [রাশিয়াতে কি ব্লু কলার সমাজবিজ্ঞান চর্চা সম্ভব?], *মি রসি*। ■

১। ন্যূনতম মজুরি ১ মে, ২০১৮ সাল থেকে কেবলমাত্র সর্বনিম্ন খরচে জীবন যাপন করা হয়েছে।
২। ২০১০ সালে রাশিয়ার একজন ব্যক্তির জন্য সর্বনিম্ন জীবনযাত্রার খরচ ৫,৬৮৫ রুবেল ছিল। ন্যূনতম মজুরি প্রতি মাসে ৪,৩৩০ রুবেল ছিল। সর্বনিম্ন মাসিক বেকারত্ব বেনিফিট প্রদান ছিল ৮৫০ রুবেল, সর্বোচ্চ পেমেন্ট ৪,৯০০ রুবেল ছিল। সর্বনিম্ন বয়সী পেনশন পেমেন্ট মাসে ৬,১৭৭ রুবেল ছিল, যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি প্রদানের শিক্ষার্থীরা ১,৩৪০ রুবেল মাসিক স্টিপেন্ড পেয়েছিল। ন্যূনতম শিশু-পালন সহায়তা পেমেন্ট মাসে ২০২০ রুবেল ছিল, যখন গড় মাসিক বেতন ২০,৯৫২ রুবেল ছিল। এক (১) রাশিয়ান রুবেল ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে ০.০২৩ ইউরোর মূল্য ছিল; ৩১ ডিসেম্বর, ২০১০ এ এটি ০.০২৪ ইউরো মূল্য ছিল।

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
ভেটলানা ইয়ারোশেনকো <s.yaroshenko@spbu.ru>

> লুম্পেনপ্রোলেতারিয়েত এবং চীনে নগরের নিচু শ্রেণী

এনগাই-লিং সাম, ল্যানেচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য

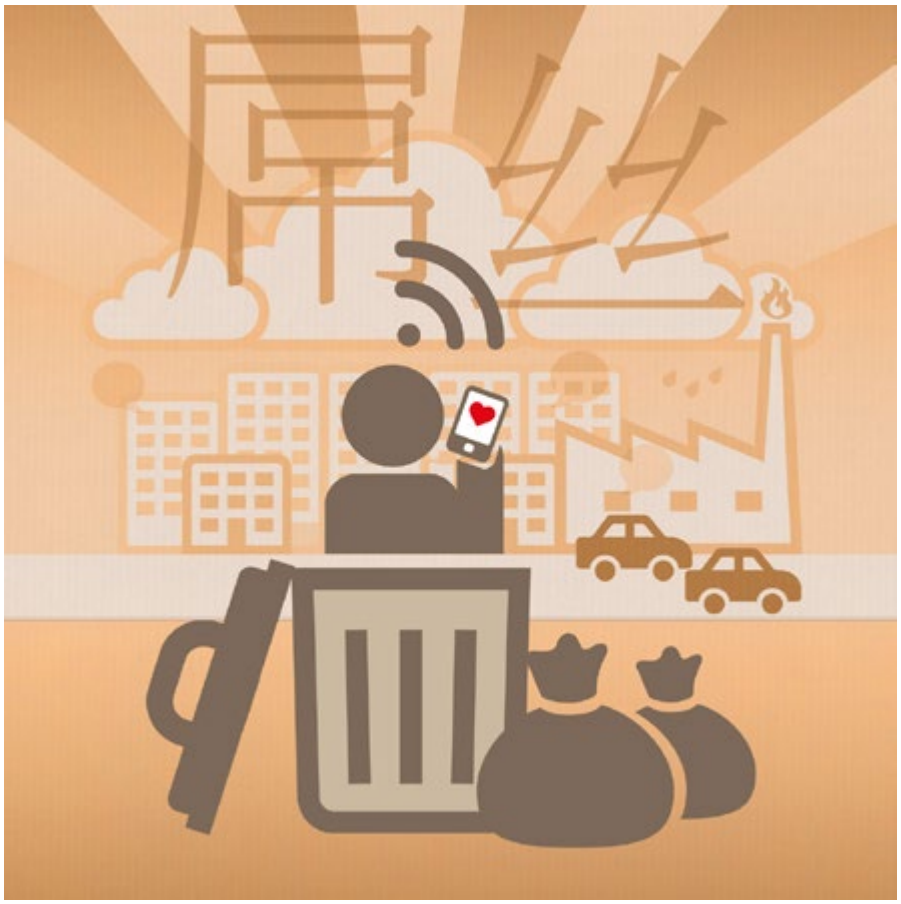

চিত্রাঙ্কনে আরবু।

মার্কস এবং এঙ্গেলস *"লুম্পেনপ্রলেতারিয়েত"* শব্দটি মূলত বর্ণনামূলক, অপমানজনক এবং অলৌকিক উপায়ে ব্যবহার করেছিলেন। সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আলোচনার ক্ষেত্রে "নিম্নশ্রেণী" অনুরূপ জায়গা দখল করে নিয়েছে, যেখানে "সর্বহারা" -এর আরও ইতিবাচক অর্থ রয়েছে। এই লেখাটি গ্র্যামসির "নিচু" বা "অধস্তন" শ্রেণীগুলির ধারণাকে কাজে লাগায়, যা বিভিন্ন সামাজিক অধীনস্থ গোষ্ঠীর শোষণ, নিপীড়ন এবং প্রান্তিকতার তথা প্রভাবশালী সামাজিক গোষ্ঠীর কর্তৃত্ব থেকে স্বায়ত্তশাসনের আপেক্ষিক অভাবের বহুমাত্রিক চিত্র ধারনের দিকে লক্ষ্য রাখে। আমার কেস স্টাডি বিবেচনা করে যে ২০০৮ সালে আর্থিক সংকটের পর চীনে শহুরে দরিদ্রদের একটি নির্দিষ্ট স্তরের দারিদ্র্য এবং বৈষম্যের অভিজ্ঞতা কীভাবে একটি নতুন পরিচয়ের উন্নয়নে প্রতিফলিত হয়েছে- দিয়াওসি - যা ব্যক্তিগত বিবরণী এবং একটি উপসংস্কৃতি তৈরি করতে সামাজিক গণমাধ্যম ব্যবহার করে যা স্ব-হাস্যকর ভাবে কর্তৃত্ববাদী মূল্যবোধকে দরে রেখেছে।

> চীনে নিচু শ্রেণীর ডায়োসি (ক্ষতিগ্রস্ত)-র পরিচয়

২০০৮ সালের আর্থিক সংকট নগরের নিম্ন শ্রেনীর অবস্থার উন্নতি করেছে, প্রাথমিকভাবে ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের কারণে এবং তারপরে ঋণভিত্তিক শহুরে মেগা প্রকল্প এবংবৃহত্তর সরকারী উদ্দীপনাসূচী কর্মসূচি দ্বারা সৃষ্ট রিয়েল এস্টেট বুমের প্রভাবে। ঋণ-ভারাক্রান্ত সম্পত্তি আবাসিক খরচ, আবাসিক ভাড়া এবং শহরগুলির খরচ বৃদ্ধি করে; ক্রমবর্ধমানভাবে, বিপদাপন্ন অভিবাসী কর্মীরা শহুরে বাসস্থানের অধিকার এবং সংশ্লিষ্ট কল্যাণ সুবিধা ব্যতীত স্বল্প বেতন সহ দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করত। কারখানার সরবরাহকৃত ডরমিটরির বাসস্থান ছাড়াই তাদেরকে নগরগুলির পেরিফেরিতে উপমানিকের বাসস্থানের জন্য উচ্চ ভাড়া দিতে হত, অথবা নগর কেন্দ্রগুলিতে সামান্য জায়গায় (যেমন, বালকনি, ছাদের উপরে, পাত্রে বা ভূগর্ভস্থ বাংকার) বসবাস করতে হত। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৪ সালে বেইজিংয়ে প্রায় এক মিলিয়ন অভিবাসীরা প্রাকৃতিক আলো ছাড়া এবং গণ শৌচাগার ও রান্নাঘর নিয়ে ভূগর্ভস্থ বায়ুযাপিত আশ্রয়স্থল এবং স্টোরেজে প্রায় ৬৫ মার্কিন ডলারে ছোট কক্ষ ভাড়া করে। তারা ওয়েটার, হেয়ারড্রেসার, জ্যানিটার, দোকান সহকারী, রাস্তার পাচারকারী,

>>

শেফ, নিরাপত্তা রক্ষী এবং নির্মাণ কর্মীদের মতো কম বেতনভোগী কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত। এই নিচু শ্রেনীকে একটি "ইঁদুর উপজাতি" হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছিল যেমনটা সি.ওয়াই. সিম তার ২০১৫ এর লেখায দেখিয়েছেন। ভিডিওঃ http://creativetimereports.org/2015/01/24/sim-chi-yin-rat-tribe-beijing-underground-apartments/।

২০১১ সালের শেষের দিকে, পপ সংস্কৃতি এবং সামাজিক গণমাধ্যমের সাথে জড়িত যারা বাস্তব বা ডিজিটাল কারখানাগুলিতে অনেক তরুণ অভিবাসী কর্মী, তাদের নতুন পরিচয়ের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের প্রান্তিকতা এবং হ্যয় অবস্থার বর্ণনা দিয়ে বৈষম্য ও অবিচারের অনুভূতিগুলিতে প্রতিক্রিয়া জানান। দিওসি বিষয়ক অবস্থান আক্ষরিক অর্থে, একজন সেলিব্রিটি ফুটবলারের ভক্ত - প্রতিদ্বন্দ্বী ভক্তদের মধ্যে অন-লাইনের লড়াইয়ে আবির্ভূত হয়। এই পরিচয়টি তখন স্ব-হাস্যকরভাবে "লিঙ্গের ভক্ত" হিসাবে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল, একটি ঘনিষ্ঠসমার্থক হিসেবে। এই স্থানান্তর শীঘ্রই সামাজিক গণমাধ্যমে ভাইরাল গিয়েছিল। এই পরিচয়টি প্রকাশের দুই মাস পরে, এটি চীনের টুইটার- ওয়েইবোতে ৪১.১ মিলিয়ন গুগল অনুসন্ধান এবং ২.২ মিলিয়ন ব্লগপোস্টকে আকর্ষণ করেছিল। তরুণ সাবাল্টারগুলি নিজেদেরকে ডিয়াওসি হিসাবে ঘোষণা করতে শুরু করে এবং সমস্ত ধরণের আলোচনার মাধ্যম এবং সামাজিক গণমাধ্যমে কাজ শুরু করা হয় (উদাঃ, YY এবং QQ চ্যাট)।

সামাজিক গণমাধ্যমে প্রচারিত আলোচনা ও পরিচয় হিসাবে নতুন অর্থ যোগ করা হয়েছে। এটি শীঘ্রই অভিবাসী শ্রমিকদের অসমতা, প্রান্তিকতা, বিচ্ছিন্নতা, অর্থনৈতিক কষ্ট, হতাশা এবং সামাজিক ক্লেশ, সেইসাথে তাদের অনুপযুক্ত ভোক্তাদের এবং রোমান্টিক আকাঙ্ক্ষার অনুভূতিগুলিকে সংকীর্ণ করতে এসেছিল। তারা নিজেদেরকে ব্যাকগ্রাউন্ডগুলি, একটি ক্ষুদ্র মজুরি উপার্জন, সামান্য খাওয়া, এবং সামাজিক যোগাযোগের অভাব সংক্রান্ত অবস্থা হিসাবে উপস্থাপন করে। তাদের ক্ষুদ্র আয়, খরচ, এবং ঋণের ক্ষমতা পাশাপাশি তাদের নিম্ন সামাজিক অবস্থান সামাজিক-আবেগগতভাবে এক অবমূল্যায়িত জীবনযাত্রার অনুভূতির সাথে মিলিত হয়: দীর্ঘসময় ধরে কাজ, অস্বচ্ছল বাসস্থান, অনিশ্চিত কর্মজীবনের সম্ভাবনা, বাড়ির জীবনের স্মৃতি, বাড়িতে পিতামাতার প্রতি দোষারোপ, এবং একটি শূণ্য মানসিক ও রোমান্টিক জীবন। ভালবানা দিবসে, ক্রিসমাস, উতসব ঋতু এবং ইন্টারনেটের সঙ্গীদের খোঁজার জন্য রাতের স্বল্প সময় কিভাবে ব্যয় করা হয় সে সম্পর্কে ডায়োসির বিবরণগুলিতে এটি প্রায়শই হাইলাইট করা হয়।প্রান্ত থেকে এসব কার্যকর আলোচনা দৈনন্দিন শহুরে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে উৎপাদিত বৈষম্যের ভিত্তিতে সংগৃহীত যৌথ সামাজিক অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে।

ডায়োসি এই দৈনন্দিন অস্তিত্বটি ও একটি জৈব রাজনৈতিক বাইনারি মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে যা আয়, ভোগের সুযোগ, পাওয়ার নেটওয়ার্ক, প্রেম, রোম্যান্স এবং অন্তরঙ্গতার ক্ষেত্রে তাদের অসম প্রবেশাধিকারের ভিত্তিতে দুটি প্রধান লৈঙ্গিক শরীরের ধরনকে চিত্রিত করে। "পুরুষ"-"দরিদ্র, খাটো, এবং কুশ্রী" ক্ষতিগ্রস্ত হিসাবে অবনমিত। কম আয় এবং অনাকর্ষিক দেহে, তারা নিজেদেরকে বস্তুগত উপহার এবং অথবা তাদের আকর্ষক করে ঝাঁকিয়ে মেয়েদের প্রভাবিত করতে অক্ষম হিসাবে নিজেকে তৈরি করে। তাদের "কোন ঘর, কোন গাড়ী নেই, এবং কোন বউ / বান্ধবী নেই" এবং তাদের বেশিরভাগ সময় বাড়িতে ব্যয় করে, সস্তা মোবাইল ফোনগুলি ব্যবহার করে, ইন্টারনেট সার্ফিং করে এবং ডোটার মত মিডিয়া গেমগুলি চালায়। এই জীবন ধীরে ধীরে মহিলা শ্রেণীর মধ্যে ছড়িয়ে আছে। তারপর গফুফুয়েই আছে। এই উচ্চতর দলের সদস্যদের (১) "লম্বা, ধনী, এবং সুদর্শন"; এবং (২) বিশেষ পার্টি এবং রাষ্ট্র সংযোগগুলির সাথে "প্রিন্সিপালিং" তাদের কর্মসংস্থান এবং প্রবেশাধিকারগুলি অর্জন করতে সক্ষম করে। তারা "তিনটি কোষাগার" (আইফোন, স্পোর্টস গাড়ি এবং ডিজাইনার ঘড়ি) উপভোগ করে এবং সুন্দর মেয়েদের আকর্ষণ করতে পারে। এই বাইনারিটিতে লুকানো সমালোচনা, স্ব-হাস্যকর, আত্মরক্ষা, এবং আত্মবিনোদনের মিশ্রণ রয়েছে। এটি রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী চীনে নিরাপত্তাহীনতা এবং অনিরাপদতা মুক্তির একটি দৈনন্দিন উপায়। এই দুটি কল্পিত গোষ্ঠীর মধ্যে ফলস্বরূপ বিরাট ব্যঙ্গ কার্টুনগুলি, ছবি, টিভি শো, ফ্যান্টাসি আলোচনা ইত্যাদি মাধ্যমে অনলাইন হাইলাইট করা হয়। দুটি গোষ্ঠীতে রয়েছে ভিন্ন ধরণের পরিবহন (বাস বনাম বিএমডব্লিউ), স্মার্টফোনের (নকিয়া বনাম আইফোন), খাওয়ার জায়গা (সাইড রাস্তার দোকান বনাম ব্যয়বহুল রেস্টুরেন্ট), এবং রোমান্টিক সঙ্গী । সংক্ষেপে, ডায়োসি ব্যাখ্যাগুলি নিরাশার ভবিষ্যতের বা আশার সাথে ভাগ্যের স্ব-হাস্যরস প্রতিফলিত করে; রোমান্টিক জীবনে মানসিক শূন্যতা; প্রিন্সেলিংস দ্বারা সজ্জিত সামাজিক উচ্চবর্গের প্রতি গোপন শত্রুতা; এবং একটি অসম সমাজে গৃহীত না হওয়ার হতাশা।■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
এনগাই-লিং সাম <n.sum@lancaster.ac.uk>

> শ্রেণী কাঠামো নির্মাণ এবং কৃষিভিত্তিক পুঁজিবাদ

তানিয়া মুরে লি, টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা

তেল পাম গাছপালা দ্বারা ঘেরা একটি গ্রাম। ছবিঃ তানিয়া লি।

কে কিসের মালিক? কে কী করছে? কে কী পাচ্ছে? উদ্‌ত্ত্ব সম্পদ দিয়ে কে কি করছে? গ্রামীণ শ্রেণী কাঠামোর বিশ্লেষণ কার্যকরী উপায়ে শুরু করা সম্ভব হেনরি বার্স্টেইনের করা এই চারটে সংক্ষিপ্ত মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপণের মাধ্যমে। এই প্রশ্নগুলো বিশেষ কিছু ভৌগলিক স্থানে ভাল কাজ করে যেমন, যেসব এলাকায় কৃষিজমির মালিকানা, কৃষি জমির আয়তন ও এর উর্বরতা ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টায় উদ্‌ত্ত অর্থ বিনিয়োগ করার সামর্থ নির্ধারণ করে কোন কৃষক তার কৃষি ব্যবসার পরিধি বাড়াতে ও টিকিয়ে রাখতে পারবে আর কোন কৃষকের কৃষি ব্যবসা সংকুচিত হবে। আমি গ্রামীণ ইন্দোনেশিয়ার এমনই একটা প্রত্যন্ত কোণে পড়ালেখা করেছি। যেখানে উচ্চভূমির আদিবাসী কৃষকেরা তাঁদের পূর্বপুরুষের গণভূমি ব্যবস্থা থেকে নিজেদের ব্যক্তিগত জমি নিয়ে বের হয়ে যাওয়ার কারণে এবং কোকো চাষাবাদ করতে শুরু করার কারণে দ্রুত গ্রামীন শ্রেণী কাঠামো গঠনের প্রক্রিয়া ঘটেছে, যেটা আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। এই ঘটনার পর থেকে তাঁদের পক্ষে আর শুধুমাত্র অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার মতন উৎপাদন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ তাঁদের একেকজনের ভাগে যে স্বল্প পরিমান জমি জুটেছিল তা দিয়ে পুরো পরিবারের সারা বছরের খাদ্য উৎপাদনের সাথে সাথে জামাকাপড়, স্কুলের ফি ও অন্যান্য খরচ মেটানো সম্ভব হচ্ছিল না। একারণে, তাদেরকে জমিতে বাজারমুখী উৎপাদন তীব্র করতে হয়েছিল, এই আশাতে যে তারা পুরো পরিবারের চাহিদা মেটানোর সাথে সাথে তাঁদের জমিগুলোকে উৎপাদণে চালু রাখতে পারবে। যারা এটা করতে ব্যর্থ হয়েছে তারা জমিও হারিয়েছে। ছোট ছোট খামার গুলো যখন আদতেই ক্ষুদ্র ক্ষমতার হয়ে যায় তখন কি ঘটে সেটার একটা নজির সৃষ্টি কারী দৃষ্টান্ত ছিল এটাঃ পুঁজিবাদী সম্পর্কের অধীনে চালিত হবার কারণে যখন প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে এসব খামার মালিক তাঁদের খামারে যথেষ্ঠ বিনিয়োগ করতে অক্ষম হয় তখন এসব খামার সবকিছু হারিয়ে ফেলার মতন অরক্ষিত হয়ে পড়ে, কারণ, নিজেদের টিকিয়ে রাখার মতন পর্যাপ্ত আয় করতে না পারার কারণে তারা জমিও ধরে রাখতে পারে না।

উপরে যে গ্রামীণ শ্রেণী প্রক্রিয়ার বর্ণণা দিলাম সেটা এছাড়াও আরো কিছু মাপকাঠি দিয়ে নির্ধারিত হয়। এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্ণায়ক হল সরকারী দান ও রেমিটেন্স। ব্রাজিলের "বোলসা ফামিলিয়া"র মতন সরকারী ভাতার ব্যবস্থার মতন একটি কৃষক পরিবার যদি নিয়মিত সরকার থেকে টাকা পায় অথবা কৃষক পরিবারের কেউ বিদেশ থেকে টাকা পাঠালে এসব পরিবার তাঁদের কঠিন সময় গুলোতে কৃষিজমি গুলো হারানো থেকে উদ্ধার পেতে পারে (যেমন যখন কৃষি পণ্যের দাম পড়ে যায়, ঋণ পরিশোধ অসম্ভব হয়ে ওঠে, ফসল হানি ঘটে, কৃষক অসুস্থ হয়ে যায় অথবা পরিবারে বিপদ দেখা দেয়)। বাইরে থেকে পাওয়া এই অর্থ তখন জমি কিনতে, টাকা সুদে খাটাতে অথবা পরিবারে শিক্ষায় বিনিয়োগে কাজে লাগানো হয়। এছাড়াও এই অর্থ দৃষ্টি নন্দন বাড়ি নির্মাণে অথবা জাকজমকপূর্ণ বিয়ের অনুষ্ঠান করতেও ব্যয় হয়, আপাত দৃষ্টিতে যেটাকে অপচয় বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এরকম খরচ পরিবারের উৎপাদনক্ষমতা বাড়াতে পারে এমন সম্পদ হাতের নাগালে পাওয়া সহজ করে দেয়

>>

(যেমন; চুক্তি করতে সক্ষম হওয়া, ঋণ পাওয়া, কাজে লাগানোর মতন তথ্য পাওয়া অথবা ভর্তুকি পাওয়া) এবং এসব পরিবারের সামাজিক নেটওয়ার্ক বাড়ানোতে সাহায্য করে। আজকের এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার গ্রামে গ্রামে আমরা ভূমি, শ্রম ও পুঁজির এসব রুপান্তরিত ভূমিকার উদাহরণ হিসেবে "রেমিটেন্স বাড়ি" ও অন্যান্য নিয়ামত গুলো দেখতে পাবো। এপর্যায়ে, যদিও উপরে যে চারটে প্রশ্নের কথা বলা হয়েছে ("কে কিসের মালিক? কে কী করছে? কে কী পাচ্ছে? উদ্বৃত্ত সম্পদ দিয়ে কে কি করছে?") সেগুলো দিয়ে গ্রামীণ শ্রেণী গঠনের প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব, তথাপি, এই প্রশ্নগুলোর আরো ব্যপক পরিসরে ব্যাখ্যার দরকার আছে যাতে করে ভূমি বহির্ভূত অন্যান্য বিস্তর সম্পর্কগুলোও এই বিশ্লেষণের আওতায় আনা সম্ভব হয়।

ছোট ছোট কৃষি জমি ভিত্তিক অথবা পরিবার ভিত্তিক চাষাবাদ থেকে বেরিয়ে এসে বৃহৎ আয়তনের জমির নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন যখন আসে, শ্রেণী বিশ্লেষণ তখন জটিল আকার ধারণ করে বাজারের বাইরের শক্তিগুলোর কারণে, যেগুলো গ্রামীণ সমাজে "কে কিসের মালিক হবে" এবং "কে কী পাবে" তা নির্ধারণ করে দেয়। যেমন ফিলিপাইনে, লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ জায়গার মতন, স্পেনের উপনিবেশ আমলে যারা বিশাল বিশাল ভূমির মালিক হয়েছিল তারাই রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, ফলাফল হিসেবে এরা আইনও পরিবর্তন করে ফেলেছে যাতে করে তাঁদের এসব জমি উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে কি হচ্ছে না তার উপর ভিত্তি করে জমির মালিকানা না যায় । ইন্দোনেশিয়া বা অন্যান্য যেসব দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে উপনিবেশ আমলে বিশাল বিশাল জমির মালিক বনে যাওয়ার ঘটনা ঘটেনি, সেখানে অধুনা রাজনীতিবিদ ও আমলারা বরং সরকারী ও অন্যান্য ক্ষমতার জোর দেখিয়ে বিশাল জমির দখল নিয়ে নিচ্ছে। এসব জায়গায় ভূমির মালিকানা থেকে রাজনীতির দখল আসে না, বরং রাজনীতির দখল থেকে ভূমির মালিকানা নির্ধারিত হয়। যেহেতু জমিকে ভবিষ্যতে বড় অঙ্কের লাভবান হবার আশায় ঝুঁকিপূর্ণভাবে ফেলে রাখা হয় বা বিক্রি করে মুনাফা আয় করা হয়, এসব জায়গায় তাই "ভূমির মালিক" হওয়ার সাথে পুঁজিবাদী চাষাবাদ অথবা কৃষির তেমন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না।

বৃহৎ কৃষি জমি ও ঔপনিবেশিক বড় বড় কৃষি বাগানের শ্রেণী চরিত্রকে বুঝতে পারাটা আজকের যুগে খুবই জরুরী বিষয়ে পরিনত হয়েছে, কারণ এ ধরণের চাষাবাদের পরিধি দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। ইন্দোনেশিয়ার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যেখানে বিশাল সব তেল উৎদানশীল পাম বাগান গুলো প্রায় ১ কোটি হেক্টর আয়তন জুড়ে অবস্থান করছে, এবং সরকার এর পরিধি ২ কোটি হেক্টরে উত্তরণ করতে চায়। কম্বোডিয়া ও লাওসে, রাবারের বড় বড় বাগান আয়তনে দিনকে দিন আরো বড় হচ্ছে। ব্রাজিল ও এর আশেপাশের দেশগুলোতে রয়েছে বিশাল বিশাল সব যান্ত্রিক চাষাবাদের সয়া বাগান। বিশাল বিশাল খামার ও প্লান্টেশন, ব্যক্তি-মালিকানাধীন, বহুজাতিক কর্পোরেশন অথবা সরকারী মালিকানাধীন যাই হোক না কেন, পাঠ্যপুস্তকীয় সংজ্ঞায় এগুলোকে "পুঁজিবাদী" বলা যায় না, কারণ তাঁদের উৎপাদনের কোন যোগানের জন্যই তারা বাজার মূল্য পরিশোধ করে না। রাষ্ট্র লিজ নিয়ে ব্যপকভাবে ভর্তুকির সুবিধা দেওয়ার মাধ্যমে এসব খামারকে একেবারেই বিনামূল্যে অথবা নামমাত্র মূল্য পরিশোধের সুযোগ সৃষ্টি করে, এদের পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করে, কর মৌকুফ করে, এবং সুলভমূল্যের ঋণ সুবিধা দেয়। অনেকসময় এদের সস্তা শ্রমও জুটে যায়, যেটা আসে রাষ্ট্র-সমর্থিত অভিবাসন নীতির মাধ্যমে। আদতে বহুজাতিক "বিনিয়োগকারীরা"- যাদেরকে আদর্শ পুঁজিপতি হিসেবে ধরা হয় - বিনামূল্যের অথবা ভর্তুকির যোগানের উপর নির্ভর করে এসব খামারে একেবারেই নামমাত্র বিনিয়োগ করে এমনকি কোনরকম বিনিয়োগই করতে হয় না এদের। এসব বৃহৎ ব্যবসায়িক খামারগুলো ব্যপকভাবে চুক্তির চাষাবাদ অথবা বহিস্থ-উৎপাদনের নীতির উপর নির্ভরশীল, যার কারণে কে যে কিসের মালিক, এবং লাভের গুড়ের কে কতটা ভোগ করে সেই প্রশ্নটা ঘোলাটে হয়ে ওঠে। বৃহৎ আয়তনের উৎপাদনকারীরা "উন্নয়ন" ও কর্মসংস্থানের সুযোগ নিয়ে আসবে এই কথা বলে বৃহৎ খামারগুলোকে ভর্তুকী দেওয়া হয়- বৈচিত্রপূর্ণ কর্মসংস্থান ও উন্নয়নের সম্ভাবণাকে নষ্ট করে যে এসব খামার গড়ে ওঠে অথবা এসব খামারগুলোর একচেটিয়া অবস্থানের কারণে যে জুলুম ও জোরজবস্তির সম্ভাবণা তৈরী হতে পারে সেই সত্যকে খারিজ করা হয়।

বৃহৎ খামারগুলোর ফুলে ফেপে বেড়ে ওঠার ফলে সরকারী কর্মকর্তা ও রাজনীতিবিদেররা লাভবান হয় অনুমতিপত্র, ফি, ঘুষ ও চাদাবাজির মাধ্যমে আয় করে। এরা প্রায়ই কর্পোরেট পর্ষদগুলোতে আসন গেড়ে বসে। আমরা কি উপায়ে এই ব্যক্তি-রাষ্ট্র-কর্পোরেট ভুঁইফোড়দের শ্রেণী চরিত্র বিশ্লেষণ করতে পারি? উৎপাদনের পর্যায়ে পুঁজি ও শ্রমের মধ্যকার যে শ্রেণী সম্পর্ক আমরা দেখতে পাই সেটা আজও খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু অন্যান্য সম্পর্ক ও মাপকাঠিগুলোকেও পর্যালোচনায় নিয়ে আনা জরুরী। বৈশ্বিক পুঁজি ইন্দোনেশিয়া বা ব্রাজিলের মতন দেশগুলোতে উড়ে এসে জুড়ে বসে নি - বরং নানাবিধ সূত্র, জোট গঠন, আইনের সহায়তা ও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এর পথ সুগম হয়েছে। গবেষণাপত্রগুলোতে "লুণ্ঠনজীবী এলিট" বা "প্রাণের দোস্ত পুজিবাদীপতির" মতন যেসব পরিভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলো আমাদের সামনে রাষ্ট্র ও অ-রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাশালীদের একে অপরের সাথে জড়িয়ে পড়াকে দৃষ্টিগোচর করে, যার ফলে এধরনের বিনিয়োগ সম্ভব হয়েছে, একারণেই এধরনের পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। এরকম ভুঁইফোড়দের শুধু দক্ষিণ বিশ্বে অথবা কৃষিতেই দেখা যায় না, বরং এরা অন্য জায়গায়ও আছে। প্রধান কর্পোরেশনগুলোকে অধিকাংশ সময়ই রাজনৈতিক পক্ষপাত ও রাষ্ট্র-অনুমোদিত একচেটিয়া ব্যবসায়ের সুযোগের মাধ্যমে পোষা হয়, এবং এর ফলশ্রুতিতে এরা ফাও ফাও ভাড়া খাটানোর সামর্থ অর্জন করে যা এদেরকে পুকুর চুরি করার সুযোগ দিয়ে দেয়। যে চারটে প্রশ্ন দিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম সেগুলো কিন্তু এসব ঘটনা বিশ্লেষণের পথ দেখিয়ে দেয়ঃ আজও আমাদের জানা দরকার কে কিসের মালিক, কে কী করে, কে কী পাচ্ছে আর উদ্বৃত্ত সম্পদ কে কোন কাজে লাগাচ্ছে। কিন্তু তারপরও কথা থেকে যায়, এসব প্রশ্নের পরিধি বাড়িয়ে আরো বিস্তৃত করতে হবে যাতে বৃহৎ পরিধিতে ক্রিয়াশীল সম্পত্তির গঠন কাঠামো, কাজ ও বিনিয়োগকে আলোচনায় অন্তর্ভূক্ত করা যায়। শ্রেণী গঠন প্রক্রিয়াকে যত বেশি টেনে লম্বা করা হবে, এটা যত বেশি জগাখিচুড়ি হয়ে উঠবে, ততই তা প্লান্টেশনের শ্রমিক, চুক্তিভিত্তিক চাষি, অথবা ক্ষুদ্র স্বাধীন খামার মালিকদের কাছে ঘোলাটে হয়ে উঠবে যারা কিনা আটকে পড়েছে শোষণের সম্পর্ক জালে যেটা তারা এখনও খুঁজেই বের করতে পারেনি; তা সত্ত্বেও এরা এ বিষয়ে থোড়াই বাদানুবাদ করে থাকে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
তানিয়া মুরে লি <tania.li@utoronto.ca>

> একসঙ্গে বসবাস (এবং প্রতিরোধ) ইউকে-তে ওয়েলফেয়ার সংস্কার

রুথ প্যাট্রিক, ইউনিভার্সিটি অফ ইয়র্ক, যুক্তরাজ্য

স্বত্বঃ *দারিদ্র্য ২ সমাধান, ২০১৭।*

গত ৩৫ বছরে, যুক্তরাজ্যের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা একের পর এক সংস্কারের বিষয়বস্তু হয়েছে।রাজনৈতিক নেতারা যখন বারবার কল্যান নির্ভরতার সংস্কৃতির কথা বর্ননা করছে তা বন্ধ করার জন্য এবং কল্যানের শর্তাবলির জন্য যেন আরো উন্নত অবদান খুজে পাওয়া যায় তার উদ্দেশ্যে পরিবর্তন আনা হয়েছিল- পারস্পরিক সুবিধার জন্য শর্তাবলিকে(বেশিরভাগই কর্ম-সম্পর্কিত) সংযুক্ত করা হয়েছে। নতুন শ্রম সরকারগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে এবং ২০১০-এর পরে আবার কনজারভেটিভ নেতৃত্বের অধীনে।রাষ্ট্রীয় সমর্থনের মাত্রা কমিয়ে দেয়ায় তা টলছিল যার পরিণামগুলো মারাত্নক আকার ধারন করেছিল। কিছু ফিগার এখানে নির্দেশনাপুর্ন।

২০২১ সালকে যদি ২০১০ সাল দিয়ে তুলনা করি তাহলে দেখা যাবে যে £৩৭ বিলিয়নের কম কর্মক্ষেত্রের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যয়ে ব্যয় করা হবে এবং এটি ক্রমবর্ধমান দাম এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ানোর সত্ত্বেও। এটি মোট বেনিফিট ব্যয়ের মধ্যে ২৫% হ্রাসকে প্রতিনিধিত্ব করে, বিশেষ করে অক্ষমতা সুবিধাগুলির ব্যয়গুলিতে বড় আকারের কাটা, যা আমাদের সমাজে সবচেয়ে দুর্বল কিছুকে সাহায্য করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, সামাজিক নিরাপত্তা সহায়তায় এই কাটগুলির প্রভাব এখন প্রমানিত যেখানে বাড়ছে শিশু দারিদ্র্য বৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান গৃহহীনতা এবং যুক্তরাজ্যের দরিদ্রতম পরিবারগুলির মধ্যে খাদ্য ব্যাংকগুলির উপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরতা। দ্য ইনস্টিটিউট ফর ফিসক্যাল স্টাডিজের অনুমান করা হয়েছে যে ২০১৫-১৬এবং ২০২১-২২ এর মধ্যে চার শতাংশের হারে শিশু দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাবে, এই বৃদ্ধির তিন চতুর্থাংশ (৪,০০,০০০শিশুর সমতুল্য) পরিবর্তনের জন্য। দারিদ্র্যের দারিদ্র্যের দাতব্য-জোসেফ রাউনট্রি ফাউন্ডেশন-এর অনুমান অনুযায়ী ২০১৭সালে ১.৫ মিলিয়ন ব্যক্তিরও কিছু সময়ে ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছিল, যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে বড় খাদ্য ব্যাংক প্রদানকারী - দ্য ট্রুসেল ট্রাস্ট - তিন দিনের জরুরি খাদ্য সরবরাহের জন্য ১,৩৩২,৯৫২ পার্সেল বিতরণ করেছিল ২০১৭-১৮ এর আর্থিক সংকটের সময়।

এই পরিসংখ্যান সত্ত্বেও, ইউকে সরকার উপকারী পরিবর্তনগুলি করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং কল্যাণমূলক সংস্কারের প্যাকেজটিকে সমর্থনযোগ্য এবং সমর্থন করে চলছে। এটি ইউনিভার্সাল ক্রেডিট প্রবর্তনের সাথে অব্যাহত রয়েছে, এটি একটি সুবিধা যা বেনিফিট সিস্টেমকে সহজতর করার জন্য এবং কাজের জন্য অনুপ্রেরণা ধার্য করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, কিন্তু এটির নকশা এবং বাস্তবায়নের সমস্যাগুলির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে দাবী করেন যে, দারিদ্র্যের বাইরে সবচেয়ে ভাল পথ হচ্ছে কাজ, "প্রমাণিত সত্ত্বেও যে দারিদ্র্যের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ এখন বাস করছে এমন কোনও দেশে বসবাস করছে।

>>

ডল এনিমেটরস (২০১৩) দ্বারা উপস্থাপিত চলচ্চিত্র থেকে এখনও "এই সমস্ত একসঙ্গে কি কখনও জীবনধারা পছন্দ?"
স্বত্বঃ ডল অ্যানিমেশন।

> কল্যাণ সংস্কারের বাস্তব অভিজ্ঞতা

এই প্রেক্ষাপটে, উপকারী পরিবর্তনের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার অন্বেষণ করা এবং সরাসরি প্রভাবিত ব্যক্তিদের জীবনে কল্যাণমূলক সংস্কারের প্রভাবগুলি দস্তাবেজটি জেনে রাখা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। *ওয়েলফেয়ার রিফর্ম স্টাডিজের* জীবিত অভিজ্ঞতাগুলির উদ্দেশ্য ছিল, যা উত্তর ইং-ল্যান্ডে বসবাসকারী বেনিফিট পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত অল্প সংখ্যক লোককে ট্র্যাক করেছে। কাজের সন্ধানকারী, একক বাবা-মা এবং অক্ষম ব্যক্তিদের সঙ্গে পুনরাবৃত্তি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে, ব্যক্তিগত জীবনে কল্যাণমূলক সংস্কারের প্রভাব এবং "কল্যাণ সংস্কার প্রয়োজনীয় এবং কাজ করছে" এমন কোনও উপায়ে রাজনৈতিক কলঙ্কের প্রভাবগু-লি ট্র্যাক করা সম্ভব হয়েছে। সরাসরি প্রভাবিত প্রভাবিত অভিজ্ঞতা সঙ্গে।

গবেষণার অংশগ্রহণকারীদের জন্য, তাদের উপকারগুলিতে পুনরাবৃ-ত্তি পরিবর্তনের ফলে সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার পরিবেশ তৈরি হয়েছে, পরিবর্তনগুলির প্রভাব সম্পর্কে কীভাবে উদ্বেগ রয়েছে এবং কিভাবে ব্যক্তি তাদের সাথে মোকাবিলা করবে। বেনিফিট দাবির প্রক্রিয়াগুলিও উদ্বেগ সৃষ্টি করে, বিশেষত অক্ষমতা বেনিফিট মূল্যায়নগুলি চরম ভয় এবং অনিশ্চয়তার উতস। শ্যারন তার অক্ষমতা বেনিফিটগুলিকে ক্রমা-গত পুনঃসম্পূর্ণ করার বিষয়ে কীভাবে অনুভব করেছিলেন তার বর্ণনা দিয়েছেন: "এটি [আমার] উপর অনেক চাপ সৃষ্টি করে ... আমি সর্বদা এটি সম্পর্কে চিন্তা করি।"

অধিকন্তু, বর্ধিত কল্যাণ শর্তটি খুব নেতিবাচকভাবে অনুভূত হয়, নিষেধাজ্ঞাগুলির হুমকি এবং আয় পরবর্তী হারে হঠাৎ করে এমন সম্ভা-বনা রয়েছে যা দাবীদারদের পূর্বনির্ধারণ করে এবং তাদের সুবিধাগুলি যদি সরিয়ে নেওয়া হয় তবে তারা কীভাবে মোকাবিলা করবে সে সম্প-র্কে তাদের ভয় পায়। শর্তসাপেক্ষে শাসন ব্যবস্থার প্রতিটি উপাদান মেনে চললেও যারা উদ্বেগ প্রকাশ করে তারাও জব সেন্টার প্লাসের "সমর্থন" নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে এবং ভয় পায় যে এটি আরও শর্তাদির দিকে এগিয়ে যাবে এবং অনুমোদন আরো বেশি করবে।

দারিদ্র্য এবং কষ্টের প্রমাণ পাওয়া যায়, অনেক অংশগ্রহণকারী তাদের (প্রায়ই দৈনিক) তৈরি করা কঠিন কঠিন পছন্দগুলি যেমন গরম বা খাওয়াতে হয়, এবং কিভাবে বাবা-মা প্রায়শই ছাড়াই যায় যাতে তাদের সন্তানরা তাদের যা প্রয়োজন তা পেতে পারে । যেমন ক্লয়ে এটি লিখেছেন: "আমরা নীরব, আমরা খুব দরিদ্র। মনে হচ্ছে আমরা বাস করছি - আপনি জানেন যে সমস্ত বিজ্ঞাপন যখন আপনি দেখেন- দয়া করে আমাদের বাচ্চাদের খাওয়ান- আমার রক্তাক্ত শিশুদের খাওয়ান।"

গবেষণাটিও কি দেখায় যে লোকেরা কীভাবে উপকারের কলঙ্ক ভোগ করে এবং তাদের নিজস্ব যোগ্যতা এবং সমর্থনের জন্য এনটাইটেলমে-ন্টটি শর্তাধীন শাসন দ্বারা প্রশ্ন করা হচ্ছে এবং পুনরাবৃত্তি সুবিধা গননা করে। তারা কাজের কেন্দ্র পরিদর্শন করার সময় বা কল্যাণ-থেকে-কাজ সমর্থন ফর্মের সাথে জড়িত যখন তারা প্রাতিষ্ঠানিক কলঙ্ক বর্ণনা করে। এখানে, তারা নিয়মিত উপদেষ্টাদের মুখোমুখি হন, যারা তাদের উপর নজর রাখে এবং তাদের মর্যাদা ছাড়াই তাদের সাথে আচরণ করে। সোফি ব্যাখ্যা করেছেন: "মূলত তারা [চাকরি কেন্দ্রের উপদেষ্টা] আমা-দেরকে আবর্জনা মত দেখায়।"

সামগ্রিকভাবে, গবেষণায় "কল্যাণ" এবং বাস্তবসম্মত বাস্তবতাগুলির জনপ্রিয় রাজনৈতিক চরিত্রগত এবং কল্যাণ সংস্কারের উপায়গুলি এখনও দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসরত মানুষের জীবনকে আরও কঠিন করে তুলেছে, যা খুব শক্ত অবস্থানে আছে।

> একটি ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধ

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, অব্যাহত সুবিধার পরিবর্তনের পাশাপাশি, যুক্তরাষ্ট্রেও সংস্কারের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধের সাক্ষী হয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, এটি দারিদ্রের সরাসরি অভিজ্ঞতা এবং সমাজের নি-রাপত্তা রসিদের জনগণের গোষ্ঠীগুলির কাছ থেকে আসছে, যা "কল্যাণ" এর জনপ্রিয় চরিত্রগতকরণ এবং পরিবর্তনের জন্য প্রচারাভিযানকে চ্যা-লেঞ্জ করার জন্য একসাথে আসছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৩ সালে দ্য লিভিড এক্সপেরিয়েন্সেস অফ ওয়েলফেয়ার রিফর্ম স্টাডির কিছু অংশ-গ্রহণকারী একসঙ্গে এসেছিল, যা তাদের অভিজ্ঞতাগুলি নথিভুক্ত করে এমন একটি চলচ্চিত্র তৈরি করেছিল যা ডল এনিমেটর প্রজেক্ট নামে পরিচিত হয়েছিল। ডল এনিমেটরগুলি সক্রিয় থাকে এবং সম্প্রতি দারি-দ্র্য নিরসনের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে তার জন্য ব্লুপ্রিন্টগুলি বিকাশের জন্য দারিদ্র্য ২ সমাধানগুলিতে জড়িত। এই দুই উদাহরণ অগণিত অন্যদের যোগদান, এবং মূলধারার রাজনীতিবিদ দ্বারা দেওয়া কল্যাণ সংস্কারের আংশিক অ্যাকাউন্ট গ্রহণ প্রত্যাখ্যান প্রমাণ। এই কার্যকলাপটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং আশার একটি প্রয়ো-জনীয় উতস, বিশেষ করে যখন বাড়তি দারিদ্র্য এবং কষ্টের প্রেক্ষিতে যুক্ত হয় যেমন ইউকে বেনিফিট পরিবর্তনগুলি কার্যব■ হতে থাকে।

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
রুথ প্যাট্রিক <ruth.patrick@york.ac.uk>
কিংবা টুইটার @ruthpatrick0

> শ্রেণী ও বাস্তুসংস্থান

রিচার্ড ইয়র্ক, ওরেগন বিশ্ববিদ্যালয়, ইউএসএ এবং **ব্রেট ক্লার্ক**, ইউতা বিশ্ববিদ্যালয়, ইউএসএ

একটি ভাল বিশ্ব নির্মাণ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ, বিশ্বের উপর মূলধন ধরে রাখা প্রয়োজন।
আই রানম্লে/ ফ্লিকার।
কিছু অধিকার সংরক্ষিত।

পুঁজিবাদ হচ্ছে একটি ধনবান শ্রেণী দ্বারা এবং এর জন্য সংগৃহীত অবিরাম পশ্চাদ্ধাবন পদ্ধতির পূর্বনির্ধারিত পদ্ধতি। পুঁজিবাদী সিস্টেমটি ব্যাপক লক্ষ্যমাত্রা ও শোষণের মাধ্যমে এই লক্ষ্যটি অর্জন করে, অবশ্যম্ভাবীভাবে পরিবেশগত অবনতি এবং সামাজিক বৈষম্যের সৃষ্টি করে

ভোগের এই পদ্ধতিতে প্রথাগত অধিকার এবং ননপুঁজিবাদী উৎপাদনশীল সম্পর্ক, পাশাপাশি ক্রীতদাসত্ব বিচ্ছিন্নকরণের মত ধ্বংসযজ্ঞকেও অন্তর্ভুক্ত করে। ঔপনিবেশিক সহিংসতা ও ভূমি দখলকারীরা উৎপাদনের মাধ্যমগুলিকে ব্যক্তিগতকরণে সহায়তা করে, একটি শ্রেণী তৈরি করে এবং সংশ্লেষের জাতিগত ব্যবস্থা তৈরি করে। এই প্রক্রিয়াটি বিশ্বজুড়ে প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনগণের লুটপাটের অনুমতি দেয়, যা অংশে শিল্প পুঁজিবাদের উত্থানের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। নিপীড়িত জনগণকে তখন তাদের শ্রমশক্তি বিক্রি করতে বাধ্য করা হয় যাতে তারা বেঁচে থাকার উপায়গুলি কিনে মজুরি অর্জন করতে পারে। কম মজুরির দেশে শ্রমশক্তি শোষণের হার অত্যন্ত বেশি। এখানে মূল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিতে উদ্বৃত্ত বিপুল পরিমাণে স্থানান্তরের ফলে অতিশয় শোষণের ঘটনা ঘটছে। ক্যাপিটালিস্ট বৃহত্তর জীববিজ্ঞানী বিশ্বের সাথে তার মিথস্ক্রিয়ায় এবং পুঁজি সংগ্রহের মাধ্যমে সমগ্র সমাজের দ্বারা উতপাদিত সামাজিক উদ্বৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। উপরন্তু, তারা অপ্রাপ্তবয়স্ক সামাজিক প্রজনন কাজগুলোকে দখলমুক্ত করে, যা জীবন টিকে থাকতে সাহায্য করে। এই কাজটি অপ্রত্যাশিতভাবে মহিলাদের দ্বারা করা হয়, যা অতিরিক্ত সামাজিক বৈষম্যের সৃষ্টি করে

পুঁজিবাদে এই বৃদ্ধি আশাব্যাঞ্জক, প্রদত্ত, এই সিস্টেম অস্থির এই সীমানাকে উপর রুক্ষভাবে চালনা করছে। উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রতিটি

>>

পুঁজিবাদ জনগণের সুস্থতা ও পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এম ক্র্যান্ডাল/ফ্লিকার। কিছু অধিকার সংরক্ষিত।

বিস্তার, বৃহত্তর, আরও নিবিড় স্কেলে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপগুলি বজায় রাখার জন্য, অতিরিক্ত সংস্থান (অর্থাত, পদার্থ এবং শক্তি) চাহিদা তৈরি করে এবং আরও দূষণ সৃষ্টি করে। মানব ইতিহাসে আগে কখনও দেখা যায় না, পরিবেশগত পুনরুত্থানের ক্ষমতা অতিক্রম করে, পরিবেশগত অধপতনে, বন্যা, প্রাকৃতিক চক্র ভাঙ্গা এবং ক্লান্তিকর সম্পদগুলির ক্রমবর্ধমান ফলাফল। ক্যাপিটালের বিচ্ছিন্ন সামাজিক বিপাক সমাজ এবং বৃহত্তর জীববিজ্ঞান বিশ্বের মধ্যে বিনিময় সম্পর্কিত সম্পর্ক যা জলবায়ু পরিবর্তন, জীব বৈচিত্র্য হ্রাস এবং মহাসাগরীয় অম্লীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীয়মান, কেবলমাত্র কয়েকটি পরিবেশগত উদ্বেগগুলির নামকরণ করে।

পুঁজিবাদের যুক্তি অনুসারে, ব্যক্তিগত লাভের সুবিধার জন্য বিশ্বজুড়ে মানুষ, অ-মানব প্রাণী, গাছপালা, পাথর, বায়ু, পানি, এবং আরও কিছু উপায় রয়েছে। যখন পুঁজিবাদের কাজগুলি যথাযথভাবে বোঝা যায়, বর্গ শোষণ এবং পরিবেশগত অবনতি মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্পষ্ট। এটি সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই এবং মৌলবাদী পরিবেশগত আন্দোলনের সহিত শ্রেণী সংগ্রামের গুরুত্বকে আলোকিত করে।

তবে, বিশ্বজুড়ে পুঁজিবাদের আধিপত্য কেবল পরিবেশগত সমস্যা ও সামাজিক অবিচারের কারণগুলি নয়, বরং মানুষের অবস্থার উন্নতির মানে কী তা বোঝার ক্ষেত্র বিকৃত করেছে। দুই শতাব্দী ধরে এবং ক্রমবর্ধমানভাবে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বেশিরভাগ দেশগুলিতে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি "সামাজিক অগ্রগতি" এবং "উন্নয়ন" এর সমার্থক। অতএব, এটি গৃহীত হয় যে সমাজগুলি অবিরাম অর্থনৈতিক বৃদ্ধি (হিসাবে নগদীকরণ বিনিময় মান দ্বারা পরিমাপ)। এই পন্থাগুলি ভোক্তাদের চাহিদা বাড়ানো এবং পণ্য ও পরিষেবাদির গুণমান এবং পরিমাণ বৃদ্ধি করা উচিত, যদি অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সবার জন্য বেনিফিট সরবরাহ করা হয়। এই ধরনের উন্নয়ন ব্যবসা ও সরকারী নেতাদের দ্বারা দারিদ্র্যের সমাধান হিসাবে এবং শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির উপায় হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এটি উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তিগত সংশোধনগুলি দ্বারা পরিবেশগত সমস্যার সমাধান করার উপযুক্ত পথ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। অন্য কথায়, এটি যুক্তিযুক্ত যে সব উন্নতি ক্রমাগত অর্থনৈতিক বৃদ্ধি উপর নির্ভর করে। এই জনপ্রিয় চিত্রনাট্যটি সম্পূর্ণরূপে এই বিষয়টি উপেক্ষা করে যে পুঁজিবাদের আধুনিকায়নের প্রোগ্রামটি পরিবেশগত সমস্যাগুলির এক দীর্ঘ সিরিজ সৃষ্টি করেছে, যখন শত শত কোটি মানুষ দারিদ্র্যের মধ্যে ফেলেছে এবং দেশগুলির মধ্যে এবং অসাধারণ বৈষম্যের সৃষ্টি করেছে।

তা সত্ত্বেও, মূলধনের মতাদর্শগত কর্তৃত্বের কারণে, তার কাঠামোগত সংস্থা, তার বিশ্বব্যাপী শক্তি এবং উৎপাদনের বিচ্ছিন্ন সিস্টেম, বহু শ্রমিক, ইউনিয়ন এবং এমনকি বামপন্থী সরকারগুলি পুঁজিবাদী উন্নয়ন কর্মসূচির সমস্ত অংশ বা অংশ হিসাবে গ্রহণ করে যা জীবনের মান উন্নত করার উপায়। এর একটি বিশেষত দূষিত দিক হল যে পুঁজিবাদ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত বহু লোক তাদের পুঁজির জন্য পুঁজিপতি বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে দোষারোপ করে না, বরং পরিবেশবাদীরা, অভিবাসীরা, সমাজতান্ত্রিক, নারীবাদী, অন্যান্য জাতিগুলির মানুষ এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীকে দোষারোপ করে। শত্রু কিন্তু সম্ভাব্য সহযোগীদের না যারা।

পুঁজিবাদের কাজগুলি সিস্টেমের বিরোধিতায় বিস্তৃত সম্প্রসারনের ক্ষেত্রে বহু চ্যালেঞ্জ এবং বাধা সৃষ্টি করে। বিশ্বব্যাপী স্তরিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অসম বিকাশের দিকে পরিচালিত করে, যার ফলে দক্ষিণের সস্তা শ্রম উত্তরের জন্য নির্ধারিত পণ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই অবস্থার অধীনে, অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত পুঁজিপতিদের পরবর্তীকালে স্থানান্তরিত করা হয়, যখন পণ্য উৎপাদন সম্পর্কিত পরিবেশগত অবনতি ও শিল্প দূষণ পূর্বের তুলনায় সমানভাবে ঘনীভূত হয়। বিষয়গুলি আরও খারাপ করতে, জলবায়ু পরিবর্তনের তাতক্ষণিক পরিণতি যেমন বন্যা এবং গুরুতর খরা, তেমনি বিশ্বব্যাপী দক্ষিণে, বিশেষ করে সবচেয়ে দুর্বল জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিধ্বংসী প্রভাব ফেলেছে। ক্যাপিটালস্টিক ক্রিয়াকলাপগুলি পরিবেশগত অবিচারের একটি অ্যারে পরিনত হয়েছে, যা অপ্রাসঙ্গিকভাবে বোঝা যায় রঙ এবং দরিদ্র মানুষ, জনসংখ্যার মধ্যে অতিরিক্ত বিভাগ এবং বৈষম্যের ফলে। একই সময়ে, রাজধানী তার কর্মক্ষমতা বজায় রাখার জন্য এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মতো পরিবেশগত সমস্যাগুলি মোকাবেলা করার জন্য গুরুতর নাগরিক বিতর্ক এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে তার ক্ষমতা ও প্রভাবকে কাজে লাগায়। এই সবকিছুর মধ্যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অসংখ্য সামাজিক ও পরিবেশগত দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। এটা পরিষ্কার যে বর্ধিতকরণ ও শোষণের স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতার সাথে বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত একটি বিস্তৃত, ঐক্যবদ্ধ বিদ্রোহ প্রয়োজনীয়। যাইহোক, এই বিরোধী কিভাবে ভৌগোলিক সীমানা সংগঠিত করে এবং অতিক্রম করে এবং বিভিন্ন সামাজিক বিভাগগুলি তৈরির একটি উত্থানমূলক প্রক্রিয়া

এই বৈশ্বিক বিদ্রোহ একটি উন্নততর বিশ্বের সৃষ্টি করার সম্ভাবনার

>>

সুযোগ করে দেয়। এই বিপ্লবী রূপান্তরের সাধারণ ভিত্তিগুলির মধ্যে কিছু রয়েছে চ্যালেঞ্জিংয়ের মতো পুঁজিবাদ, উন্নয়ন, জীবনযাত্রার মান,এবং সম্পদকে অর্থোপার্জন করে। পুঁজিবাদের কাজগুলি মানুষের চাহিদা মেটানোর, সামাজিক ন্যায়বিচারের অগ্রগতি এবং পরিবেশগত অবনতি রোধে উদ্বেগজনক। মূলত পুঁজিবাদের বিকল্পটি হল এমন সম্প্রদায় গড়ে তুলতে যেখানে মূল লক্ষ্যগুলি উৎপাদন ও খরচ বাড়ানো না হয় যাতে ব্যক্তিগত সম্পদ সংগ্রহ করা যায়। সমানতা ও বিচারের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে এমন সম্প্রদায় গড়ে তোলার মাধ্যমে জনগণের জীবনকে উন্নত করা, যার মাধ্যমে সমস্ত মানুষ কেবল তাদের মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণ করে না তবে সৃজনশীল আউটলেট, অবসর সময় এবং সুন্দর পরিবেশ সহ আরো সৌন্দর্য রয়েছে। এই বিকল্প বিশ্বে থাকবেনা কোন জীবাশ্ম জ্বালানী, আরো গাড়ী, আরো প্লেন, আরো প্লাস্টিক, আরো ইলেকট্রনিক পণ্য, আরো শপিং মল, বা আরো কারখানা খামারের না। অতএব, এটি আরো পরিবেশগত ধ্বংস প্রয়োজন হয় না। এটি সামাজিক, রাজনৈতিক, এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন প্রয়োজন ।

সংক্ষেপে, পৃথিবী জুড়ে পুঁজি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন এমন একটি সমাজ গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় যা বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্র, স্থিতিশীল জলবায়ু এবং একটি অ বিষাক্ত পরিবেশ বজায় রাখে এবং সমস্ত মানুষের জন্য ভাল মানের জীবন সরবরাহ করে। এই সত্যের আলোকে, পরিবেশগত সমস্যাগুলির সমাধান করার জন্য নিওলিলেরাল পন্থাগুলি বাজার বিপণন এবং প্রযুক্তিগত সমাধানগুলি সন্ধান করতে ব্যর্থ হয়। কী প্রয়োজন তা হলো একটি মৌলবাদী পরিবেশ আন্দোলন যা আর্থ-সামাজিক সম্পর্কের পুনর্গঠনের জন্য শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করে এবং কাজ করে, অর্থপূর্ণ, অ-বিচ্ছিন্ন কাজ তৈরি করে। ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদগুলির উত্তরাধিকার কীভাবে জাতিগুলির মধ্যে ও দেশের অভ্যন্তরে জাতিগত ও অর্থনৈতিক অবিচারকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করে এবং কর্পোরেশন, সরকার ও উন্নয়ন সংস্থাগুলির দ্বারা বাস্তুতন্ত্রের উপর ধর্ষণাত্মক আক্রমণকে দূর করে।

একইভাবে, যদি আমরা একটি উন্নততর পৃথিবী গড়ে তুলতে চাই, সমাজতান্ত্রিক, নারীবাদী, ঔপনিবেশিক, এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য কাজকারী অন্যরা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে পরিবেশগত সংকট অনেকের মধ্যে কেবল একটি সমস্যা নয় বরং জনগণের অত্যাচারের সাথে জড়িত এবং পুঁজিবাদের দ্বন্দ্বের মূল এখানেই। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
রিচার্ড ইয়র্ক <rfyork@uoregon.edu>
ব্রেট ক্লার্ক <brett.clark@soc.utah.edu>

> চোক-চেইন ইফেক্ট

দ্রুত প্রবৃদ্ধিকে ছাপিয়ে পুঁজিবাদ

জেমস গলব্র্যাথ, টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং **ক্লাউস দোরে,** জেনা বিশ্ববিদ্যালয়, জার্মানি

'আধুনিক সমাজের ভবিষ্যৎ-এর মহা রূপান্তর' শীর্ষক সম্মেলন ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে জার্মানির জেনাতে অনুষ্ঠিত হবে। স্বত্বঃ সারাহ কর্ডস।

প্রাথমিক শিল্পায়িত দেশগুলো দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির যুগকে পেছনে ফেলে এসেছে। দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি থেকে দেশগুলোর সরে আসার একটি প্রধান কারণ চূড়ান্ত মুনাফা অর্জনের প্রবণতা যাকে জেমস গলব্র্যাথ নামকরণ করেছেন "চোক-চেইন ইফেক্ট"।

এই ধারনা অনুসারে, ১৯৪৫ সালের পর পূর্ব ও পশ্চিমে একই রকম সম্পদ- ও শক্তি-ভিত্তিক অর্থনীতির আবির্ভাব ঘটে, যা উচ্চ প্রবৃদ্ধি হারের মাধ্যমে সমৃদ্ধি নিশ্চিত করে, কিন্তু অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকতে পারে না, কারণ এ ধরনের অর্থনৈতিক দক্ষতা টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন সুলভমুল্যে সম্পদের প্রাপ্যতা। এছাড়া, সম্পদভিত্তিক অর্থনীতির মানে উচ্চ স্থায়ী খরচ, যা থেকে শুধুমাত্র দীর্ঘসময়ের মধ্যে মুক্ত হওয়া সম্ভব। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি দীর্ঘসময় ধরে লাভজনক থাকতে পারে বলে প্রত্যাশিত হলে এই খরচগুলি ন্যায্য হবে। রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা এইপ্রকারের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের কেন্দ্রে অবস্থিত। এইধরনের স্থিতিশীলতার প্রয়োজনিয়তা, উচ্চ স্থায়ী খরচ ব্যবস্থার প্রধান দুর্বলতা।কিন্তু সময় অনিশ্চিত এবং পণ্যদ্রব্য ও জ্বালানির দাম বেড়ে গেলে তখন কি হবে? মুনাফা এবং বিনিয়োগের জন্য সময় দিগন্ত হ্রাস পেয়েছে এবং একটি কোম্পানির মোট উদ্বৃত্ত বা মুনাফা স্থিতিশীল সময়ের চেয়ে কমে গেছে। কারণ মুনাফা হ্রাস পাচ্ছে, সমস্ত স্তরের বিতর্কিত দ্বন্দ্ব- শ্রমিকদের, ব্যবস্থাপনা, মালিকদের এবং কর কর্তৃপক্ষের মধ্যে- তীব্রতর হচ্ছে কারণ ইতিবাচক বিকাশের আস্থা হ্রাস পেতে শুরু করেছে।

"চোক-চেইন ইফেক্ট" আরও তীব্রতর হবে যদি (ক) কোন গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের অভাব থাকে, এই অর্থে যে সামগ্রিক চাহিদা সাধারণ মূল্যের মোট সরবরাহ অতিক্রম করে এবং (খ) সেই পণ্যেরসরবরাহ ফটকা লাভের উদ্দেশ্য মজুদ রাখা হয়।

কুকুর বাঁধার কলারের মতোই, প্রভাবটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে অকার্যকর করে না। কিন্তু শক্তি সম্পদের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে দাম দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং মুনাফা দ্রুত হ্রাস পায়। এটি বিনিয়োগকে হ্রাস করে, বৃদ্ধির স্থায়িত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যান্য ধাপগুলোকে (বিকৃত) আটকাতে পারে।

এই ধারনা এমনকি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উচ্চ খরচকে অর্ন্তভুক্ত করেনা। ২০০৭-২০০৯ সালের সংকটের প্রধান কারণগুলির মধ্যে পণ্য এবং শক্তি ব্যয়গুলি একমাত্র কারণ নয়, এবং তারা সনাতন পুঁজিবাদী অর্থনীতির তুলনামূলক কম প্রবৃদ্ধি হারের একমাত্র কারণও নয়। এছাড়াও,

>>

সম্পদ সমস্যা, একবার জলবায়ু পরিবর্তনের খরচ তীব্র হলে, এটি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা হতে পারে। সমস্যাটি সুস্পষ্ট: গ্রহটিকে বর্তমান অবস্থার মত টিকিয়ে রাখাতে হলে, কার্বন নির্গমনের ব্যাপক পরিমাণে হ্রাস প্রয়োজন হবে এবং এটি ব্যয়বহুল হবে; উপরন্তু, শক্তিনির্ভর ব্যবসায়িক কার্যকলাপের বেশিরভাগই অলাভজনক হয়ে উঠবে।

অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক বিতর্ক সত্ত্বেও, অন্তত তিনটি ক্ষেত্র পুঁজিবাদ, বৃদ্ধি, এবং গণতন্ত্রের আলোচনায় বিষয়টির বিশ্লেষণ প্রয়োজন। প্রথমত, এটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, প্রবৃদ্ধি পরবর্তী সমাজগুলি - আরো নির্দিষ্টভাবে, পুঁজিবাদ পরবর্তী প্রবৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে দুর্বল বা সমৃদ্ধ উত্তরে কোন বৃদ্ধি নেই - দীর্ঘসময় ধরে সামাজিক বাস্তবতা হয়ে উঠেছে। এই বিকাশের কারণ আংশিকভাবে কাঠামোগত, আংশিকভাবে রাজনৈতিক।ব্যাংকগুলিকে বাঁচানোর জন্য সরকারি ঋণ ব্যক্তিগত ঋণে রূপান্তরিত করে, ইউরোপের দেশগুলি সময় কিনেছে, তবে কাঠামোগত অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতার একটি টেকসই সমাধান নেওয়া পদক্ষেপগুলিতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ইউরোপীয় মিতব্যয়তা নীতি ব্যর্থ হয়েছে, এবং এমনকি তার কিছু নেতারা স্বীকারও করেছে, বিশেষত গ্রিকের ক্ষেত্রে।

কিন্তু উচ্চমজুরি এবং বর্ধিত চাহিদার কিনসিয়ান নীতি সত্যিই একটি বিকল্প নয়। বর্তমান প্রস্তাবগুলি কাঠামোগত শক্তির পার্থক্যকে উপেক্ষা করে ইউরোপীয় ঋণের সাথে আরও সংহত হয়েছে।কারণ আর্থিক বাজারগুলি বিশ্বব্যাপী যুক্ত এবং বিনিয়োগকারীদের আন্তর্জাতিকভাবে ঝুঁকিগুলি মূল্যায়ন করে, একক ভাবে কোন দেশের সমন্বয়গুলি খুব বেশি যোগ করে না। অন্য কথায়, কাঠামোগত বাধাগুলি অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের পথে বাধা দেয়। এটা সম্ভব যে কিছু দেশ ও অঞ্চলে অর্থনীতি দীর্ঘদিন ধরে উচ্চ হারে বাড়বে, কিন্তু বৃদ্ধি ও বন্টন আরও অসম হয়ে উঠছে, এবং সামগ্রিকভাবে অতীতের উচ্চ বৃদ্ধির হার প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশা নেই।

দ্বিতীয়ত, যদি এটি সঠিক হয়, তাহলে বোঝায় যে এটি প্রবৃদ্ধি পরবর্তী সমাজের ধারণাটিকে অতিশয় বাড়িয়ে তুলতে বা এমনকি পুঁজিবাদী বিকল্পগুলির জন্য এটি সংরক্ষণ করার পক্ষে সামান্য ধারণা দেয়। এর পরিবর্তে, আমাদের পুঁজিবাদ এবং গণতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে কম প্রবৃদ্ধির হার এবং ধীরগতির বৃদ্ধি কি তা নির্ধারণ করতে হবে। স্পষ্টতই, পুঁজিবাদী অর্থনীতিগুলি দীর্ঘতর সময়ের জন্য স্থির (জাপান, ইতালি দেখুন) বা এমনকি তাদের আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে কোন পরিবর্তন ছাড়াই সঙ্কুচিত (গ্রিস) করতে পারে। এবং তার ক্ষমতা কাঠামোর মধ্যে, দুর্বল বৃদ্ধির হারগুলির সাথে তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল পুঁজিবাদ এভাবে দীর্ঘ সময়ের জন্য সম্ভবপর - তবে এটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রক্রিয়ার স্থিতিতাবস্থার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য কিনা তা ভিন্ন ব্যাপার।

তৃতীয়ত, এটা আরো বুঝায় যে আমরা যখন মনে করি দ্রুত প্রবৃদ্ধিতে প্রত্যাবর্তন সম্ভব নয়, বৃদ্ধি এবং পুঁজিবাদের ঢালাওভাবে সমালোচনা এবং একটি স্থগিত বা এমনকি সঙ্কুচিত অর্থনীতির ধারণা এগিয়ে যাওয়ার পথ বলে মনে হচ্ছে না। তখন এর পরিবর্তে, সচেতনভাবে ধীরে ধীরে ক্রমবর্ধমান নতুন অর্থনীতি যা অর্থনীতির সামগ্রিক ভিত্তিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি কার্যকরী সমাধান হতে পারে। একটি স্থগিত বা এমনকি সঙ্কুচিত অর্থনীতি হাতেগোনা কয়েক বিজয়ী কিন্তু অনেক ক্ষতিগ্রস্ত তৈরী করতে পারে। এই কারণে, ভবিষ্যতে এমন এক ধরনের অর্থনৈতিক কর্যালাপের প্রয়োজন, যা দীর্ঘ সময়ের জন্য ধীর, স্থিতিশীল বৃদ্ধির নিশ্চয়তা দিবে।একটি ধীরবৃদ্ধির বিকেন্দ্রীভূত পুঁজিবাদ আকঙ্ক্ষিত। এই ধরনের পুঁজিবাদ, যদিও, আর্থিক বৈচিত্র্যের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন হবে। এটিকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থার আকার (সামরিক) হ্রাস করতে হবে যার স্থির খরচ সম্পদের বিস্তৃত ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত, এবং সম্পূর্ণরূপে ব্যাংকিং খাতকে বিলুপ্ত করে। এটি সমস্ত নাগরিকদের জীবনযাত্রার একটি মান নিশ্চিত করবে, প্রাথমিকভাবে অবসর গ্রহণ সম্ভব হবে, ন্যূনতম মজুরি দৃঢ়ভাবে জোরদার করবে, শ্রমিকদের উপর করের বোঝা উপশম করবে তবে উল্লেখযোগ্যভাবে উত্তরাধিকার ও উপঢৌকন কর বৃদ্ধি করবে। আরো জোরালোভাবে, এটি নিষ্ক্রিয় সংশ্লেষণের পরিবর্তে সামাজিকভাবে এবং পরিবেশগতভাবে টেকসই অবকাঠামোগুলিতে সক্রিয় ব্যয় নিশ্চিত করতে উৎসাহ প্রদান করবে। এটি একটি বাস্তববাদী দৃশ্যকল্প কিনা তা প্রশ্নাতীত।

সমাজবিজ্ঞানের এই উত্তর অনুসন্ধানে যোগদান করতে হবে। একটি প্রচেষ্টা করা হবে "বৃহৎ পরিবর্তন, আধুনিক সমাজের ভবিষ্যৎ" সম্মেলনের মাধ্যমে যা জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয় শহরখ্যাত জেনাতে ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে, আমরা একটি গবেষণা নেটওয়ার্ক চালু করতে চাই যা সমাজবিজ্ঞানী এবং অর্থনীতিবিদদের দ্রুত প্রবৃদ্ধির বাইরে ভবিষ্যতে একটি বিশ্বব্যাপী সংলাপে অংশগ্রহণের সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করবে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
ক্লাউস দোরে <klaus.doerre@uni-jena.de>

> প্রবৃদ্ধিত্তোর শর্ত

এরিক পাইনল্ট, মন্ট্রিয়েল, কানাডা, কুইবেক বিশ্ববিদ্যালয় এবং পোস্ট-গ্রোথ সোসাইটিগুলিতে গবেষণা গ্রুপ, জাভা বিশ্ববিদ্যালয়, জার্মানি

পশ্চিমা রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে দীর্ঘদিন ধরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। ছবিঃ লেন্ডিং মেমো / ফ্লিকার। কিছু অধিকার সংরক্ষিত।

পুঁজিবাদী সমাজে প্রবৃদ্ধির নানাবিধ অর্থ ও প্রয়োগ রয়েছে, এমনকি এর ভেঙে পড়া কিংবা ধ্বংস হওয়ার আশংকা নিয়েও নানা দৃষ্টি-ভঙ্গি বিদ্যমান। এটি আসলে একটা বস্তুগত বাস্তবতা। অর্থনীতির মানকে আর্থিকভাবে উপস্থাপন, তথা প্রবৃদ্ধি আসলে পুঁজিবাদী সমাজের একটি কেন্দ্রীয় ধারনা যেটিকে চ্যালেঞ্জ করা খুব কঠিন। উত্তর-প্রবৃদ্ধি অবস্থা এমন একটি সময়কালকে নির্দেশ করে যাকে চ্যালেঞ্জ করা বরং প্রয়োজনীয়ও হয়ে পরে।

প্রবৃদ্ধি বলতে প্রথমে যা মাথায় আসে তা হল জিডিপি ও অন্যান্য জাতীয় হিসাবের মান, তারমানে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক উৎপাদনের পরিমাণ কতখানি। প্রবৃদ্ধির মধ্যে আরো আছে কি পরিমাণ পণ্য উৎপাদিত হলো (আউটপুট) এবং কতটা ভোগ করা হলো (চাহিদা), স্টকের সঞ্চয়, নির্দিষ্ট মূলধনে বিনিয়োগ হতে পারে, মেশিন (ট্যানজাইল) কিংবা শ্রমে (আনট্যানজাইল)। এসব বিষয়কে আবার চাকরি, মাথাপিছু আয় যেমন বেতন, মুনাফা,কর, সুদ, লভ্যাংশ ইত্যাদির মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়।

সংকীর্ণ এই অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রবৃদ্ধি বলতে কেবল বেশি আউটপুট ও আরো বেশি আউটপুট উৎপাদনের সক্ষমতা কে বুঝায়। প্রবৃদ্ধির হারকে শতকরা হিসেবে প্রকাশ করা হয় যেটি এই সম্প্রসারিত প্রক্রিয়ার গভীরতা কে প্রকাশ করে। আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজে প্রবৃদ্ধিকে অর্থনীতির 'সাধারণ' অবস্থায় হিসেবে ধরা হয়। অসংখ্য সামাজিক ও বস্তুবাদী সম্পর্ক যেটি এই বাস্তবতা তৈরি করে সেটি জিডিপি এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। প্রবৃদ্ধির হার কমলে পুঁজি, শ্রম এবং রাষ্ট্রের সুবিধা বণ্টনে দ্বন্দ্ব তৈরি হবে। আর এটি দীর্ঘমেয়াদী হলে অস্থিরতাও দীর্ঘমেয়াদী হবে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির হার কমে গেলে সেটা আপনা আপনি ঠিক হয়ে যাওয়ার মতো বিষয়। রাষ্ট্র তার ব্যয় কমিয়ে আনে, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো বিনিয়োগ ও উৎপাদন বন্ধ করে দেয়, পুঁজিবাদীরা মুনাফা জমিয়ে রাখে বা অন্যান্য অর্থনৈতিক খাতে পরিবর্তিত করে, শ্রমিকরা তাদের সামষ্টিক শ্রেণী ক্ষমতা হারায় কারণ তারা আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং অর্থনীতিতে চাহিদা কমে যাওয়ার ফলে বেতন বৃদ্ধি পায়। ২০০৮ সালের পর থেকে কেন্দ্রীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের এমন চেহারাই দেখা যায়।

পুঁজিবাদী সমাজে প্রবৃদ্ধি হলো শ্রেণী দ্বন্দ্ব রোধের অন্যতম মূল উপায়, শোষণের মাধ্যমে পুঁজি আহরণের পরে পুঁজিবাদ প্রবৃদ্ধিরর মাধ্যমে স্থিতি অর্জন করেছে। মুনাফার সাথে সাথে বেতন বৃদ্ধি, শতভাগ কর্মচারী যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর উচ্চ বিনিয়োগ, শ্রেণী দ্বন্দ্ব হ্রাস পাওয়া এবং দমনীয় হওয়া; জীবনযাত্রা মান বৃদ্ধির নামে উদ্ধৃত মূল্য বৃদ্ধি আবার কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের বিস্তারের ফলে হচ্ছে। প্রবৃদ্ধি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ হারে কমে গেলে এসব বিষয়ে ভাঙতে শুরু করে। যদিও রাতারাতি এটি পুঁজিবাদীদের দুশ্চিন্তার কারণ হয় না কারণ তারা তাদের উৎপাদন থেকে উচ্চ মুনাফা আহরণ এর মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ করে নিতে পারে। যদিও এটি পরবর্তীতে চাহিদা ও প্রবৃদ্ধি কমিয়ে দিবে, কিন্তু শ্রমিকরা ক্রেডিট কার্ড অবলম্বন করতে পারে অথবা আউটপুট অন্য ভোক্তাদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া যেতে পারে। সংকটের মুহূর্তে শ্রমিক শ্রেণির সংগঠিত অংশ হলো

>>

'প্রবৃদ্ধির চাহিদাকারী' তারা প্রবৃদ্ধির হারের বৃদ্ধির নীতিসমূহের প্রস্তাব এবং এর জন্য সংগ্রাম করে; রাষ্ট্র সামাজিক কাজে ব্যয় বৃদ্ধি, বেতন বৃদ্ধি, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা যাতে চাকুরী বাড়ে।

জিডিপি নিজের সাথে সম্পর্কিত করে অর্থনীতির আকার প্রকাশ করে। কারণ এটি কেবল আর্থিক এককে প্রকাশ করা হয় যেমন পুঁজিবাদ একটি স্বাধীন ব্যবস্থা যেটি নিজে নিজেই বৃদ্ধি পায়। পোলানী বলেন, পুঁজিবাদী সম্পর্কগুলো গড়ে ওঠে বৃহত্তর সামাজিক সম্পর্কের ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। পুঁজিবাদের যুক্তি হার মেনে যায় কারণ মাঝে মধ্যে এটি প্রবৃদ্ধির মূল ধ্বংস করে দেয়। এরপরে নারীবাদী তত্ত্বগুলো দেখিয়েছে যে যেমন পুঁজি, শ্রম, মূল্য কেন্দ্রীয় বিষয়গুলো পুনঃউৎপাদন মূলক কাজ যেমন যত্ন যাকে মূল্যহীন করা হয় সেগুলোর উপর নির্ভর করে। অর্থনীতি কেবল সামাজিক সম্পর্কগুলোকে ঘিরেই গড়ে ওঠে না বরং এটি পুনঃউৎপাদন মূলক কাজ যত্ন কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। যদি আমরা উত্তর-দক্ষিণ দেশগুলো সম্পর্কে দিয়ে বুঝতে চাই তাহলে দেখব আধুনিক পুঁজিবাদী দেশগুলোর প্রবৃদ্ধি নির্ভর করে দক্ষিণের বা পেরিফেরিতে থাকা দেশগুলোর উপর স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অর্থ কি চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে। তখন এটি আরও জটিল হয়ে যায় যখন প্রবৃদ্ধিকে উৎপাদন প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয় ঠিক যেমন জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যেমন বাস্তবসম্মত জীবন্ত প্রাণী এবং বৈশ্বিক বায়োকেমিক্যাল চক্রগুলির উপর নিষ্কাশন, উৎপাদন, খরচ, এবং বিচ্ছিন্ন করার প্রভাবগুলি বোঝা এবং স্বীকার করা হয়। বায়ফিজিক্যাল স্কেল হল ইকো সিস্টেম গুলির তুলনায় অর্থনীতির সমষ্টিগত আকার। জৈবিক প্রভাবগুলির প্রভাব (হ্রাস, দূষণ) আমাদের সাবলীল ভাবে আবদ্ধ একটি নতুন উপস্থাপনা দেয় সীমিত অর্থনীতি সম্পর্কে। সোশ্যাল ইকোলজির উদীয়মান ক্ষেত্রটি এমন কিছু মেট্রিক এবং বিভাগ বিকাশ করেছে যার সাহায্যে পুঁজিবাদী অর্থনীতির টার্মগুলকে বায়ফিজিক্যাল টার্মে বোঝা যায়। সমাজতান্ত্রিক ধারণা হল যে আমাদের বিপাক সামাজিক পর্যায়ে সমাজের সংগঠনগুলোর বিপাক দারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সামাজিক অর্থনৈতিক বিপাক একটি পুঁজিবাদী সমাজের খরচ এবং বিনিয়োগ পণ্য এবং পরিষেবা আউটপুট উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু এবং শক্তি হিসেবে পরিমাপ করা যেতে পারে।

একবার যদি আমরা আর্থিক উৎপাদনকে এবং অর্থনীতির সূচকগুলোকে ডিমেটিরিয়াল সংশ্লেষণের যে কোন জৈবিক ভিত্তিক ভিত্তি থেকে বাতিল করে ফেলে বায়ফিজিক্যাল এবং আর্থিক উৎপাদনের পরিভাষায় ফেলতে পারি তবে (যেমন ভবন, মেসিন, অবকাঠামো) আমরা পুঁজির স্বরূপ বুঝতে পারব। তাহলে জিডিপি হিসেবে বিকাশের বায়লজিকাল সিমার প্রশ্নটি স্পষ্ট হয়ে যায়।

জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিশ্লেষণ প্রবৃদ্ধি উত্তর অবস্তায় পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনীতিক প্রবৃদ্ধির পরিবেশগত দন্দকে বুঝাতে সাহায্য করে। এর দ্বন্দ্বগুলি তাদের নিজেদের গভীরে বর্তমান, একে শুধুমাত্র শ্রম ও মূলধনের মধ্যকার দ্বন্দ্ব হিসেবে বোঝা সম্ভব নয়। এই প্রবৃদ্ধি উত্তর অবস্থাটি পরিবেশগত বস্তুবাদের ধারণা দেয় যা মার্ক্স এর ঐতিহ্যগত বস্তুবাদের মতন বিকাশ লাভ করেছে।

গতদশক ধরে পুঁজিবাদের বিশ্লেষণের এই পদ্ধতি বিকশিত হয়েছে। এটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে উন্নত পুঁজিবাদী সমাজগুলির বিপাককে অবশ্যই কমিয়ে আনতে হবে। কিন্তু এটিও স্পষ্ট যে পুঁজিবাদী অর্থনীতির বায়ফিজিক্যাল বৃদ্ধি হ্রাস করা অসম্ভব। জন বেলামি ফস্তার বলেছেন, এমনকি যখন জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার একেবারেই কম, জীববিজ্ঞান স্কেল অনুসরণ করা যায় না। পরিবেশগত ভাবে অস্থিতিশীল বিপাকীয় এবং জীববিজ্ঞান প্রক্রিয়ার মধ্যে সম্পৃক্ত পুঁজির সংশ্লেষণ গতিশীল রাখার প্রক্রিয়াগুলি পরিবেশগত প্রভাব সামাজিক তত্ত্ব দ্বারা নিথিভুক্ত করা হয়েছে। এই পরিবেশগত দ্বন্দ্বগুলির মুখোমুখি হওয়া এবং সমাধান করার অর্থ হচ্ছে পুঁজিবাদী সমাজগুলির অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াকে হ্রাস করা। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজগুলিতে উৎপাদন ও ভোগের প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক সম্পর্কগুলি অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান স্কেলিং এবং তার প্রভাবগুলির তীব্রতার উপর ভিত্তি করে তৈরি। এই বিকাশ যতবেশি প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হবে পুঁজিবাদী সামাজিক শ্রেণী ততবেশি প্রবৃদ্ধিকে সমাধানের একমাত্র পথ বিসেবে বিবেচনা করবে। আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজগুলিতে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক কারনে প্রবৃদ্ধি প্রত্যাশা করা হয়। তবে তাদের বিপাক অবশ্যই প্রাকৃতিক প্রয়োজনে কমাতে হবে। রাজনৈতিক শব্দ ও কল্পনার অভাবে এই দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করা অনেক ক্ষেত্রেই দুরূহ। সমালোচনামূলক সমাজবিজ্ঞানে প্রবৃদ্ধি উত্তর এই অবস্থাটি সমস্যা হিসেবে উপস্থাপিত হয়।

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
এরিক পাইনল্ট <eric.pineault@uni-jena.de>

> অনুৎপাদনমুখীতা: একটি সামাজিক-পরিবেশগত আমূল পরিবর্তনের আহ্বান

ফেডেরিকো ডিমারিয়া, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির ইনস্টিটিউট, বার্সেলোনার স্বায়ত্বশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়, স্পেন

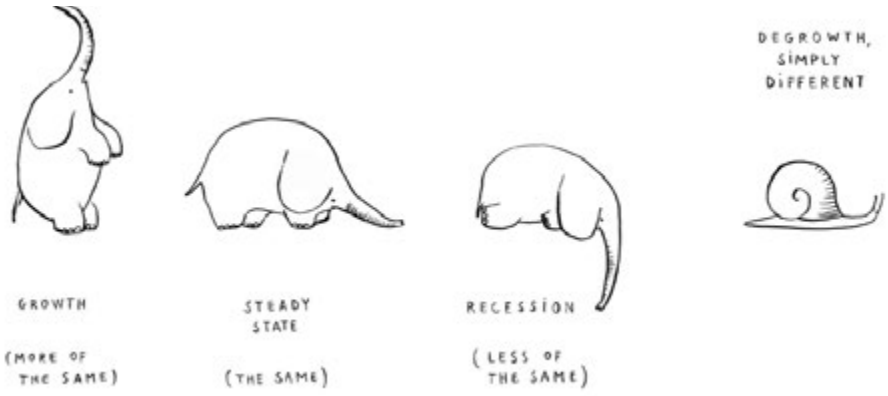

শামুক হ্রাস আন্দোলনের প্রতীক হয়ে উঠেছে। কপিরাইট: বারবারা কাস্ত্রো উরিও।

"প্রবৃদ্ধির বিকাশ" হল সকল দেশের ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মূল মতবাদ। অর্থনৈতিক বিকাশই পৃথিবীর সকল সমস্যার প্রতিষেধকঃ যেমন দারিদ্র্য, বৈষম্য, (উন্নয়নের) স্থায়িত্ব, এরূপ যাই ধরা হোক না কেন। ডানপন্থী ও বামপন্থী প্রক্রিয়াগুলো শুধু এগুলো অর্জনের পদ্ধতিগত দিক থেকে ভিন্ন। যাইহোক, আমরা সদা একটি অপ্রীতিকর ও বৈজ্ঞানিক সত্যের সম্মুখীন হই: তা হল, অর্থনৈতিক বিকাশ পরিবেশগতভাবে স্থায়ী নয়। অধিকন্তু, একটি নির্দিষ্ট পরিসীমার পর, এটি সামাজিকভাবেও জরুরী নয়। তখন মূল প্রশ্ন দাঁড়ায়: আমরা কীভাবে উৎপাদন বিহীন অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করব?

বিজ্ঞান থেকে রাজনীতি সর্বত্রই এই প্রশ্ন গুরুত্ব অর্জন করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বরে ইউরোপীয় পার্লামেন্টে একটি উৎপাদন-উত্তর সম্মেলনে প্রায় ২০০ এর অধিক বিজ্ঞানী ও ১০০,০০০ জন নাগরিক "ইউরোপ, এর উৎপাদন নির্ভরশীলতা অবসানের উপযুক্ত সময়" শীর্ষক খোলা চিঠিতে ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে এর উপর কাজ করার আহ্বান জানান। এই বিষয়টি অভিজাত সম্প্রদায়ের মতের বাইরে নয়। ২০০টিরও বেশি প্রাতিষ্ঠানিক প্রবন্ধ, ১০টি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার, হাজারো অংশগ্রহণকারীর অংশগ্রহণে আয়োজিত দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন, গ্রীষ্মকালীন শিক্ষাদান, এমনকি বার্সেলোনার বিশ্ববিদ্যালয়ে এর উপর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী- এসবের মাধ্যমে বোঝা যায়, এই বিতর্ক দুই দশক ধরে কতটা সক্রিয় রয়েছে। আমাদের বই, অনুৎপাদনমুখীতা: নবযুগের একটি অভিধান, ১০টিরও বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। জনসাধারণ, পারস্পরিক নির্ভরশীল অর্থনীতি ও সহবসতির বিকল্পের জন্য, পরিবেশ ধ্বংসাত্মক প্রকল্পের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ তৃণমূল পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে (এর মধ্যে ২,০০০ টিরও বেশি পরিবেশগত ন্যায্যতার মানচিত্রাবলি অঙ্কিত হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ জার্মানির "কয়লা হটাও, পরিবেশ বাঁচাও" আন্দোলন)। কিন্তু, অনুৎপাদনমুখীতা বলতে আমরা কী বুঝায়?

সাধারণত, শিল্পোন্নত দেশসমূহের পরিবেশগত ধারণক্ষমতা, সামাজিক ন্যায্যতা ও স্বচ্ছলতা অর্জনের লক্ষ্যে, অনুৎপাদনমুখীতা অর্থনৈতিক বিকাশকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এবং গনতান্ত্রিকভবে চালিত হওয়ার আহ্বান করে। স্বল্পতাও সুন্দর হতে পারে, এরকম মতবাদের সাথেই অনুৎপাদনমুখীতা যুক্ত। যাই হোক, শুধু স্বল্পতার প্রতিই নয়, ভিন্নতার দিকেও এর ঝোঁক। অনুৎপাদনমুখী সমাজে সবকিছুই ভিন্ন হয়ে থাকে। কার্যক্রম, শক্তির রূপ ও ব্যবহার, সামাজিক সম্পর্ক, লিঙ্গ ভূমিকা, বৈতনিক ও অবৈতনিক কাজের সময় বণ্টন, অমানব বিশ্বের সাথে সম্পর্ক প্রভৃতি।

উৎপাদন প্রিয়তায় নিমজ্জিত সমাজ হতে বেরিয়ে আসাই হল অনুৎপাদনমুখী তত্ত্বের মূল বক্তব্য। এই বিচ্ছিন্নতা শব্দ ও বস্তু, প্রতীকী ও মূর্ত অনুশীলন, এবং অন্যান্য সম্ভাব্য ও কল্পিত পৃথিবীর উপনিবেশায়ন ইত্যাদির সাথে জড়িত। আরেকটি উৎপাদন ব্যবস্থা বা অন্য ধরণের উন্নয়ন অনুৎপাদন প্রকল্পের লক্ষ্য নয় (টেকসই, সামাজিক, ন্যায্য ইত্যাদি), বরং এর লক্ষ্য অন্য ধরণের সমাজ নির্মাণ, সংযত-প্রাচুর্যতায় ভরপুর সমাজ (সার্জ ল্যাটুস), উৎপাদন-উত্তর সমাজ (নিকো পিচ), অথবা উৎপাদন ব্যতীত সমৃদ্ধ সমাজ গঠন (টিম জ্যাকসন)। অন্য কথায়, শুরু থেকেই এটি কোন অর্থনৈতিক প্রকল্প নয়, বরং একটি সামাজিক প্রকল্প, যেটি বাস্তবতা ও সাম্রাজ্যবাদী কর্মকাণ্ডের মত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হতে মুক্ত। আর "অংশগ্রহণ", "সরলতা", "সামাজিকতা", "তদারকি", ও "জনসাধারণ" এগুলোই একটি সমাজ কেমন হতে পারে তার প্রাথমিক তাৎপর্য বহন করে।

যদিও অনুৎপাদনমুখীতা পরিবেশগত অর্থনীতিকে একীভূত করে, তথাপি এটি কোন অর্থনৈতিক প্রকল্প নয়। একদিকে, বিদ্যমান জৈব পদার্থের সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হওয়ার জন্য (প্রাকৃতিক সম্পদ ও বাস্তুতন্ত্র আয়ত্তকরণের ক্ষমতা) অনুৎপাদন প্রক্রিয়া বলতে সামাজিক বিপাক

>>

বিভিন্ন ভাষায় ডি-গ্রথ-এর উপর লেখনি পাওয়া যাচ্ছে।
ছবিঃ ফেদেরিকো ডিমারিয়া।

হ্রাসকরণ (অর্থনীতির সক্রিয়তা ও বস্তুগত দিক) বোঝায়। অন্যদিকে, সর্বত্র বিদ্যমান বাজার ভিত্তিক সমাজ, সামাজিক অবাস্তবতার উৎপাদনকে সংযত প্রাচুর্যের ধারণা দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে ও তা বাঁধাগ্রস্ত করে। এটি গভীর গণতন্ত্রের আহ্বান করে, যা মূলধারার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বাইরে কাজ করে, যেমন প্রযুক্তি। পরিশেষে, অনুৎপাদনমুখীতা পূর্ব ও পশ্চিম বিশ্বে সেই সাথে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝে সম্পদের সমভাবে পুনর্বণ্টন নির্দেশ করে।

গত কয়েক দশক ধরে, উন্নয়নের একমুখী চিন্তাধারার বিজয়ের স্বরূপটি "টেকসই উন্নয়ন", যেটি বিরোধাভাস বহন করে, স্লোগান দ্বারা গঠিত হয়েছে। এর লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধর্মকে পরিবেশগত সংকটের মধ্যে রক্ষা করা এবং এটি বিশ্বায়নবিরোধী আন্দোলনেই বেশি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। বিশ্বায়িত বাজারের পুঁজিবাদকে ভিন্ন সভ্যতার প্রকল্প হিসেবে বিরোধিতা করার জন্য এটি জরুরি হয়ে উঠেছে অথবা, আরও নির্দিষ্টভাবে, দীর্ঘ সময় ধরে গঠিত হয়ে যে পরিকল্পনা গুপ্ত রয়েছে তাকে দৃশ্যমান করতে। উন্নয়নবাদ বা এ নীতির ছেদ এই বিকল্প প্রকল্পের ভিত্তি ছিল, যা উন্নয়নশীল দেশের ব্যবহারের জন্য উৎপাদনশীলতার একটি রূপ।

রাজনৈতিক পরিবেশবিদ আন্দ্রে গোর্জ ১৯৭২ সালে "অনুৎপাদনমুখীতা" শব্দটির প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যা পরে ১৯৭৯ সালে নিকোলাস জর্জেস্কু-রোজেনের রচনার ফরাসি অনুবাদের শিরোনাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। এরপর ২০০১ সালে ফরাসি পরিবেশবাদীরা পরিবেশবাদকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য উত্তেজিত স্লোগান হিসেবে অনুৎপাদনমুখীতা প্রত্যয়টি ব্যবহার করে। অনুৎপাদনমুখীতার নীতিমালা ছিল প্রায় অকস্মাৎ, টেকসই উন্নয়নের অস্পষ্টতা বা অর্থহীনতা দূরীকরণের জরুরী প্রয়োজন হিসেবে। এভাবে, এই প্রত্যয়টি মূলত কোন প্রকৃত ধারণা নয় (এমনকি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারণার প্রতিসমও নয়), বরং একটি অশোভন রাজনৈতিক স্লোগান যা মর্মার্থের পরিসর বা সীমারেখা মনে করিয়ে দেয়। অবনতি কোন মন্দা বা নেতিবাচক বৃদ্ধি নয়, এবং এটি আক্ষরিক অর্থেও ব্যখ্যা করা উচিত নয়: এই অনুৎপাদনমুখীতার বৃদ্ধি হচ্ছে উৎপাদনমুখীতা বৃদ্ধির ন্যায় অর্থদ্যোতক।

অনুৎপাদনমুখীতার রূপান্তর বংশের ধারাবাহিক গতির ন্যায় নয়, এই রূপান্তর হল সমশীল সমাজের রূপান্তর যেখানে সবাই সহজ, সাধারণ ও কমের সহিত বসবাস করে। এমন রূপান্তর ও এই প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে অনেক ধারণা রয়েছে, যা এই ধরনের রূপান্তরকে সহজতর করতে পারে এবং এই ধরনের সমাজগুলোকে সমৃদ্ধ করতে পারে। অনুৎপাদনমুখীতা ধারণার প্রতি আকৃষ্টতা মূলত এর বিভিন্ন উৎস বা চিন্তাপ্রবাহ প্রকাশ করার ক্ষমতা থেকে উদ্ভূত (যেমন ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র, ও পরিবেশবিজ্ঞান); বিভিন্ন স্তরে কৌশল প্রণয়ন (যেমন প্রতিরোধ সক্রিয়তা, তৃণমূল বিকল্প ও প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতি); এবং এটি একসঙ্গে বিভিন্ন কর্তাদের একত্রিত করে, যারা কৃষিবিজ্ঞান থেকে জলবায়ু ন্যায্যতার বিভিন্ন বিষয়ে মনোযোগ দেয়। অনুৎপাদনমুখীতা ধারণাটি এ সকল বিষয়গুলোর সম্পূরক এবং এগুলোকে আরও শক্তিশালী করে একমুখী রাজনীতির বাইরে একটি সংযোগকারী যোগসূত্র (নেটওয়ার্ক সমূহের নেটওয়ার্ক) হিসেবে কাজ করে।

বস্তুত, অনুৎপাদনমুখীতা কোন বিকল্প নয়, বরং বিকল্পসমুহের একটি ছাঁচ যা অর্থনৈতিক একত্বতা থেকে মনুষ্য সৃজনশীলতা ও সুযোগের বহুত্বকে পুনরায় চালু করে। এটি অর্থনৈতিক ব্যক্তি বা মার্কিউসের একমাত্রিক ব্যক্তি, যা অস্থির সমপ্রকৃতির প্রধান উৎস ও সংস্কৃতি হত্যার প্রতিচ্ছবি তা থেকে বেরিয়ে আসাকে নির্দেশ করে। যদি "উন্নয়ন" সামাজিক জীবনের সাংগঠনিক নীতি না হয়ে থাকে, তবে সেখানে বহুত্ববাদের জন্য স্থান রয়েছে। যেমনটি জাপাতিস্টরা বলে, এটি এমন "একটি বিশ্ব যেখানে অনেকগুলি বিশ্ব উপযুক্ত" হবে। বুয়েন ভিভির, আফ্রোটোপিয়া ও সোয়ারাজ যেমন উন্নয়নের বিকল্প নীতিসমূহ, তেমনই বিশ্বব্যাপী বহু দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে অনুৎপাদনমুখীতার ধারণাও একটি। আমাদের বই, বহুত্ব-ছন্দ: একটি উত্তর-উন্নয়ন শব্দকোষ, এ আমরা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এরূপ শত শত ধারণা সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করেছি। তাই, অনুৎপাদনমুখীতা ধারণার মূলোৎপাটনসহ একক সমাধান বের করা সম্ভব নয়, তবে কেবলমাত্র অনুৎপাদনমুখী টেকসই সমাজের মৌলিক নীতি ও রূপান্তরিত ঘটনাসমূহের বাস্তব রূপরেখা নির্মাণ করা সম্ভব।

অনুৎপাদনমুখীতা উপপাদ্যটি সামাজিক-পরিবেশগত রূপান্তরকে প্রয়োজনীয়, কাম্য ও সম্ভাব্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ধারণা ও রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতার শর্ত যা সামাজিক গতিবিদ্যা, সম্পাদনকারী, জোট, প্রতিষ্ঠান ও পদ্ধতির সাথে যুক্ত এবং যেগুলো অবনতির রূপান্তর ঘটায় তা উন্মুক্ত থাকে, যদিও এগুলো সক্রিয়ভাবে ইউরোপ ও এর বাইরেও বিতর্কিত। এই সময় যে শুধু বৈজ্ঞানিক অনুৎপাদনমুখী গবেষণা এজেন্ডা, যা অসুবিধাজনক প্রাসঙ্গিকতা তুলে আনে, এর জন্য উপযুক্ত তা-ই নয়, বরং তা রাজনীতির জন্যও। পরিবেশ অর্থনীতিবিদ টিম জ্যাকসন এবং পিটার ভিক্টর দ্য নিউইয়র্ক টাইমস-এ যুক্তি দিয়ে উল্লেখ করেছেন: "উৎপাদন ব্যতীত পৃথিবীকে কল্পনা করা সমাজের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম পর্যায়ে রয়েছে।" ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
ফেডেরিকো ডিমারিয়া <federicodemaria@gmail.com>

> নারীবাদ ও ক্রমাবনতি

মৈত্রী কিংবা প্রতিষ্ঠার সম্পর্ক?

অ্যানা সাভ-হার্নাক, ইউনিভার্সিটি অফ জেনা; জার্মানি, **করিনা ডেংলার**, ইউনিভার্সিটি অফ ভেখটা; জার্মানি, ও **বারবারা মুরাসা**, ওরেগন স্টেট ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাষ্ট্র

"ক্রমাবনতি" পরিভাষাটি অনেকের কাছে ২০০৭ সালের আর্থিক সংকটের প্রেক্ষিতে অর্থনীতির দিক থেকে সংকোচন নির্দেশ করে। তবে এদিক থেকে "ক্রমাবনতি" বিষয়টি তেমন নয়। সক্রিয়তাবাদীদের স্লোগান হিসেবে "তাদের শিথিলতা আমাদের ক্রমাবনতি নয়!" ক্রমাবনতি-কে একটি একাদেমিয় ডিসকোর্স হিসেবে ব্যাখ্যা করলে এবং একটি সামাজিক আন্দোলন হিসেবে উত্থানের দিক থেকে একে নেতিবাচক উত্থান হিসেবে (জেমন-রিসেশন) বর্ণনা করলে ভুল হবে না। বরং ক্রমাবনতি মৌলিক-ভাবে একটি প্রশ্ন অবতারণা করে এবং সমাজকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তির পথ জোরালো করে। এর মানে হল, ক্রমাবনতি আধুনিক সমাজের জন্য অপরিবর্তনশীল বৃদ্ধি, বিস্তার এবং সামাজিক ও বাস্তুহারিক শোষণের ওপর নির্ভরশীলতা পরিহার করে সম্ভাবনাগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করে। একটি মূর্ত কল্পচিত্র হিসেবে এই ক্রমাবনতির সক্রিয়তা ও জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামো সামাজিকভাবে ন্যায্য ও পরিবেশগতভাবে টেকসই সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে একটি সর্বস্তরের পরিবর্তনকে প্রয়াস করে। আর বিকল্প সামষ্টিক অনু-শীলনের মাধ্যমে মৌলিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিবর্তনে একটি বড় লক্ষ্যের সম্ভাব্য ধাপগুলোর দিকে এগিয়ে যায়। তাই ক্রমাবনতি হল আরেকটি সক্রিয়তার স্লোগান, আমরা ক্রমাবনতির কথা বলতে গিয়ে, "ক্রমাবন-তি-কে একটি সংকট নয়, একটি পরিকল্পনা হিসেবে ব্যাখ্যা করছি!"

আর এখনো, আমরা গ্রিসে বিদ্যমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দিকে তাকালে দেখি যে, এখানে এমন কতগুলো বিষয় রয়েছে যে, আমরা ক্রমাবনতির জ্ঞানতাত্ত্বিক ও সক্রিয়রা এগুলো শিখতে পারি। গ্রিসে এই প্রবৃদ্ধির নেমে যাওয়ার হার সমাজ ও সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বড় ধরনের সামাজিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেছে। একটি পতনমুখী অর্থনী-তির অর্থ দাঁড়িয়েছিল যে, একটি সুশীল সমাজকে সরকারি ঋণের প্রতি-ক্রিয়ায় প্রতিকূল নীতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া। হাসপাতাল, কিন্ডারগা-র্টেন আর প্রতিবেশিত্বের সম্প্রদায়ভিত্তিক নেটওয়ার্কগুলো সরকারি ব্যয় হ্রাস করার ফলস্বরূপ গড়ে উঠেছিল। এই উদ্যোগগুলোর অনেকগুলোই অর্থনৈতিক সংকটের (দুর্যোগের ফলে ক্রমাবনতি) দিককে প্রতিভাত করে তৈরি হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ- থেসালনিকিতে সংহতির ওপর ভিত্তি করে ক্লিনিক এরকম দৃষ্টান্তগুলোর একটা, এটা প্রতীয়মান করে, ক্রমাবনতি "পরিকল্পনা অনুযায়ী" তৈরি হয়েছে। তবে তারা বহুল-প্রতি-ষ্ঠিত নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি উপজীব্য করে তোলে। গ্রিকদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, নারীরা প্রতিকূল নীতির অপূর্ণতাগুলো কাটিয়ে তুলে এর নেতিবা-চক প্রভাবের শিকার হয়। যদিও কিছুসংখ্যক পুরুষ সাধারণ চাকরিগুলো হারিয়েছে। নারীরা বড় অংশে বিশেষ করে সেবাখাত ও সামাজিক পুন-রুৎপাদনের কাজে আগের সরকারি কাজগুলোতে ছিল। গ্রিসের উদাহ-রণটি নারীবাদীদের এ মর্মে এসে উপনীত করে যে, ক্রমাবনতি দুর্যো-গের ফল হিসেবে, সম্ভবত পরিকল্পনা হিসেবে নারীদের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। আর সম্ভাব্য হিসেবে সামাজিক পুনরুৎপাদন ও সেবাকাজকে আধুনিকতার বিপরীতে প্রতিষ্ঠা করতে পারে। পরবর্তী সময় ক্রমাবনতির জ্ঞানতাত্ত্বিকরা এই নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে দেখায় যে, তারা মৌলিক সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোক যেমন- শ্রম ও সকলের জন্য ভাল জীবন গড়ে তোলার অপরিহার্য শর্ত তৈরির পুনর্সম-ঝোতার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ডাক দেয় না। ক্রমাবনতির এই সংকীর্ণ বোঝাপড়ার বিরুদ্ধে যেমন- "নারীবাদ ও ক্রমাবনতির জোট" (নাক্রজো) সংক্রান্ত আলোচনা, ক্রমাবনতি সমাজের মুক্তির সম্ভাব্যতার পথ খোঁজে, আর এর ভিত্তির মূল হিসেবে দাঁড়িয়েছে নারীবাদ এবং এর নানাবিধ ধরন ও ঐতিহ্য, এরকম অনেকগুলো মৌলিক দিক রয়েছে।

ক্রমাবনতির ডিসকোর্স আলোচনায় আসার পূর্বে নারীবাদী হিসেবে সক্রিয়, জ্ঞানতাত্ত্বিক ও পরিবেশবাদীদের মধ্যে বহু আগে থেকেই একটি আলোচনার ঝড় উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ- এর গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিটি জা-র্মানিতে ১৯৮০ এর দশকে বিকশিত হয়েছে। এতে ইকোলজিক্যাল ইকোনমিক্স-এর বিশেষ সংখ্যা হিসেবে "নারী, বাস্তুসংশ্রয় ও অর্থনীতির" সংমিশ্রণে কাজ করার প্রয়াস লক্ষ্য করা গিয়েছিল। যখন এই সংলাপটি ক্রমাবনতির সমর্থকদের আলোচনায় ক্রমাগত উঠে আসছিল, নারীবাদী কারণগুলো আর ক্রমাবনতির প্রস্তাবগুলোর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে থাকে নি।

আমরা মনে করি ক্রমাবনতির এখনো নারীবাদী বিষয়গুলো থেকে শেখার অনেককিছু আছে; ন্যায্য ও সংহতি ভিত্তিক সামাজিক-বাস্তুগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ক্রমাবনতি যেভাবে আগাতে চায়, নারীবাদী অবদা-নগুলো তা অর্জনের জন্য অপরিহার্য। প্রথমত, বাস্তুগত নারীবাদের মূল অন্তর্দৃষ্টি হল যে, "প্রকৃতি" (পশ্চিমা চিন্তায় যার মূল প্রোথিত রয়েছে "নারী" ও "সামাজিক প্রজনন"-এ (যা "প্রাকৃতিকভাবে" ঘটে থাকে বলে মনে করা হয়), পুঁজিবাদী অর্থনীতিগুলোতে যা মৌল ভিত্তি হিসেবে প্র-ত্যেক উৎপাদন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। এখনো পুঁজিবাদী প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে উভয়টিকেই মূল্যায়ন করা হয় না, অদৃশ্য হিসেবেই রাখা হয়। আর প্রতিটি দিনের প্রেক্ষিতে এর ধ্বংস সাধন হয়েছে। সামাজিক ও বাস্তুহারিক প্রজননের সমান্তরাল এই শোষণ ও মূল্যায়ন না করাকে সামনে রেখে ক্রমাবনতির বিষয়গুলো দেখা প্রয়োজন এবং মানব-প্রকৃ-তির সম্পর্ককে আরো ধরে রাখতে এর সংগ্রামকে আরো গতিময় করতে এর মূল দাঁড় করানো দরকার। দ্বিতীয়ত, নারীবাদী তত্ত্ব বহু আগেই প্রবৃদ্ধিতে প্রোথিত ক্ষমতার সম্পর্কের আলোকে উঠে এসেছে। উদাহর-ণস্বরূপ- মারিয়া মাই-এর ১৯৮৬ সালের পুরুষতন্ত্র ও "চলতে থাকা পুঞ্জীভবন" ও "প্রবৃদ্ধি"-র সম্পর্ক দেখায় যে, নারীবাদ ও ক্রমাবনতির আন্দোলনের নারী ও পুরুষের প্রজনন কেবল সম্ভবই না, বরং, পুঁজিবা-

>>

"নারীবাদী অবদানগুলি হল ডান ও সংহতি-ভিত্তিক সামাজিক-পরিবেশগত রূপান্তর অর্জনের জন্য অপরিহার্য, যা উদ্ভাসিত হয়"

দের শোষণের কাঠামো ব্যাখ্যা করতে অপরিহার্য। তৃতীয়ত, নারীবাদ পরিবারে যত্নাদির পুনর্বণ্টন বা বেসরকারি খাত যেখানে কোন পরিবর্তন ছাড়াই অর্থনীতিতে সংকোচন আনে, তার বিরুদ্ধে সাধারণ হিসেবে এর সাংগঠনিক যত্নের তত্ত্ব ও এর সমর্থিত চর্চাগুলো তুলে ধরেছে। অ্যামা-ইয়া পেরেজ অরোজকোর "জীবনের টেকসয়তা" ক্রমাবনতির সমাজে যত্নের একটি দিকটিকে মূল্যবান প্রারম্ভ হিসেবে মনে করে। একটি "যত্নের সাধারণীকরণ" ব্যক্তি, কখনো নারী সেবাদাত্রীদের সমর্থন করে। আর তাদের একত্রিত হওয়ার একটি সামাজিক স্থান নির্ধারণ করে, তারা যেখানে ভাববিনিময় করে, রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে, সিলভিয়া ফেদেরিসি যেমনটি মনে করেন। এ কাজটি যত্নের কাজকে সংগঠিত করার ক্রমাবনতির চর্চার বড় পথকে উজ্জীবিত করে।

নারীবাদ ও ক্রমাবনতির মাঝে সংলাপ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কিছু অর্জন করা প্রয়োজন। এই প্রয়াসকে জারি রাখতেও অনেক চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। কেউ কেউ নারীবাদে অংশগ্রহণ করার চেয়ে আরো ব্যাপক হয়ে উঠেও দমে যায়। এমনকি বাস্তুহারিক নারীবাদ ও ক্রমাবনতির কথোপকথন জারি রাখার ক্ষেত্রে যারা রয়েছেন, তারাও তাদের যে পরি-ভাষাগুলোর ওপর ভর করে তারা দাঁড়িয়েছেন, সেগুলো পারস্পরিক বোঝার ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে।

যাই হোক, সামাজিক দলগুলোর, যারা সাধারণত সামাজিক প্রজননে অংশ নেন, তাদের জন্য ঝুঁকি হ্রাস করে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বাস্তুহা-রিক দুর্যোগকে বেগবান করে বাস্তবসম্মত ও গুরুত্ববহ করা প্রয়োজন। ফেদেরিসি সাম্প্রতিক সময়ে (২০১৮সালে) দেখান, আমরা সারা বিশ্বে নারীদের প্রতি ক্রমবর্ধমান সহিংসতার অশনিসংকেতের সম্মুখীন হতে চলেছি, বিশেষ করে তারা, যারা স্থানীয় সম্প্রদায়ের সমর্থন, লোকায়ত জ্ঞান ও পরিচর্যার সঙ্গে যুক্ত। এই সহিংসতা এলিটদের প্রবৃদ্ধিকে বাঁচিয়ে রাখতে নব্যউদারনৈতিক ক্রুসেডের অধীনে বৈশ্বিক "বলয়" হিসেবে নবায়িত হয়ে আরো বেগবান হবে। এর জন্য, সময়ের দাবি হিসেবে নয়, পুরুষতন্ত্রের পদদলে পিষ্ট হয়ে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি নয়, আমরা আগে যেভাবে বলেছি, পুঁজিবাদী প্রবৃদ্ধির দৃষ্টান্ত বোঝার ক্ষেত্রে ক্রমাবনতির সক্রিয়তাবাদ ও জ্ঞানগুলো অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

নারীবাদকে ক্রমাবনতির আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত করার চ্যালেঞ্জগুলো নাক্রজো নেটওয়ার্ক প্রাণবন্তভাবে তুলে ধরেছে। দুইটি ডিসকোর্স ও আন্দোলনগুলোর মধ্যে মৈত্রী সম্পর্ক তৈরি না করার পরি-বর্তে কিছু সদস্য সম্ভাবনা না থাকার জায়গার সঙ্গে তাদের সাধারণ সংগ্রামের তফাৎকে যুক্ত করে আলোকপাত করেছেন। দুইটি মৌলভি-ত্তির ক্ষেত্রেই আলোকপাত করা জরুরি। এক্ষেত্রে পুঁজিবাদী বৃদ্ধি কীভাবে ঘটে এবং পুরুষতান্ত্রিক মূল এর গভীরতায় কতটা প্রোথিত, এটা নির্ধা-রণ করতে পারলে প্রবৃদ্ধির দৃষ্টান্ত অতিক্রম করে সমাজের মৌলিক পরি-বর্তন আনা সম্ভব। সমন্বিত নারীবাদ ও ক্রমাবনতি একটি প্রকল্প, যা বাস্তবায়ন করতে আমরা সকলে আমন্ত্রিত। গ্লোবাল ডায়ালগে একটি নারীবাদী ক্রমাবনতির সমাজ গড়ে তোলার বয়ান হাজির করা আমাদের সকলের দায়িত্ব! ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
সাভ-হার্নাক <anna.saave-harnack@uni-jena.de>
করিনা ডেংলার <corinna.dengler@uni-vechta.de>
বারবারা মুরাসা <Barbara.Muraca@oregonstate.edu>

> একটি অবনতি কৌশলের জন্য চ্যালেঞ্জ
গ্রীসের ঘটনা-বিবরণ

গ্যাব্রিয়েল সাকেলারিদিস, ইউনিভার্সিটি অফ এথেন্স, গ্রীস

গ্রীসকে ২০১২ সালের লন্ডনে বিক্ষোভের মুখে ফেলতে হবে। শীলা / ফ্লিকার। কিছু অধিকার সংরক্ষিত।

এটি পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে স্বীকৃত বলে মনে করা হয় যে দেশের নাগরিকদের সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অপরিহার্য। তবে প্রবৃদ্ধির লালসা কেবলমাত্র জনসাধারণের বক্তৃতা এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্তের মধ্যে লক্ষণীয় প্রভাবশালী ধারনাগুলির একটি সেট হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়। প্রবৃদ্ধির আরাধনা কেবলমাত্র ক্ষমতাশীল গণ্যমান্য পন্ডিত এবং ভোট-প্রার্থী রাজনীতিবিদদের দ্বারা অর্পিত "প্রবৃদ্ধি মতাদর্শ" নয়। পক্ষান্তরে, এই "প্রবৃদ্ধির মতাদর্শ" পুঁজিবাদী প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণকারী শক্তিশালী আইনের ফলাফল হিসাবে দেখা উচিত যার মতে প্রতিযোগিতা, পুঁজি সংযোজন এবং মুনাফার সর্বাধিক লাভ তার জেনেটিক কোডে থাকে।

পরিবেশগত ঝুঁকির জন্য ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ হতে প্রসূত হ্রাস ধারণার দ্বারা জরুরী বৃদ্ধি প্রতিযোগিতামূলক হয়েছে। সামাজিক এবং পরিবেশ-বান্ধব "উৎপাদন ও ভোগের ন্যায়সঙ্গত হ্রাস" হিসাবে হ্রাসকে সংক্ষেপে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। অপরিহার্য বৃদ্ধির তুলনার ক্ষেত্রে, নেতিবাচক বৃদ্ধি বিষয়ক তাত্ত্বিক এবং সক্রিয় কর্মীরা যুক্তি দেন যে প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রতুলতা, জলবায়ু পরিবর্তন, কর্মদিবসের ব্যাপ্তি, জীবনযাত্রার গুণগতমান এবং অন্যান্য কারণে বৃদ্ধিতে নির্দিষ্ট কিছু সামাজিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। জিডিপিকে সমৃদ্ধির একটি বিভ্রান্তিকর সূচক বলে মনে করা হয়, কারণ এটি অর্থ-বিষয়ক শর্তাবলী ব্যক্ত করা না এমন বহু সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ চলরাশিকে এড়িয়ে যায় এবং এছাড়াও সমাজকে উতপাদনশীলতা ও ভোক্তাদেরকে একটি জাতিতে সীমাবদ্ধ করে।

অর্থনৈতিক সংকটকে অনুসরণ করে সাম্প্রতিক বিশ্বব্যাপী মন্দার আলোকে আন্তর্জাতিক উৎপাদন মডেল বিতর্কিত হয়েছে। যখন বিশ্বব্যাপী বর্তমান হিসাবের ভারসাম্যহীনতার ক্ষেত্রে অর্থনীতিবিদরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সন্দেহ প্রকাশ করেছে তখন সেখানে "হ্রাস শিবির" থেকে ক্রমবর্ধমান সমালোচনার প্রতিবন্ধকতা আসছে যা সংকটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বৃদ্ধির অন্বেষণ থেকে বেরিয়ে এসে সামাজিক অগ্রাধিকারগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার সুযোগ হিসাবে।

গ্রিস আরপিত কঠোরতার প্রভাব নিয়ে জনসাধারণের বিতর্কের উপকেন্দ্রে আছে, কারণ দেশটি গ্রেট ডিপ্রেশনের সময় থেকে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে অন্যতম ভয়াবহ মন্দার অভিজ্ঞতা লাভ করেছে ; ২০০৮ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে এটি ২৮.১% প্রকৃত জিডিপি হারিয়েছে, যখন একই সময়ের মধ্যে বেকারত্ব ৭.৮% থেকে ২১.৫% এ উত্তীর্ণ হয়েছে (২০১৩ সালে ২৭.৫% বেড়েছে)। অর্থনৈতিক সংকট দেশটিকে গভীর সামাজিক সংকটের মধ্যে ফেলে দেয় যা রাজনৈতিক পরিসরেও জটিল প্রতিনিধিত্বের সংকটের রূপে প্রতিফলিত হয়, যেখানে নতুনদের গঠনকালে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক পরিচয় ও দলীয় সম্পর্কগুলি ভেঙ্গে যায়।

সামাজিক প্রেক্ষাপটে, গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসাটি হল টেকসই এবং সুচিন্তিত হ্রাসের কৌশলটি ফলপ্রসূ প্রমাণিত হতে পারে কিনা। যেমন এখানে যুক্তি দেওয়া হয়েছে তা যদি না হয় তবে কোন প্রধান প্রক্রিয়াগুলি এটিকে এত কঠিন করেছিল তা আলোকপাত করা জরুরী। হ্রাসের চ্যালেঞ্জগুলকে তার আলোচ্যসূচি প্রত্যাখ্যান করার কারণ বিবেচনা করা উচিত নয়, বরং বিপরীতে নেতিবাচক বৃদ্ধির তাত্ত্বিকদের তাদের কৌশলগুলির ভিত্তি শক্তিশালী করার জন্য অতিক্রম্য বাধা হিসাবে দেখা উচিত।

নিম্নোক্ত দুটি অনুচ্ছেদের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে ট্রোকার নীতির বিধান এবং বাদবাকি বিকল্পগুলি উভয়েই বৃদ্ধি চক্রের চারপাশে ঘোরাফেরা করে এবং সেকারণেই জরুরী প্রবৃদ্ধিকে ঘিরে সমগ্র জনসাধারণের মাঝে বিতর্কের জন্ম হয়েছিল।

গ্রীক অর্থনীতির জন্য একটি বিনিয়োগ এবং রপ্তানিভিত্তিক প্রবৃদ্ধি বাড়ানো, অভ্যন্তরীণ অবমূল্যায়ন এবং শ্রম ও পণ্য বাজারের কাঠামোগত সংস্কারের বিধানের উন্নতি এবং প্রতিযোগিতামূলক মনভাব বাড়ানোর কৌশল হিসাবে বাস্তব বিনিময় হারকে উদ্দেশ্য করা এবং গ্রীক অর্থনীতি একটি ন্যায়সঙ্গত চক্র মধ্যে রাখার চেষ্টা ছিল ত্রইকা দ্বারা গৃহীত কৌশল। তবে পরিশেষে এটি গ্রিসের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের জন্য একটি বিপর্যয় প্রমানিত হয়েছে।

>>

ত্রয়িকা নীতির বাম দ্বারা প্রস্তাবিত বিকল্প পন্থা দ্বিগুণ ছিল। অপরদিকে, যারা সমর্থন করেছিল যে গ্রীসের ইউরোজোনে থাকা উচিৎ কিন্তু তারা "কঠরতা বিরোধী" শিবিরে অবস্থান করে একটি নতুন "মার্শাল প্ল্যান" প্রস্তাব করেছিল যা জনসাধারণের বিনিয়োগ বাড়াবে, পাশাপাশি সামগ্রিক চাহিদার ব্যবস্থাপনা যা ব্যক্তিগত খরচ এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি করবে। গ্রিক জনসাধারণের ঋণের পুনর্গঠনের সাথে সাথে, এই কৌশলটি তার টেকসইত্ব এবং কিনিসিয়ান প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে চাকরি এবং আয়ের জোগান নিশ্চিত করবে। অন্যদিকে, গ্রিক্সিটের প্রবক্তারা দাবি করেছেন যে ইউরোয়ের বিরুদ্ধে নামেমাত্র মূল্যহ্রাসকৃত একটি নতুন জাতীয় মুদ্রা গ্রহণের ফলে রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে এবং আমদানি হ্রাস পাবে এবং রপ্তানি-ভিত্তিক বৃদ্ধি এবং কারখানাজাত আমদানি-প্রতিস্থাপনের সমন্বয় সাধন করবে।

পাবলিক ঋণ স্থায়িত্ব উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে তার সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত গ্রীসে বর্নিত নিরেট হ্রাসের বিকাশ হল প্রথম চ্যালেঞ্জ। যে মুহূর্ত থেকে গ্রীস জনসাধারণের ঋণ শোধক্ষমতা সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল, ঋণের স্থায়িত্ব অনুসৃত নীতিগুলির লক্ষ্যমাত্রা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, অন্তত উচ্চারণে। সরকারী ঋণ স্থায়িত্বের মূল চলকগুলি হল রাজস্বের প্রাথমিক হিসাবনিকাশ এবং সরকারি বন্ধকে সুদের হার এবং নামমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধির হার। যদি নামমাত্র বৃদ্ধির হার সুদের হারের চেয়ে কম হয় তবে তথাকথিত "স্নোবল ইফেক্ট" আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং জনসাধারণের ঋণ বৃদ্ধি করে, এমনকি প্রাথমিক উদ্বৃত্ততার অধীনেও। উৎপাদন বৃদ্ধি তখন পাবলিক ঋণ স্থায়িত্বের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চলক হয়ে ওঠে। এমন চাপের মুখে "নেতিবাচক বৃদ্ধি" কৌশলের জন্য প্রস্তাবনার সামান্য গ্রহণযোগ্যতা আছে।

দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জটি উদ্ভূত হয় সমসাময়িক পুঁজিবাদের আর্থিক রূপ থেকে এবং এটি ঋণ বিচ্যুতির সাথে যুক্ত যা একটি অর্থনীতিকে "ব্যক্তিগত ঋণ-মন্দা" নামক ক্ষতিকারক বৃত্তে আটকে ফেলতে পারে। পুঁজিবাদী অর্থনীতি হল অর্থ-উৎপাদনের অর্থনীতি এবং তাদের ইউনিটগুলির ব্যালেন্স শীট একটি জটিল আর্থিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়। অত্যধিক ব্যক্তিগত ঋণের উপস্থিতিতে, একটি মন্দা ঋণের বোঝা বাড়ায়, যার ফলে ঋণের বিচ্যুতি ঘটে।

তৃতীয় চ্যালেঞ্জটি বেকারত্ব এবং তার সঙ্গত সামাজিক মূল্যের সঙ্গে যুক্ত। এটা নিয়ে তর্ক করা যুক্তিহীন যে ২০১৩ সালে বেকারত্বের হার বেড়ে ২৭.৫% হয়েছিল যা ২০০৭ সালে ৭.৮% ছিল এবং তা গ্রীক সমাজের ভিত্তি নড়িয়ে দিয়েছিল এবং লক্ষণীয় রাজনৈতিক ঝুঁকিও প্রকাশ করে।

যেহেতু অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে কর্মনিয়োগের একটি দৃঢ় ইতিবাচক সম্পর্ক আছে সেহেতু গ্রীসের নীতির আলোচ্যসূচি অনিবার্যভাবে বৃদ্ধির কৌশলের সাথে আবদ্ধ, প্রকৃত রাজনৈতিক সময়ে পথ নির্ভরতা প্রবল হয়ে উঠে উচ্চ বেকারত্বের চাপ মোকাবেলা করার কারণে। অন্য কথায়, যেহেতু সেখানে হ্রাস কৌশলের মাধ্যমে নতুন চাকরি তৈরি করার কোনো প্রস্তুতি ছিল না, তাই "গতানুগতিক ব্যবসা" দৃষ্টান্তটি জনসাধারণের বিতর্ককে প্রভাবিত করেছে, উদাহরণস্বরূপ, "উচ্চতর বৃদ্ধি" আরো কাজ।

চতুর্থ চ্যালেঞ্জের প্রধান হল মূলধন প্রলোভিত অর্থনীতি, মন্দার সময় গ্রিকের মতো বিনিয়োগকে আকর্ষণ করতে উল্লেখযোগ্যভাবে এর পরিবেশগত মানদণ্ড কমিয়ে দেয়। ফাস্ট-ট্র্যাক বিনিয়োগের উপর নতুন আইন প্রণয়ন উপরের প্রবণতার বৈধতা যাচাই করেছে। এমন অনেক বিনিয়োগের উদাহরণ রয়েছে যা সংকটের আগে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, কিন্তু আজকাল সামাজিকভাবে বৈধ বলে বিবেচনা করা হয়। এর মধ্যে উত্তর গ্রীসের চ্যালকিডিকিতে নতুন সোনার খনি সহ নতুন উত্তোলন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, অথবা আইওনিয়ান ও ক্রেতান সমুদ্রের তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসভাণ্ডার থেকে উত্তোলনের জন্য গ্রিক সরকার তেল কোম্পানিগুলির সাথে স্বাক্ষরিত অনুসন্ধানের চুক্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বৃদ্ধির জন্য এই ব্যাকুলতার আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে হেলিনিকোর প্রাক্তন এথেন্স বিমানবন্দরের ত্যাগ, যা বর্তমান সরকার বিদেশী ও দেশীয় বিনিয়োগকারীদের চাপের অধীনে একটি বিশাল আবাসন পরিকল্পনার মাধ্যমে একটি মহানগরী পার্কে রূপান্তর করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অর্থনৈতিক প্রকৃতি আনুযায়ী "নেতিবাচক বৃদ্ধির বিষয়সূচি যেধরনের প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হবে তা অর্থনীতিবাদে গ্রহণযোগ্যতা রাখেনা।তবে "প্রবৃদ্ধি অর্থনীতিতে" তাদের গুরুত্বের কারণে এর বিশেষ বাধাগুলি বোঝার প্রয়োজন হয়। তারা ব্যাতিরেকে যেমন "অর্থনীতির দিকগুলি" সম্পূর্নভাবে বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে এবং নেতিবাচক বৃদ্ধির কৌশলগুলির সম্ভাবনা কমায়।

একই সময়ে, এই সংকটের সময় গ্রীসে পরিকল্পিত উৎপাদনের বিকল্প পদ্ধতি নিয়ে তর্ক করা বা ভোগের ধরণ ছিলো কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন করা যুক্তিযুক্ত নয়। বিপরীতভাবে, সময়সীমা, শহুরে বাগান, কৃষিজাত পণ্যের ক্ষেত্রে "নো-মিডলম্যান" নেটওয়ার্ক এবং এমনকি স্ব-ব্যবস্থাপনায় ব্যবসার উদ্যোগসহ এই ধরনের বেশকিছু উদ্যোগ, যদিও স্থানীয় পর্যায়ে, উদিত হয়। তবুও, এই উদ্যোগগুলি প্রায়শই অসম্পূর্ন ছিল এবং বিশেষত দীর্ঘ মন্দার চাপে এটি একটি কার্যকর বিকল্প তৈরি করতে পারেনি। তবুও তারা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের আদর্শ বিরোধী বীজগুলিকে ঘিরে রাখে, মতাদর্শগতভাবে প্রভাবশালী সামাজিক চাহিদার ধারনাগুলোকে প্রশবিদ্ধ করে এবং তাদের পরিবেশগত সংরক্ষণ ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের দিকে পুনর্বিন্যাস করে। তারা অর্থনীতিবাদের মুখোমুখি হয় এবং উৎপাদন ও ভোগের ধরণের কেন্দ্রে সামাজিক চাহিদা রাখে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
গ্রাবিয়েল সাকেলা রিডিম <Gabriel.sakellaridis@gmail.com>

> চিলিঃ

নব্যউদারনীতিবাদ থেকে পরবর্তী-উন্নত সমাজে?

জর্জ রোজাস হারনেন্ডাস, কোপেনহেগেন ইউনিভার্সিটি, চিলি

আরও পরিবর্তন করতে, আরও বাস্তব সমাধান প্রয়োজন হয়। টাইমস আপ লিন্জ / ফ্লিকার। কিছু অধিকার সংরক্ষিত।

চিলির অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তে, এটি বিভিন্ন অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থার অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। কয়েকজন সরকার সংস্কার বা বিপ্লবের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো, কিন্তু এর ফলশ্রুতিতে আরো গভীর দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। ফেনটের জনপ্রিয় সরকার- একটি কেন্দ্রীয় বাম জোট ১৯৩৮ সালে দায়িত্ব গ্রহণ করে কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী ছিল না। ১৯৬৪ সালে এডুয়ার্ডো ফ্রেই মন্টালভা ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী হিসাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয় লাভ করেন। সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের বিকল্প হিসেবে তাঁর পরিচালিত একটি প্রোগ্রাম "তৃতীয় উপায়" কাঠামোগত সংস্কার এবং সমাজের একটি শক্তিশালী রাজনৈতিকীকরণ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল কৃষি সংস্কার।

১৯৭০ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত সালভাদর অ্যালেন্ড ক্ষমতায় ছিলেন, যিনি ইউনিডাড পপুলারের বিপুল জনপ্রিয় সরকার, সমাজতান্ত্রিক, কমিউনিস্ট এবং অন্যান্য ছোট বামপন্থী দলগুলির একটি জোটের নেতৃত্ব দেন। তিনি প্রধান অর্থনৈতিক সেক্টরগুলোর (ব্যাংকিং, কৃষি, খনি থেকে তামা উত্তোলন এবং প্রধান শিল্পপ্রতিষ্ঠান) জাতীয়করণ করেন। শ্রমিক সম্প্রদায় এবং সমাজের অন্যান্য দরিদ্র ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক স্তরের জন্য অধিক সমতা ও ন্যায়বিচার অর্জনের লক্ষ্যে চিলির রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মাধ্যমে "লং মার্চ" এর ফলাফল ছিল অ্যালেণ্ডার সরকার। উপরন্তু অগ্রগতির একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে তার সংস্কারগুলি ছিল ষাটের দশকের স্বাধীনতাবাদী রাজনৈতিক ধারণার অংশ।দুর্ভাগ্যবশত, ১৯৭৩ সালে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের এই পরীক্ষাটি সামরিক অভ্যুত্থানের সাথে নাটকীয়ভাবে বিলীন হয়ে যায়।

তারপর নব্য-উদারপন্থী অর্থনীতিবিদদের সাথে একত্রে সামরিক একনায়কতন্ত্র ব্যক্তিগতীকরণের একটি মৌলিক নীতি বাস্তবায়ন করেছিল। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন করা নয় বরং চিলির সমাজকে রূপান্তর করা এবং একটি নতুন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো গড়া ছিল তাদের উদ্দেশ্য: একটি নিরপেক্ষ ও বাজার -ভিত্তিক সমাজ, একটি অরাজনৈতিক ও স্বতন্ত্র সমাজ- প্রধানত ভোক্তা ভিত্তিক, যাতে ব্যক্তিগত অগ্রগতি এবং সুখের জন্য "ন্যায্য" মাধ্যম হিসাবে বৃদ্ধি এবং প্রতিযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অর্থনীতি এবং এর সামাজিক কার্যকলাপ থেকে রাষ্ট্রটি ক্রমশ সরে গিয়েছিল। ১৯৯০ এর দশকের গণতান্ত্রিকীকরণ প্রক্রিয়ার সময়ও এই আদর্শটি অব্যাহত ছিল।

>>

বেসরকারীকরণ ও ব্যক্তিগতীকরণের এই নীতিটি অবধারিতভাবে চিলির জনসংখ্যার সিংহভাগের মধ্যে ভবিষ্যতের জন্য অর্থ ও ভয়কে হ্রাস করে। ফলস্বরূপ, ২০০৬ সালের প্রতিবাদ- উন্নত সর্বজনীন শিক্ষার দাবিতে "পেঙ্গুইন্স" নামের একটি ছাত্র আন্দোলনের মত প্রতিবাদ ও নাগরিক আন্দোলনগুলো অস্তিত্ব লাভ করে। একটি বিশাল ছাত্র আন্দোলন এই পথ অনুসরণ করে ২০১১ সালে বিনামূল্যে বিশ্ববিদ্যালয়য়ের শিক্ষা দাবি করে।উভয় আন্দোলনই পরবর্তী সরকারের কার্যক্রমে তাদের নিদর্শন রেখে গিয়েছিল।পরিবর্তন এই প্রক্রিয়াগুলো দুরূহ এবং শ্লথ, কিন্তু পরিশেষে তাদের ইতিবাচক রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রভাব ছিল।

২১ শতকের শুরুতে, বর্তমানের সামাজিক-পরিবেশগত, জলবায়ু সংক্রান্ত এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংকটগুলি ব্যাখ্যায় সচেষ্ট সাম্প্রতিক অগ্রগতির মডেলগুলি নিশ্চিতভাবেই নিঃশোষিত হয়ে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু এখনও শিল্প সমাজগুলিতে একটি যান্ত্রিক যৌক্তিকতা কর্তৃত্ব বিস্তার করে, যা মানব ক্রিয়াকলাপকে প্রকৃতি থেকে পৃথক করে বিশ্বের উত্তরে সন্দেহাতীতভাবে উর্বর এবং বিশ্বের দক্ষিণ অঞ্চলে নিষ্ক্রিয়- যার ফলে বাস্তুতন্ত্র, জলবায়ু এবং সামাজিক জীবনের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। এবং অগ্রগতি ও প্রবৃদ্ধির নবনিযুক্ত নব্য-উদারপন্থী মতাদর্শগুলি যা প্রসারিত হয়েছিল আধুনিকীকরণের আকাঙ্ক্ষা এবং বিশ্বায়নের নতুন প্রতিচ্ছবি দ্বারা, তা এখন পৃথিবীর বাস্তুসংস্থানসংক্রান্ত সীমা এবং সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য সীমা অতিক্রম করছে। এই উন্নয়ন চিলির সীমান্তেই থেমে নেয়। আজ আমরা পরিবেশগত এবং সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ এবং টেকসই সামাজিক রীতি থেকে অনেক দূরে।

চিলির অভ্যুত্থান দ্বারা প্রবলভাবে প্রবর্তিত হওয়া পরিবর্তনগুলি আজ অনেক দেশে ধীরে ধীরে কিন্তু বিশ্বায়নের সাথে যুক্ত স্থিতিশীল নৈ-উদার প্রক্রিয়াগুলির পরিবর্তনের রূপে পরিপক্কতা লাভ করছে। ১৯৮০ দশকের গোড়ার দিকে চিলির নব্য-উদারপন্থী কাঠামো আমাদের দেখায় যে উৎপাদন বহির্ভূতকরণ আরও বেশি কাজের অনুকূল পরিবেশ এবং একটি নতুন অসুদূরপ্রসারী গঠনের দিকে ধাবিত করে। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া আজও একইভাবে কাজ করছে। আরও বলা যায় যে এটা বিশ্বব্যাপী পরিকল্পিত প্রচুর চাকুরীর হ্রাসের সাথে সদ্য শুরু হওয়া নতুন প্রযুক্তিক বিপ্লবের প্রভাব (৪.০)। পরিবেশগত সংকট এবং জলবায়ু পরিবর্তন জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পরিবেশগত ক্ষতি এবং ক্রমবর্ধমান দুর্যোগের কারণে কাজ কীভাবে প্রভাবিত হতে পারে সে সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করার জন্য জোর দিচ্ছে। এই সমস্ত কারণগুলি সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং নতুন বৈষম্যের ফলাফল। ফলস্বরূপ, নাগরিকদের অসন্তুষ্টি বাড়ছে। অনেক দেশে দৃশ্যমান সামাজিক অন্তর্ভুক্তির এই অভাব বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র এবং ব্যক্তিগত ও নাগরিক অধিকারকে হুমকির সম্মুখীন করে এবং শেষপর্যন্ত সমাজের বিনাশে অবদান রাখতে পারে। কিন্তু শুধুমাত্র জটিল সমস্যার সমাধান নয় বরং ভবিষ্যতের জন্য আরও নাগরিক-বান্ধব সংস্কারের দাবি জানিয়ে চিলি এবং ল্যাটিন আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন অংশে সামাজিক ও পরিবেশ আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

নব্য-উদারতা এবং বর্তমান প্রবৃদ্ধি মডেলের সংকট কি নতুন পরবর্তী-উন্নতির মডেলগুলির উত্থান ঘটাবে? বিভিন্ন দেশে পর্যবেক্ষিত ডানপন্থী প্রতিনিধি প্রবণতার চিন্তাধারা অন্যদিকে ইঙ্গিত করে বলে ধারণা করা মনে হয়। তারা ইতিমধ্যেই শুরু হওয়া সামাজিক-পরিবেশগত এবং অসম্প্রদায়িক রূপান্তর প্রক্রিয়াগুলিতে একটি প্রতিবাদী শক্তি গড়ে তোলে। কিন্তু এটা ঠিক হতে পারে যে বর্তমান সামাজিক সংকটের পাশাপাশি ডানপন্থী জনপ্রিয় নীতির বিরোধিতার প্রতিক্রিয়া হিসাবে উদ্ভূত বর্তমান সামাজিক ও পরিবেশ আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং সংহত হবে। উদাহরণস্বরূপ, চিলির শেষ রাষ্ট্রপতি ও সংসদীয় নির্বাচনে ফ্রেন্টে এম্পলিও নামে একটি নতুন বামপন্থী জোট অংশ নিয়েছিল। দুই বছরেরও কম সময়ের মধ্যে এটি ভোটের ২০% লিপিবদ্ধ করে এবং এখন সংসদে প্রতিনিধিত্ব করছে। গতানুগতিক বামের বিপরীতে, এই দলটি রাজনীতি, সমাজ এবং প্রকৃতির নতুন ধারণার উদ্ভব করে।

তবে, অন্যান্য আকর্ষণীয় ঘটনাগুলিও বর্তমানে উত্থাপিত হচ্ছে: চিলি বর্তমানে নতুন বিকল্প ব্যবসা বিকাশের অন্যতম প্রধান দেশ, তথাকথিত "এম্প্রেসাস বি" ("বি কর্পোরেশন" বা "বেনিফিট কর্পোরেশন"), যা উচ্চ সামাজিক এবং পরিবেশগত সচেতনতাসহ একটি তরুণ উদ্যোগী প্রজন্মের দ্বারা চালু হয়েছে। তাদের বাজারের শেয়ার প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন পর্যন্ত, ল্যাটিন আমেরিকা জুড়ে, গৃহীত আন্তর্জাতিক প্রশংসাপত্র মডেলগুলি ফ্যাক্টর যেমন পরিবেশগত ও সামাজিক স্থায়িত্ব, নতুনত্বের সম্ভাব্যতা এবং একটি কোম্পানির কাজের গুণমান হিসাবে বিবেচিত হয়। এই নব্য গতিশীলতা নতুন কর্মচর্চা এবং জীবনধারার উত্থান করে।

২০১৭ সালের শেষ নাগাদ, ল্যাটিন আমেরিকা জুড়ে ৪৫০ টি প্রত্যয়িত "এম্প্রেসাস বি" ছিল যার মধ্যে ১৩০ ছিল চিলিতে। তারা সামাজিক-পরিবেশগত নৈতিকতার ভিত্তিতে তৈরি একটি নতুন গ্লোবাল মুভমেন্ট বি এবং ব্যবসায়িক মডেলগুলির সিস্টেমা বি এর অংশ। জনসাধারণের কল্যাণ, বিদ্যমান বাস্তুতন্ত্রের সাথে মানিয়ে চলার একটি টেকসই উপায়, পুনর্ব্যবহারের অঙ্গীকার এবং জৈব-অর্থনীতির পাশাপাশি সহযোগিতার নতুন রূপ হিসাবে তাদের কার্যকারিতার মূল্যায়ন করা যেতে পারে। এইভাবে জাতীয় সিস্টেমাস বি গঠিত হয় এবং তথাকথিত একাডেমীয়া বি বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে তাদের সমর্থন করে। চিলি বর্তমানে অর্থনীতি, উন্নয়ন এবং পর্যটনের উৎপাদন উন্নয়ন কর্পোরেশন (সিওআরএফও) মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্যদের কর্মসূচির মাধ্যমে জনগণের প্রশিক্ষণ ও দক্ষ কর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্যে এই উন্নয়নের প্রচার করছে।

২০১৮ সালের শেষ দিকে, দক্ষিণ চিলির পুয়ের্তো মন্ট, পুয়ের্তো ভারাস এবং ফ্রুটিলারে মুভমেন্ট বি'র প্রথম বিশ্ব সভায় ৩০ টি দেশের ১০০০ জনেরও বেশি অংশগ্রহণ করেছিল। এই ধরনের উদ্যোগগুলি গত কয়েক দশকের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফল। আজকের তরুণ প্রজন্ম স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা, তৃণমূল গণতন্ত্র, সৃজনশীলতা ও উদ্যোগ, শ্রদ্ধা, সহনশীলতা, সংহতি এবং পরিবেশগত সচেতনতার মতো সকল মূল্যবোধের কদর করে।

আশা করা যাচ্ছে যে চিলিতে লক্ষিত এই নতুন, টেকসই দৃষ্টিভঙ্গিগুলি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে অব্যাহত থাকবে এবং ভবিষ্যতে সরকারি কর্মসূচী ও রাজনৈতিক নেতাদের মাঝে এই বিষয়টি প্রতিফলিত হবে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
জর্জ রোজাস হারনেন্ডাস <jrojas@udec.cl>

> পরিবেশভিত্তিক নারীবাদী সমাজবিজ্ঞান

এক নতুন শ্রেনী ভিত্তিক বিশ্লেষণ

আরিয়েল সালেহ, সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া, আইএসএ-এর প্রতিবেশ ও সমাজ (আরসি ২৪) এবং সামাজিক আন্দোলন, সম্মিলিত কর্মসূচি, ও সমাজ পরিবর্তন (আর সি ৪৮) বিষয়ক গবেষণা পর্ষদের সদস্য

পরিবেশভিত্তিক নারীবাদী (ইকোফেননিস্ট) বিশ্লেষকরা দৈনন্দিন জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের (প্রাক্সিসের) মধ্য থেকে বেড়ে উঠেছে, তাই তারা প্রায়শই প্রতিষ্ঠিত এবং উপর থেকে আদিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শগুলি দ্বারা প্রভাবিত সামাজিক আন্দোলনের জন্য গৃহীত সূত্রগুলিকে সমালোচনা করে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৮০ এবং ১৯৯০ এর দশকে, ইকোফেননিস্টরা "গভীর পরিবেশ" দর্শনের ক্ষেত্রে লিঙ্গ-লিঙ্গ সচেতনতার অভাবের সমালোচনা করেছিলেন। ইকোফিনিনিস্টরা পরিবেশগত লক্ষ্যগুলি শুধু প্রত্যাখ্যান করেছিলেননা; বরং, তারা যুক্তি দিয়েছিলেন যে, গ্রহব্যাপীর সঙ্কটটি মূলত পুঁজিবাদী পিতৃশাসন প্রতিষ্ঠান ও মূল্যবোধগুলির দ্রুততম বিশ্বায়ন পদ্ধতি থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। এই কারণে, সঙ্কট সমাধান করার লক্ষ্যে অবশ্যই সিস্টেমকে সমর্থনকারী "পুরুষবাদী অধিকারের সংস্কৃতি" পরিবর্তন করতে হবে। আমেরিকার জার্নাল এনভায়রনমেন্টাল এথিক্সে এক দশক ধরে "ইকোফেমিনিজম / গভীর পরিবেশবিজ্ঞান বিতর্ক" নামে পরিচিত এই বিতর্কটি। একই চেতনা উত্থাপন, পর্যালোচনার মাধ্যমে, পরিবেশগত নারীবাদী তত্ত্ববিদরা মার্কসবাদীদের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। গত দশকে, পুঁজিবাদ প্রকৃতি সমাজতন্ত্র, এবং জার্নাল অব ওয়ার্ল্ড সিস্টেম রিসার্চ এবং অন্যান্য জায়গায় নিবন্ধগুলি সমালোচনামূলক সমাজবিজ্ঞান হিসাবে পরিবেশ ভিত্তিক নারীবাদ বিষয়ে জনসাধারণের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করেছে। আমার অবস্থান সমসাময়িক বিশ্ব একটি ক্রান্তি লগ্নে উপনীত হয়েছে, এমত পরিস্থিতে আমি একটি নতুন শ্রেণী বিশ্লেষণের সমাজবিজ্ঞানের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। তাই নিচের আলোচনাতে ঐতিহাসিক যাত্রাপথের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেয়ার চেষ্টা করেছি যাকে আমি "মূর্ত বস্তুবাদ" বলে আখ্যায়িত করেছি।

> মূর্ত বস্তুবাদ

প্রজনন শ্রম প্রতিটি সমাজের ভিত্তি। এই ধরনের শ্রমের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে, মায়েরা তাদের যত্নের দেহগুলিতে জৈবিক চক্রগুলি বজায় রাখতে শিখতে পারে। একইভাবে, কৃষক ও গোষ্ঠী জমি চক্র এবং পুনরুতপাদন করেন। এই অবৈতনিক শ্রমিকরা বিশ্বব্যাপী অর্থনীতিতে অদৃশ্য, সমাজবিজ্ঞানে যথাযথভাবে স্বীকৃত নন এবং মার্কসবাদি তাত্ত্বিক আলোচনাতে অনুপস্থিত। কিন্তু যুক্তি উপস্থিত করা যেতে পারে যে এখন সময় এসেছে, এই তিনটি শ্রম গোষ্ঠী- মা, কৃষক, এবং সংগ্রহকারীদের - একত্রিত ভাবে তাঁদের জীবনযাত্রার দক্ষতাগুলির কারণে এবং সারা পৃথিবীতে জীবন চলমান রাখার কারণে একটি শ্রেণী হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

পরিবেশগত নারীবাদ বা ইকোফেমিনিজম শব্দটি এমন একটি রাজনীতি বর্ণনা করার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় যা পরিবেশবাদ ও নারীবাদকে একই সংগ্রাম হিসাবে গণ্য করে। যখন শহুরে এলাকায় এবং গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার অবস্থা ঝুঁকিপূর্ণ হয়, তখন এটি আবির্ভূত হয়। নারী বা পুরুষ জীবন নিশ্চিতকরণের শ্রমগুলিতে জড়িত হতে পারে, কিন্তু যেহেতু বিশ্বব্যাপী নারীদের অবস্থান খাদ্য উতপাদক এবং সেবাদান কারি হিসাবে সামাজিকভাবে নির্ধারিত হয়। তাই সাধারণত নারী সম্প্রদায় পরিবেশগত বিষয়ে অ আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। অঞ্চল, শ্রেণী, বা জাতিভেদ নির্বিশেষে এই ধরণের হস্তক্ষেপ সর্বজনীন, বলতে হয়। ১৯৭০-এর দশকে প্রতিটি মহাদেশে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত্বর পুঁজিবাদী ভোক্তাবাদ এবং উন্নয়ন মডেলগুলির ক্ষতির প্রতিক্রিয়া জানানো মহিলাগুলি "ইকোফেমিনিজম" নিয়ে কাজ শুরু করেন। বিষাক্ত দূষণকারী, বিবনয়ন, পারমাণবিক শক্তি বা শিল্পায়ত কৃষির বিরোধিতা, তাদের রাজনীতির মুখ্য বিষয়। তাঁদের রাজনীতি যুগপৎ "স্থানীয়" এবং "বিশ্বব্যাপী"। মারিয়া মিজের মত অনেক জার্মান পরিবেশবিদের তাত্ত্বিক অবস্থান স্পষ্টত রোজা লাক্সেমবার্গের সমাজতান্ত্রিক অবদানগুলির ভিত্তিতে প্রথিত।

১৯৮০-এর দশকেও "নতুন সামাজিক আন্দোলনের" দ্রুত বৃদ্ধি ঘটেছে

>>

কিভাবে "মেটা-শিল্প শ্রম" পরিবেশগত স্থায়িত্ব সঙ্গে অর্থনৈতিক পর্যাপ্ততা অর্জন করেছে তার একটি উদাহরণ। ছবিঃ আরিয়েল সালেহ।

পরমাণু বিরোধী, কালো গোত্রের শক্তি, নারী মুক্তি, আদিবাসী ভূমি অধিকার - এসব ব্যাপারে মার্কসবাদীরা স্বভাবজাত ভাবে সংশয়বাদী ছিল। কট্টর পরিবেশবাদীরা গ্রিন পার্টি এবং টেকনোক্রেটিক পেশাদার দ্বারা পরিচালিত রাজনৈতিক দলে অন্তর্ভুক্ত হয়। উদারতাবাদী ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনৈতিক মতাদর্শ নারীবাদকে ভিন্ন খাতে প্রভাবিত করেছিল, এবং সমান অধিকারের জন্য রাষ্ট্রের সাথে একক-ইস্যু আলোচনায় পরিণত হয়েছিল। ইকোফেমিনিজমের পরবর্তী পর্যায়টি ১৯৯২ সালের জাতিসংঘ আর্থ সামিটের পরে, যখন প্রকৃতির সুরক্ষার নামে গ্লোবাল উত্তর এর নব- উপনিবেশবাদি নীতিগুলিকে শক্তিশালী করেছিল। এখন বিশ্বব্যাপী এক মাস্টার প্ল্যানের অধীনে বিভিন্ন আঞ্চলিক চুক্তিগুলি আদিবাসী ভূমি কর্পোরেট খনি সংগ্রহের এবং আদিবাসীর ঔষধি উদ্ভিদের কর্পোরেট পেটেন্টিংয়ের পথ খুলে দিয়েছে। বনদনা শিবা ও অন্যান্যদের মতো ইকোফাইনিস্টরা রিও আর্থ সামিটে উপস্থিত ছিলেন এবং তারা সাধ্যমত এই পদক্ষেপগুলির বিরোধিতা করে ছিলেন। পেরুর সমাজবিজ্ঞানী আনা ইসলার মতে, জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন শক্তিহীনদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ছাড় আদায় করে। সিয়াটেলের যুদ্ধের মাধ্যমে বিংশ শতাব্দীর যবনিকা টেনেছিল, যেখানে একটি আন্তর্জাতিক তৃণমূল বিদ্রোহ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মুখোমুখি হয়েছিল। বিশ্বায়নের বিকল্পের জন্য সাধারণ মানুষের এই আন্দোলনকে নিয়ে এক বৃহত্তর ও ব্যাপক আন্দোলন ২০০১ সালে প্রথম বিশ্ব সামাজিক ফোরাম হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

> বিশ্বায়নঃ বি- উপ্নিবেশবাদ

নব্য উদারনিতিকেন্দ্রিক মুক্ত বাণিজ্য সম্প্রসারণের ফলে বিশ্বের মহানগরী বা ধনী রাষ্ট্র থেকে শ্রমিক শ্রেণীদের কাজের একটা বড় অংশ অফশোর বা গ্লোবাল সাউথে কম মজুরি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলগুলিতে পাঠিয়ে দেয়।এর ফলে, ধনী রাষ্ট্রের শ্রমিকরা হতাশ হয়। কিন্তু গ্লোবাল সাউথে অনেকের কাছে এটা একটি ইতিবাচক কর্মসূচী ছিল তার একটি ছিল ঔপনিবেশিকতা বিরোধী ভূমিকা। ব্রাজিলে, একটি গতিশীল ভূমিহীন কৃষক (ল্যান্ডলেস পিপলস) আন্দোলন প্রতিবেশ-বান্ধব গ্রাম এবং খাদ্য সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে কথা বলা শুরু করেছিল। ইকুয়েডরের এক্সিওন ইকোলজিগা নামক একটি মহিলা সংগঠন ৫০০ বছর দীর্ঘ ধরে প্রাকৃতিক সম্পদগুলির ঔপনিবেশিক চুরির বর্ণনা দেওয়ার জন্য "পরিবেশগত ঋণ" ধারণা আবিষ্কার করেছিলেন; বিশ্বব্যাংকের বিকাশ ঋণের আধুনিক লুণ্ঠন; এবং অর্থনৈতিক শোষণের ফলে জীবিকার অব্যাহত অবনতি কথা তুলে ধরে। ২০১০ সালের কোচবাম্বা পিপলস ক্লাইমেট সামিটে স্থায়িত্বমুখী বা টেকসই উন্নয়নসহ সুবিচারের বৈশিষ্ট্যটিও তুলে ধরা হয়েছিল, যা আরোপিত সমৃদ্ধির অধীনে জীবন নষ্ট করার উন্নয়নের বিকল্প হিসাবে দেশজ জীবন যাপনের উপায়গুলি উপস্থাপন করে। অগ্রগতির সঙ্গে শিল্পায়নের যে সমীকরণ তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছিল।

২০০৮ সালের অর্থনৈতিক মন্দার পরে বিশ্বব্যাপী সচেতন যুবকরা অকপাই আন্দোলন শুরু করে, ওয়াল স্ট্রিট স্টক এক্সচেঞ্জের কাছে শিবির স্থাপন করে পুঁজিবাদী শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কর্মসূচি স্থাপন করে; জার্মানিতে, তারা ফ্রাঙ্কফুর্ট এলাকার ব্যাংক গুলোর বিরুদ্ধে অবরোধ গড়ে তোলে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের কঠোর ব্যয় সঙ্কোচন কর্মসূচির বিরোধিতা করে ভূমধ্যসাগরীয় রাষ্ট্রগুলিতে জীবনমুখী "প্রজনন মূল্যবোধ" ভিত্তিক আরেকটি রাজনীতির অবতারণা করা হয়। স্পেন এর ইন্দিগ্নাদ আন্দোলন বিভিন্ন ধরনের স্থানীয় এলাকা ভিত্তিক স্ব-নির্ভর অর্থনীতির প্রস্তাবনা দেয়। ২০১২ সালে রিও + ২০ এ, ব্যবসা গ্রুপ, রাজনীতিবিদ এবং জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচী তাদের গ্রিন নিউ ডিল প্রস্তাবকে ন্যানো টেক জৈব অর্থনীতির জন্য জন সংযোগ হিসেবে ব্যবহার করেছে; এবং আবার পরিবেশভিত্তিক নারীবাদীরা তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছে। পরবর্তীতে, শিক্ষাবিদরা অ-উন্নয়ন বা অ-প্রবৃদ্ধি নিয়ে আলোচনার জন্য লিপজিগ এবং বুদাপেস্টে জড়ো হয়েছিলেন। যদিও ভেরোনিকা বেনহোল্ড-থোমসেনের মতো ইকোফেমিনিস্ট এবং জীবনধারণের জন্য নুন্যতম প্রয়োজন অর্থনীতি চিন্তাবিদদের পোস্ট-ডেভেলপমেন্ট দৃষ্টিভঙ্গি তখনো স্বীকৃত হয় নি। আজ রোজা-লাক্সেমর্গ-স্টিফংং, একটি জার্মান প্রগতিশীল উন্নয়ন সহায়ক প্রতিষ্ঠান, পরিবেশভিত্তিক নারীবাদ ও অন্যান্য সম্প্রদায় ভিত্তিক রাজনীতি যেমন দক্ষিণ আমেরিকার বুয়েন ভিভির, দক্ষিণ আফ্রিকার উবুন্টু এবং ভারতের স্বরাজ এর একত্রিতকরণ নিয়ে পরীক্ষা করছে।

পরিবেশভিত্তিক নারীবাদ নিয়ে একটি ব্যাপক বইপত্রের তালিকা রয়েছে যা অনেক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পড়ানো হয়, এবং পুঁজিবাদী পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতির অধীনে কিভাবে, প্রকৃতিকে পণ্যজাত করা হয় অনেকটা নারী শ্রমিকের দেহ কে পন্যজাত করার মত। প্রকৃতি মাতা নিয়ে যে ঐতিহ্যগত আলোচনা তা শুধুমাত্র একটি রূপক নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি বাস্তব মুখী হয়ে উঠেছে। গ্রেটা গার্ড উল্লেখ করেছেন যে, এখন নিরামিষবাদের এবং প্রাণিজগতের প্রতি সমবেদনামূলক নৈতিকতা ইকোফেমিনিস্ট নেটওয়ার্কগুলির মধ্যে আলোচিত হয় এবং এ সব নিয়ে নিয়মিত আন্তর্জাতিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। আফ্রিকার নারীরা যাদের দৈনন্দিন জীবিকা তাদের গ্রামের কাছে খনির দ্বারা হুমকির সম্মুখীন, তারা জলবায়ু পরিবর্তনের উপর একটি মহাদেশীয় পরিবেশ সংরক্ষণ আন্দোলন নেটওয়ার্ক স্থাপন করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অ্যাপল্যাচিয়ান মায়েরা কয়লা শিল্পের মাধ্যমে পর্বতের শীর্ষভাগ অপসারণের বিরুদ্ধে সরাসরি পদক্ষেপ নেয়। পরিবেশ সংরক্ষণ ও স্বনির্ভরতার জন্য ভারতের নবদানিয়া স্কুল "ব্যাংক" প্রথাগত বীজকে ফার্মাসিউটিক্যাল পেটেন্টিং থেকে বাঁচানোর জন্য সংরক্ষণ করে। সিচুয়ান, চীনে, মহিলা কৃষকরা শতাব্দী পুরনো জৈব কৌশল পুনরুজ্জীবিত করে মাটির উর্বরতা পুনরুদ্ধার করে থাকেন। এবং লন্ডনে, গৃহবধূরা শতাব্দীর অপব্যবহারের থেমস নদীর জলাধার মেরামত করার জন্য তাদের সময় দেন।

> মানুসকেন্দ্রিকতাঃ পরিবেশকেন্দ্রিকতা

যখন সামাজিককর্মীরা বা আইএসএ আরসি 48 এর সমাজবিজ্ঞানীরা বলবেন, প্রজনন সম্পর্কিত যুক্তি কীভাবে প্রতিবেশ, শ্রমিক, নারী এবং আদিবাসী আন্দোলনকে একত্রিত করে তা তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন না, সেখানে একটি বিধ্বংসী একক সমস্যা "পরিচয়কেন্দ্রিক রাজনীতি" বা "আইডেন্টিটি পলিটিক্স" ঘটবে, যেখানে একটি গোষ্ঠীর অধিকারের বিরুদ্ধে অন্য গোষ্ঠীকে দাঁড় করান হয়। এই ধরনের সীমাবদ্ধ সমাজতাত্ত্বিক কল্পনা পশ্চিমা মানুসকেন্দ্রিক সনাতন দ্বৈতবাদের একটি অভিব্যক্তি যেখানে "মানবতা" বনাম "প্রকৃতির" দ্বিত্বটা একটি প্রথাগত "সাধারণ জ্ঞান"-এ পরিণত হয়েছে, যা প্রত্যেক নতুন প্রজন্মের সামাজিকীকরণের মাধ্যমে টিকে থাকে।

দুর্ভাগ্যবশত, বৈশ্বিকীকরণের চাকাগুলি এখনও অ্যারিস্টটলের "মহান চেন অব বিং" জাতীয় আধিপত্য মূলক যুক্তি দ্বারা পরিচালিত, যেখানে প্রাচীন দেবতা, রাজারা এবং পুরুষরা প্রকৃতি, মহিলা, এবং সাধারণ

>>

জনের উপর আধিপত্যের ক্ষমতা রাখে। শতাব্দী ধরে পুরাতন অ্যারিস্টটলিয়েন মন্ত্রের আলোকে ইতিহাসের বিবর্তনকে গঠন করা হয়েছে যেখানে নারী ও পরাজিত ক্রীতদাসগুলি নিছক বস্তু হয়ে উঠছে। ধর্ম ও আইন, অর্থনীতি ও বিজ্ঞান এই সব ইউরোপকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি "পুরুষ অধিকার" প্রদানের জন্য তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানকালের উদারপন্থী ও সমাজতান্ত্রিকদের জন্যও এই মানসিকতা ও চিন্তাধারা বিরাজমান। ইকোফেমিনিস্ট ও বিজ্ঞানের ইতিহাসবিদ ক্যারোলিন মার্চেন্টের মতে, এনলাইটমেনট চিন্তা মানবদেহ এবং প্রকৃতিকে মেশিনগুলির মতো মনে করে যার অঙ্গ গুলো বৈজ্ঞানিক সূত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই জীবন বিচ্ছিন্ন সংস্কৃতি পুঁজিবাদের কার্যকারিতার জন্য অপরিহার্য এবং এর আলোকে কোনও কোনও আইএসএ আরসি২৪ পরিবেশগত আধুনিকতাবিদ সমাজবিজ্ঞানিরা বিশ্বাস করেন যে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন পরিবেশ সংরক্ষণ করতে পারবে। যাইহোক, স্বয়ংক্রিয় ভবিষ্যত বস্তুবাদ পরিপন্থী ("ডিমেটিরিয়ালাইজ") স্থায়ীত্ব বা ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে না। একইভাবে, বৃত্তাকার (সার্কুলার) অর্থনীতির প্রচেষ্টা বা নারীবাদী অর্থনীতিবিদদের দ্বারা যত্নের পরিশ্রমের রূপান্তর ইত্যাদি ধনতান্ত্রিক যুক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়।

পরিবেশগত সংকটের সময়ে জনগণকে পরিবেশ-কেন্দ্রিক ফ্রেমওয়ার্কের ভিতরে চিন্তা করতে হবে। যখন এই বিষয়টি সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষকের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়, প্রগতিশীল ছাত্ররা প্রায়শই রাজনৈতিক পরিবেশ বা এমনকি মানব ভূগোলের দিকে যুকে পড়ে। আধুনিকতাবাদী পেশাদারগণ আদিবাসীদের জ্ঞানতত্ত্ব ও পরিবেশ-কেন্দ্রিকতা (ইকো-সেন্ট্রিজম) থেকে অনেক কিছু শিখতে পারেন এবং নারীদের কাছ থেকে পাওয়া জৈব যত্নশীল শ্রমের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করতে পারেন। "মানবতা" বনাম "প্রকৃতি" এর আলোচনা (ডিসকোর্স) বাম, এবং বিশেষ করে আধুনিকতা-উত্তর (পোস্ট-মর্ডান) নারীবাদীদের রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে এই প্রান্তিক প্রজনন শ্রম শক্তিকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করতে বাধাগ্রস্থ করেছে। ইকোফেমিনিস্টরা বিরুদ্ধে বাম পন্থিদের স্বাভাবিক অভিযোগ হল এই যে তাঁরা নারীর রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টিগুলিকে জন্মগত প্রাপ্ত "নারীর আত্মজ" বলে মনে করেন যা কিনা সম্পূর্ণ অর্থহীন। ইকোফেমিনিস্ট উপলব্ধিগুলির উৎসগুলি এককভাবে জৈবিক অঙ্গ নয়, অর্থনৈতিক কাঠামো নয়, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও নয়, যদিও এই সমস্ত বিষয় গুল মানব কর্মকে প্রভাবিত করে। পরিবর্তে, ইকোফেমিনিস্ট জ্যানতত্ত্ব মহিলাদের শ্রমের মধ্যে প্রথিত; যা কিনা তাঁদের বস্তুগত বিশ্ব-এর মিথস্ক্রিয়া দ্বারা জীবনবোধ এবং দক্ষতা তৈরি ও পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে একটি ভূমিকা রাখে। যারা শিল্প রুটিনগুলির বাইরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিরপেক্ষ কাজ করে, যেমন সেবাদান কারী, কৃষক, সংগ্রহক গোষ্ঠী, তাদের সংবেদনশীল ধারণার সাথে যোগাযোগ করে সমাজ ও প্রকৃতির একটি অন্যটির সাথে কীভাবে সম্পর্কিত হয় সে সম্পর্কে আরো সঠিকভাবে অনুরণামূলক মডেলগুলি তৈরি করতে সক্ষম হয়।

> পুনরুৎপাদক শ্রম

এই ইকো-সেন্ট্রিক শ্রমিক শ্রেণীর সময়কাল বা ফ্রেম আন্তঃপ্রজন্মিয়, সেজন্য এ ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। এখানে মাপকাঠি ঘনিষ্ঠ, প্রকৃতির সাথে প্রকৃতির, বা মানব দেহ-প্রকৃতির, প্রকৃতি-স্থান স্থানান্তর কর্মীদের প্রতিক্রিয়া সর্বাধিক। এখানে বিচার বিবেচনা নির্ভর করে বিশেষজ্ঞ গবেষকের মূল্যায়নের উপর যা কি না জন্ম থেকে মৃত্যু এবং পরীক্ষা নিরিখার মাধ্যমে অর্জিত। প্রজাতি বা বয়সের বিভিন্ন চাহিদাগুলি সুষম এবং সমন্বয়যুক্ত। যেখানে গার্হস্থ্য ও জীবিকা অর্থনীতিগুলি সমান্তরাল সমস্যা সমাধান করার অনুশীলন করে এবং বহুমুখী -মাপদণ্ড ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এটা সাধারণ ধারণার ব্যাপার। যখন মানসিক এবং কায়িক দক্ষতার মধ্যে কোন বিভাজন থাকে না, তখন দায়িত্ব স্বচ্ছ হয়; শ্রমজাত পণ্য শ্রমিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না, যা পুঁজিবাদের চরিত্র, বরং অন্যদের সাথে ভাগা ভাগি করে নেওয়া হয়। এখানে উৎপাদনের রৈখিক যুক্তির বিপরীতে একটি বৃত্তাকার যুক্তির প্রজনন অর্থনীতির সৃষ্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে, এই ভাবে সামাজিক প্রতিবিধান একযোগে লোকজ বিজ্ঞান এবং সরাসরি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বহিঃপ্রকাশ ।

পরিবেশসম্মত নারীবাদ দ্বন্দ্বমূলক রাজনীতি, জীবিকা, দক্ষ কাজ, সংহতি, সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসন, যৌন-লিঙ্গ সচেতনতা, শিক্ষা, ক্ষমতায়ন এবং আধ্যাত্মিক পুনর্নবীকরণকে উৎসাহিত করে। একটি বর্তমান উদাহরণ ইকুয়েডরের নাবনের উন্নয়ন দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত পাহাড়গুলির মাদের এবং দাদীদের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে। দূরদর্শিতা এবং সৃজনশীলতার সাথে, এই স্ব-শাসক নারীরা পুরাতন পানির চলাচল ও প্রবাহগুলি পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে ক্ষয় নিয়ন্ত্রণ, জল সংগ্রহ, মাটির উর্বরতা এবং খাদ্য সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে। এর মাধ্যমে তারা বিশ্ব জলবায়ু সংকট নিরসনের জন্য তাদের ক্ষুদ্র ভূমিকা পালন করেছে। আন্তর্জাতিক কৃষক ইউনিয়ন ভিয়া ক্যাম্পেসিনাও জোর দিয়ে বলেন, "আমাদের ছোট আকারের প্রতিবিধান পৃথিবীর জল বায়ু কে ঠাণ্ডা করে।"

প্রজননমূলক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কীয় "জ্যান অর্জনের উপায়" তৈরি করে, যা পশ্চিমা যন্ত্রগত যুক্তির যান্ত্রিক সহিংসতাকে প্রতিহত করে। যদি চরমপন্থী রাজনীতি যত্ন-শ্রম দ্বারা পরিচালিত না হয়, এটি সহজেই পশ্চিমা আলোকিত অর্থনীতির দিকে ফিরে যাবে যা পৃথিবীকে এবং তার জনগণকে প্রবৃদ্ধিমুখী অর্থনীতির জন্য সীমাহীন সম্পদ হিসাবে গণ্য করবে। একদিকে যেমন আধুনিক শিল্পের রৈখিক যুক্তির ফলশ্রুতিতে প্রকৃতির সঞ্চালনার মধ্যে আঘাত হানবে, যার ফলে বিশৃঙ্খলা ও এনট্রোপি সৃষ্টি হবে, অন্যদিকে, অধি- শিল্পায়নকারীরা (মেটা ইনডআসট্রিআলিসট) জীবিত প্রক্রিয়াগুলির পালনকারী হিসাবে নীরব জ্ঞানতত্ত্ব সৃষ্টি করেন যেখানে এক বিকল্প সৃজনশীলতার রূপ প্রকাশ পায় । এ ধরনের শ্রমকে, ধনতান্ত্রিক ব্যবাস্থা আভ্যন্তরীণ এবং ভৌগোলিক উভয় প্রান্ত থেকে অবাধে ভোগ করে, প্রকৃতপক্ষে এটা পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির পূর্বশর্ত। অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর এই অনন্য বর্গটি "পুঁজিবাদের ভিতর" বিদ্যমান থাকে যখন তার কার্যকলাপ অতিরিক্ত মূল্যের ভর্তুকি দেয়; আবার প্রজনন ব্যবস্থাটি "পুঁজিবাদের বাহিরে" বিদ্যমান, যা নিজের জন্য পর্যাপ্ত। আমার শব্দ "মেটা" একটি মৌলিক ফ্রেম বোঝায়, যা সহায়ক ক্রিয়াকলাপকে তাঁদের নিজ জায়গায় রাখে।

প্রতিবেশ-পর্যাপ্ত অর্থনীতিগুলি অন্যদের দেহের শোষণ করে খরচ বহির্ভূত করে না, তারা বর্জ্যকে "দূষণ" হিসাবেও বহিষ্কার করে না । যে পুনরুৎপাদক শ্রম দক্ষতা একটি টেকসই বৈশ্বিক ভবিষ্যতের জন্য অপরিহার্য এবং অসাধারণ সত্য যে এটি ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাপী সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকরা অনুশীলন করেন। এই স্বীকৃতিটি অধি-শিল্প শ্রেণিকে এক বিশাল কৌশলগত ক্ষমতা অর্পণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অঙ্গনে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা দেয়। সনাতনী সমাজতান্ত্রিক চিন্তায় শোষণমূলক "উৎপাদন সম্পর্ক" কে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যদিও এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ, কিন্তু "প্রজনন সম্পর্কিত সম্পর্ক" কে অনেকটা পাশ কাটানো হয়েছে। তবে এটা বলা প্রয়োজন যে, মার্ক্সের লেখাগুলিতে কিছু বিষয় উল্লেখ রয়েছে যা "মেটা-শিল্প শ্রম" শ্রেণী, বলে বিবেচিত হতে পারত যদি তাঁর মানবিক চিন্তাধারা একটু কম পিতৃতান্ত্রিক এবং ইউরোকেন্দ্রিক হত। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
আরিয়েল সালেহ <ariel.salleh@sydney.edu.au>

> ব্রাজিল ২০১৮:
মধ্যবিত্ত শ্রেণির ডানপন্থী প্রত্যাবর্তন

লেনা লভিনাস, ব্রাজিলের ফেডারেল ইউনিভার্সিটি অফ রিও ডি জেনেইরো এবং **গুইলহার্মে লেইতে গনকাল্ভস**, রিও ডি জেনিরো স্টেট ইউনিভার্সিটি, ব্রাজিল

২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে রিও ডি জেনেইরো রাস্তায় ভারী সামরিক ও পুলিশ উপস্থিতি জীবনের স্বাভাবিক অংশ হয়ে উঠেছে। ছবিঃ ইবিসি - এম্প্রেস ব্রাসিল ডি কমুনিকাসাও/এজেনসিয়া ব্রাসিল। ক্রিয়েটিভ কমন্স।

ল্যাটিন আমেরিকায়, ১৯৮০'র দশকে সামরিক একনায়কতন্ত্রের ইতি ঘটে, যা কয়েক দশক ধরে সামাজিক পরিবর্তনের শক্তিকে চাপিয়ে দিয়েছে। কিন্তু যখন গণতন্ত্রের রূপান্তর নাগরিকত্বের আনুষ্ঠানিক বৃত্তকে সম্প্রসারিত করে, এটি অর্থনৈতিক সংকট এবং অভিজাত চুক্তিকেও দেখিয়েছে। ব্রাজিলে ক্রমানুযায়ী ও নিরাপদ স্থানান্তর মেনে চলেছেন দ্বিতীয় থেকে শেষ সামরিক সভাপতি, আর্নেস্টো জিসেল অন্তরভুক্ত করেছিলেন এই অসঙ্গতি। অ্যামনেস্টি আইন, একটি চুক্তি যা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নেতা ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে হয়েছে, নির্যাতিত অত্যাচারিতদের ও নিখোঁজদের পরিবারদের ছেড়ে দেয়। আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, চিলি, গুয়াতেমালা, পেরু, এবং উরুগুয়ে এর মত দেশে, অনুরূপ চুক্তি করা হয়, নির্যাতিতদের কারাদণ্ডের মাধ্যমে এবং, কিছু ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রের সাবেক প্রধানদের। ব্রাজিলে দা ট্রুথ কমিশন (২০১১-২০১৪) নীতিমালাতে রাষ্ট্রীয় সহিংসতা স্মরণ করানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাঁর সুপারিশ একটি নির্লক্ষ্য পত্র রয়ে গেছে।

সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, ব্রাজিল এর পুনরায় গণতান্ত্রিকীকরণ তৈরি করে বৃহত্তর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের জন্য ক্ষেত্র। মধ্যবিত্ত শ্রেণী সুশীল সমাজ পুনর্বিন্যাসে মৌলিক ভূমিকা পালন করে। বিরোধী বর্ণবাদীদের বিরুদ্ধে, নারীবাদী নীতি। এগুলো ১৯৮৭ সালের সংবিধান পরিষদের সময়ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং একনায়কতন্ত্রের ইতি নির্বাচনের মাধ্যমে নিশ্চিত করে। ১৯৮৯ সালে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শ্রমিকদের পক্ষে ওয়ার্কার্স পার্টির (পিটি) মনোনীত প্রার্থী ছিলেন, লুই ইগ্নাতিয়ুস লুলা দা সিলভা, যখন বিজয়ী প্রার্থী, ফার্নান্দো কলর ডি মেলো, প্রতিনিধিত্ব করেন সামরিক শাসনের মাধ্যমে উচ্চবিত্তদের সুযোগ সুবিধা। যখন কলারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠল, ১৯৯২ সালে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ব্যাপকভাবে সংগঠিত হয় ব্রাজিলের প্রথম নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতির পক্ষে।

১৯৯০ এর দশকে মধ্যবিত্ত শ্রেণী লুলাকে সমর্থন করে, যিনি ফার্নান্দো হেনরিক কার্ডডোও এর কাছে হেরে যান ১৯৯৪ ও ১৯৯৮ সালে। ১৯৯৪ সালে, লুলার অধিকাংশ ভোট এসেছিল সে সকল মানুষ থেকে যারা দুই এবং দশ ন্যূনতম মজুরি উপার্জন করে, এবং সবচেয়ে শিক্ষিতদের থেকে। কার্ডডোও এর শক্তিশালী সমর্থন এসেছিল আয়ক্ষেত্রের সর্বোচ্চদের থেকে। ১৯৯৮ সালে, কার্ডডোও সর্বোচ্চ ভোট পান সকল আয় বন্ধনী ভেদ করে জেতেন ন্যূনতম শিক্ষিতদের সুযোগ সুবিধা দান করে। লুলা, এদিকে, সর্বোচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যে ভাল করার চেষ্টা করেন।

কার্ডডোও এর যুগকে আর্থিক স্থিতিশীলতার নীতি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগতকরণ, এবং আর্থিক কঠোরতা ও এটি ব্রাজিলকে একটি মন্দার মধ্যে ফেলে দেয়। অর্থনীতির পুনর্গঠন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে একটি বিশৃঙ্খলা স্থাপন করে, ঐতিহ্যগত পেশার বিলুপ্তির চাপে, আমদানি-প্রতিস্থাপন মডেলের বর্ধনের জন্য (যা প্রযুক্তিগত ও আমলাতান্ত্রিক অবস্থান প্রসারিত ছিল), মজুরি হ্রাস, এবং ভাল কাজের সুযোগের অভাব।

মধ্যবিত্ত শ্রেণির সামাজিক অবস্থানের অবনতির কারণে তাদের সমর্থন ছিল ২০০২ সালের নির্বাচনে লুলার সম্বল, তাদের ভোটের ফলে প্রথম শ্রমিক ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি হতে সক্ষম হয়। ২০০৬ সালের মধ্যে, লুলা মধ্যবিত্তের সমর্থন হারাতে শুরু করে। সেই নিম্নমুখী প্রবণতা আরও খাড়া হয় ২০১০ ও ২০১৪ সালে, যখন শ্রমিক দলের মনোনীত প্রার্থী দিলমা রুসেফ (যিনি দুটি ইলেকশন জেতেন) ছিলেন। ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে, মধ্যবিত্ত ভোটাররা ডানপন্থী হয়ে যাচ্ছিল।

> লুলা / দিলমা যুগে স্বপক্ষে-বাজার সম্প্রসারণ

অর্থনৈতিক মন্দা ও সংকোচন বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে ২০০৩ সালে লুলা রাষ্ট্রপতিত্বে আরোহণ করেন, যদিও আর্থিক স্থিতিশীলতা "প্লানো রিয়েল" পেয়েছিল। দেশের অনেক প্রশংসিত বিজয় মুদ্রাস্ফীতির জন্য দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাসে ব্যর্থ হয় এবং মধ্যবিত্তের জন্য সামাজিক গতিশীলতা বাড়িয়ে তুলে।

>>

লুলার প্রথম মেয়াদে (২০০৩-২০০৬) অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার তার দ্বিতীয় মেয়াদে (২০০৭-২০১০) আরও শক্তিশালী হল। প্রাথমিকভাবে, পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি রপ্তানিকে সমর্থন করে এবং বৃদ্ধি ঘটে। এগুলো আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ এবং গড় আয় বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য। ন্যূনতম মজুরি ৭০% এরও বেশি প্রকৃত লাভ দেখে, যা মুদ্রাস্ফীতি থেকে অনেক অগ্রসর।

সমান্তরালে, দারিদ্র্যতা যুদ্ধের প্রোগ্রাম নিশ্চিত করে একটি পরিমিত, কিন্তু ১৪ মিলিয়ন পরিবারের জন্য স্থায়ী সুবিধা। আর্থিকভাবে নতুন পন্থায় অধিগমন একটি অসাধারণ আর্থিক প্রক্রিয়ার শুরু হয়। বিশ্ববিখ্যাত "বসলা ফামিলিয়া" প্রোগ্রামটি সফল হয় কেননা সমাজের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টরের নগদীকরণের বাজারে উতসাহিত হওয়ার ফলে প্রোগ্রামটি অবিকল উপরে উঠে এসেছে।

একই সময়ে, বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়া গৃহীত হয়। স্বাস্থ্যসেবা বেসরকারিকরণের সাথে নাগরিক স্বাস্থ্যসেবা এর আওতায় আনা হয় এবং বেসরকারি খাতের জন্য বিস্ময়কর চাহিদা দেখা দেয়। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীরা সরকারি থেকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যাওয়া শুরু করলঃ ২০১৫ সালের মধ্যে, ৭৫% শিক্ষার্থীরাই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চলে গেল। ছাত্র ঋণ দেওয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পেলঃ ৫১% অক্ষম হল (প্রায় ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মত), এবং সেই দলের মধ্যে, অর্ধেকেরও বেশি মানুষের অর্থ পরিশোধের কোন উপায় নেই।

রেকর্ড পর্যায়ে তৈরি পণ্যগুলির বাস্তব আমদানির অতিরিক্ত মূল্যায়ন, এবং অবশেষে শিল্পখাতে কম আয় হয়। ওয়ার্কার্স পার্টি উত্তরাধিকারসুত্রে পায় প্রাথমিকক্ষেত্রে নবায়নযোগ্য কেন্দ্র, শুধুমাত্র কাঁচামাল জন্য উচ্চ বৈশ্বিক চাহিদা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নয়, শাসক জোটের কৃষিশিল্পে ঘনিষ্ঠ জোট থাকায়।

দিলমা প্রশাসনের(২০১১) প্রথম বছরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি শুরু হয়েছে। "নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির" অসন্তোষের কলতানে মুখরিত হল দিক, "নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির"- শব্দের মধ্য দিয়ে বোঝানো হয় সমাজ বাধা ডিঙ্গিয়ে গতিশীল হবে, নিম্নআয়ের মানুষকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মত ভক্ষণ করার অনুমতি দিয়ে। তারপর এলো জুন ২০১৩, একটি স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন ভাল পরিবহন ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, এবং হাউজিং দাবি নিয়ে।

এই প্রক্রিয়া আরও ভালমতো বোঝার জন্য, মনে রাখা দরকার যে যখন আয় বেড়েছিল, এবং পণ্যদ্রব্যের দাম কমে গেছে ২০০৬ থেকে ২০১৩ সালে, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, ডে কেয়ার, এবং বয়স্ক যত্নের ব্যয়, গড় মুদ্রাস্ফীতি এবং বেতনকে ছাড়িয়ে যায়। যখন সহজে উপলব্ধ কিন্তু ব্যয়বহুল খরচ সন্তুষ্ট করে, একের পর এক আরও বেশি করে ঋণের শিকার হয়ে পড়ছিল, যা তাদের আয়ের হিংস্রভাগ গোগ্রাসে নিয়ে নেয়। আজ ব্রাজিলের প্রায় ৬৩ মিলিয়ন প্রাপ্তবয়স্করা আর্থিক খাতে অক্ষমরূপে রয়েছে।

> মধ্যবিত্ত এবং ফার রাইট

ঋণের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে, পুনরায় গণতান্ত্রিকীকরণের পর স্বপক্ষ-বাজার সম্প্রসারণের ক্রমবর্ধমান পর্যায়ে দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণি নিরুৎসাহিত হয়েছে। ভাল দিনগুলোর বৈশিষ্ট্যগুলোই এখন তাদের অসঙ্গতিতে ফেলে দিয়েছে, রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মের সাথে অস্থিরতা এবং দূরবর্তী অধিকারের জন্য অপহরণ হতেও তারা প্রস্তুত।

এই সমস্যা মোকাবেলা করতে প্রথম উপাদান হিসেবে সামরিক একনায়কতন্ত্রে ফিরে যাওয়া ভাল মনে হয়েছে, এবং সেই সময়কে ভাল সময় হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে ব্রাজিলিয়ান ইতিহাসে। এটি এই সময়কালের রাষ্ট্রীয় সহিংসতার মধ্যে চারপাশে নীরবতার নীতি দ্বারা উৎসাহিত হয়, পুনরায় গণতান্ত্রিকীকরণের সময় অভিজাত চুক্তি স্বাক্ষর করার জন্য ধন্যবাদ।

উপরন্তু, বারতি অধিকারের কারণে জাতীয়তাবাদী, আধ্যাত্মিক, এবং জাতিগত-জাতিগত বৈষম্যমূলক পদে সামাজিক উত্তেজনা পুনঃস্থাপন হয়। এটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিরাপত্তাহীনতা অর্জন করে, সমাজের রাষ্ট্রের জন্য দায়বদ্ধ শত্রুদের দমন করেঃ বাম, নারী, সমকামী, কালো, স্বদেশবাসী, এবং যারা পূর্বে নাগালের বাইরে সমাজতান্ত্রিক অবস্থা থেকে বেড়ে উঠেছে। "অন্যান্য" শব্দের মাধ্যমে নিপীড়ন জানিয়ে, এটি বাজারে সামাজিকভাবে অবনমিত হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের বিশেষাধিকার বজায় রাখতে চায়। গভীরভাবে, বারতি অধিকার ধারণা লুলা ও দিলমা প্রশাসনের সাথে মধ্যবিত্তের বিভ্রান্তি ফিরিয়ে দেয়ঃ "অ্যান্টিপটিজম" হল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক হতাশা ব্যক্তিগত নিষ্ঠুরতা ও সহিংসতায় পরিণত হওয়া।

অধিকারের ঘৃণামূলক বক্তব্য তুলে ধরে দরিদ্রদের এবং রাষ্ট্রনীতি হিসাবে শ্রমিক শ্রেণীর ওপর সহিংসতা, যা নৃশংস সংখ্যার মধ্যে অনুবাদিত হয়ঃ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ হতে, যখন সেনাবাহিনীকে রিও ডি জেনেরিও হস্তক্ষেপ করতে বলা হয়, পুলিশ বা সামরিক বাহিনী প্রতি ৬ ঘণ্টায় ১জন লোককে মেরে ফেলে। লক্ষ্য ছিল ফাভেলাসে বাসরত তরুণ কালো পুরুষদের। সহিংসতাকে সহিংসতা দিয়ে আপীলের, কৌশলের অকার্যকারিতা সত্ত্বেও, মধ্যবিত্ত সেক্টরের জন্য আদর্শ হয়ে উঠেছে যেখানে শহুরে নিরাপত্তাহীনতাকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের অক্ষমতা বলে মনে করা হচ্ছে, যা সমাজের যে কোনো খরচের প্রেক্ষিতে প্রতিকার করা হবে।

সাম্প্রতিক নির্বাচনে, ফার রাইটের গৌরবময় প্রার্থী, সাবেক সেনা অধিনায়ক জাইর বলসনারো, প্রভাব বিস্তার করে হাই স্কুল এবং কলেজ ডিগ্রী সহ উচ্চ আয়ের এবং মধ্যবিত্ত ভোটারদের মধ্যে, যখন ফার্নান্দো হাদ্দাদ, শ্রমিক শ্রেণির প্রার্থী, দরিদ্র এবং অশিক্ষিতদের মধ্যে সমর্থন পেয়েছে, যা রাজনৈতিক দাবায় অবস্থান কতটা বিপরীত হল তা প্রকাশ করছে। কিন্তু এখন আমরা ব্রাজিলের রাজনৈতিক অবস্থানে মধ্যে দুটি নতুন উপাদান পর্যবেক্ষণ করতে পারি যা একে অপরের ঘনিষ্ঠ। প্রথমটি হল বলসনারোর সামাজিক বিভাগে উচ্চ কর্মক্ষমতা প্রাপ্তি। দ্বিতীয়টি হল ব্রাজিলের পুনরায় গণতান্ত্রিকীকরণের জন্য অপরিহার্য শ্রেণির মধ্যে গণতান্ত্রিক নিয়মগুলির প্রতি উদাসীনতা ও অসম্মানের বৃদ্ধি। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
লেনা লভিনাস <lenalavinas@gmail.com>
গুইলহার্মে লেইতে গনকাল্ভস
<lguilherme.leite@uerj.br>

> জনগনতন্ত্রবাদ, পরিচয় এবং বাজার ব্যবস্থা

আয়েস বুগরা, বোগাজসি বিশ্ববিদ্যালয়, তুরস্ক

তুরস্কের সাম্প্রতিক মুদ্রা সংকট দেখায় যে কীভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বায়ত্তশাসন রক্ষায় আইন লঙ্ঘনের ফলে অর্থনীতিতে গুরুতর ক্ষতি হতে পারে। ছবিঃ আয়েস বুগরা।

১৯৯০ এর দশক হতে একটি বহুল ব্যবহৃত শব্দ হল "পপুলিজম" যা একটি নতুন ধরনের উদার মতাদর্শ মনোনয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন ও তাদের নেতাদের চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। একচেটিয়া নৈতিক উপস্থাপনায়- যেখানে সকল বিরোধী দলের বৈধতা অস্বীকার করা হল পপুলিজমের মূল বৈশিষ্ট্য এবং গোলমেলে পর্যবেক্ষণের ভিত্তি তৈরি করে যে একটি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার গণতন্ত্রকে হুমকি দিতে পারে। যদিও হুমকি কিস্বরূপ হতে পারে তা বক্তব্যে স্পষ্টত দৃশ্যমান নয় এবং প্রথমে যখন পপুলিস্ট সংগঠনের ক্ষমতার কথা আসে, পপুলিস্ট রাজনীতির বৈশিষ্ট্যগুলো বিভিন্ন বিচ্যুতির মাধ্যমে ধীরে ধীরে একটি গতিশীল প্রক্রিয়ায় আকৃতি পায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে যারা আদর্শগতভাবে গণতন্ত্রকে প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং প্রস্তাবনা এমন হতে পারে যে, পপুলিজমের বৈশিষ্ট্যগুলো আরও ভালভাবে বোঝার জন্য একে বিভিন্ন মতাদর্শের প্রেক্ষিতে চিন্তা না করে প্রক্রিয়া হিসেবে চিন্তা করতে হবে।

> তুরস্কে ডানপন্থী পপুলিজম প্রক্রিয়া

২০০২ সালে তুরস্কে যখন একেপি (ন্যায় বিচার ও উন্নয়ন দল) ক্ষমতায় এলো, নেতারা "রক্ষণশীল গণতন্ত্র" শব্দটি ব্যবহার করেন শব্দটির মতাদর্শিক ভাব বর্ণনার জন্য যেন ইসলামিক অতীত নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি না হয়। এই দলের সংগঠন করেন প্রতিষ্ঠাতারা ইসলামী জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি আন্দোলনের মাধ্যমে এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল জোট সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে যা চালিত হত আরপি (কল্যাণ পার্টি) দ্বারা যা ১৯৯৭ সালে নিজেদের বিরোধী ধর্মনিরপেক্ষ ঝোঁকের কারণে বন্ধ হয়ে যায়। তবু, একেপি নেতাদের দাবি যে, দলের ইসলামপন্থী অবস্থান ত্যাগ করায় দেশ ও বিদেশের অনেক লোকের দৃঢ় বিশ্বাস পেয়েছে। বাজারভিত্তিক অর্থনৈতিক কৌশলের প্রতিশ্রুতিও আশ্বস্ত করে তাদেরকে যারা একেপিকে একটি সাধারণ ডানপন্থী দল হিসেবে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল।

বর্তমানে পপুলিস্ট কেন গণতন্ত্রের জন্য হুমকিস্বরুপ এই শীর্ষক বিতর্কে উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে একেপি এবং এর নেতা এরদোগানকে তুলে ধরা হয়। এই ধারণা পরিবর্তনের জন্য দায়ী মূলত সমাজের বিদ্যমান ধারণা। এই বিদ্যমান ধারণা তৈরি হয় এক প্রতিবাদী বিতর্কের বিরোধী হিসেবে তুলে ধরা হয় কেননা এটি অবলম্বন করে কর্তৃত্ববাদী ধর্মনিরপেক্ষ বাহিনী যা অন্যান্য দেশের সাংস্কৃতির কাছে অস্বাভাবিক এবং দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা নির্বাচিত সরকারেরও বিরোধী।

একেপি, আরপি এর ন্যায় ১৯৯০ এর দশকে, আকৃষ্ট হয়েছে রাজনীতির ভাষায় স্বীকৃতি স্বরূপ ধর্মনিরপেক্ষ রিপাবলিকান শাসনের অধীনে দেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠদের ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থানের প্রতি আহ্বান জানিয়ে। এটা অবশ্যই এমন একটি বিষয় যেখানে পপুলিস্ট বিজয়ীদের ক্ষতিগ্রস্ত হিসেবে আচরণ করতে এবং সংখ্যালঘুকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে উপস্থাপন করে, যেভাবে জ্যান-ওয়েরনের মুলার তাঁর বই *হোয়াট ইজ পপুলিজম?* এ দেখিয়েছেন। যাইহোক, বর্তমান সময়ে মূল রাজনীতি ব্যাপকভাবে বিভাজিত হয় বাম ও ডানপন্থী রাজনীতির মধ্যে, কেউ কেউ একেপির এই উপাদানকে ভবিষ্যৎবানী করেন গণতান্ত্রিক পদক্ষেপ হিসেবে সাংস্কৃতিক পার্থক্য স্বীকৃতির জন্য প্রতিযোগিতামূলক সার্বজনীনতার ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থার বিরুদ্ধে। উপরন্তু, একেপির পদক্ষেপ রাজনীতিকে জানতে আরও বৃহৎ পরিসরে জাতিগত সংখ্যালঘুর কাছে, স্বীকৃতি ও সম্মানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের এযাবৎ কালের সংস্কৃতিক পার্থক্যকে উপেক্ষা করে, অন্তত আলোচনা পর্যায়ে। কিছুক্ষণের জন্য, দলকে জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন বিভাগের সমর্থন উপভোগ করতে এটি সাহায্য করে যেখানে রয়েছে বামপন্থী উদার বুদ্ধিজীবী এবং কিছু কুর্দি নাগরিকদের সহ।

মাত্র এক দশকেরও বেশি সময় পরে, প্রথম একেপি সরকার গঠনের পরে সমস্যাগুলো বুঝতে পারা সম্ভব হল যা বিভিন্ন দলের প্রতি আচরণে অন্তর্নিহিত ছিল। যখন সাংস্কৃতিক পা-

>>

ছবিঃ আয়েস বুগরা।

র্থক্যের স্বীকৃতি উপস্থাপন করা হয় ন্যায় বিচারের কেন্দ্র হিসেবে, শুধু উপস্থাপনা প্রশ্ন সাজানো হয় ন্যায়সঙ্গত একাধিপত্য বৈধকরণে নির্বাচিত দল বা তার দলের দলনেতার, সকল দলের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের উপর।

> অধিকার দ্বারা পরিচয় রাজনীতির ব্যবহার

তুরস্কের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বিকাশের আলোকে, শেরী বারম্যান দ্বারা একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ে ওঠেঃ "পরিচয় রাজনীতি বামের চেয়ে ডানকে বেশি উপকৃত করে কেন?" যেমন ইরিক হবসবাউম ইতোমধ্যে ১৯৯৬ সালে *দা নিউ লেফট রিভিউ* তে তাঁর লেখনীতে সতর্কতা প্রকাশ করেন যে জাতীয়তাবাদী পরিচয় রাজনীতির একমাত্র রূপ যা অধিকাংশ নাগরিকের আপীলের উপর ভিত্তি করে এবং "ডানপন্থী, বিশেষত ক্ষমতায় ডান, সবসময় একাধিপত্যকরণে দাবি রেখেছে"। একেপির এই বিষয়ে, পরিচয় রাজনীতির সফল ব্যবহার অবশেষে জাতীয়তাবাদের একটি রুপের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে যেখানে বিরোধী দল জাতীয়স্বার্থের জন্য হুমকি হিসাবে উপস্থাপন করা হয়। এটি পাওয়া যেতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, ২০১৫ সালের সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে নির্বাচনী প্রচারণার বক্তব্য।

সাংস্কৃতিক পার্থক্যের শৃঙ্খলাহীন পরিবর্তন হতে জাতীয়তাবাদী ভাষা পর্যন্ত, গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন চালু ছিল ধারাবাহিকভাবে তিনটি গণভোটের পরে যা হয় ২০০৭, ২০১০ ও ২০১৭ সালে। আসলে, তুরস্কের ব্যাপারটি আমাদের দেখায় কিভাবে পপুলিজমের যুগ গণভোটেরও যুগ। পপুলিজমের বর্তমান বৃদ্ধি ও গণভোটের বিশ্বব্যাপী পর্যবেক্ষিত লক্ষণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি উপায় হিসেবে উভয়কেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের সাথে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় অসন্তোষের প্রতিফলন হিসেবে। যেমন, তারা উভয়ই উদারভাবে একই উদ্বেগ লালন করে সংকোচহীনভাবে জনপ্রিয় সার্বভৌমত্বের জন্য কাজ করে একটি উপায় হিসেবে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের একটি সিস্টেম দ্বারা। তুরস্কে, গণভোট প্রকৃতপক্ষে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে ক্রমশ আমলাতান্ত্রিক এবং নির্বাহী কর্মকর্তার ওপর আইনি সীমাবদ্ধতা নির্মূলে এবং, পরিণামে, রাষ্ট্রপতি সিস্টেম প্রতিষ্ঠায় যেখানে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির বিশাল সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রয়েছে।

মজার ব্যাপার হল, বৈশ্বিক অর্থনীতি বাজারে দেশের সন্নিবেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়ে গেছে নির্বাচিত শাসকের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সীমিত করার মাধ্যমে। তুরস্কের বর্তমান মুদ্রা সমস্যা কিভাবে আইন লঙ্ঘন ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বায়ত্তশাসনের উপেক্ষা বিনিয়োগকারীর আত্মবিশ্বাসের ক্ষয় করে এবং অর্থনীতির গুরুতর ক্ষতির কারণ হয়। যেহেতু এটি এখন স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে দেশের বিপক্ষে ষড়যন্ত্রকারী বাহিনীর পুনরাবৃত্তি উল্লেখের মাধ্যমে এই সংকট স্বাভাবিক করা যাবেনা, কর্তৃত্ববাদী পপুলিস্ট রাজনীতিবিদদের স্বীকার করতে হতে পারে যে তাদের নিয়মের সাথে অর্থনৈতিক বাজারের নির্ঝঞ্ঝাট কাজের সাথে দ্বন্দ হতে পারে। তাহলে রাজনীতির রাজত্ব এবং অর্থনৈতিক নীতির ক্ষেত্রে আমরা কী ধরনের পরিবর্তন আশা করতে পারি তা এখনও অনিশ্চিত। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
আয়েস বুগরা
<bugray@boun.edu.tr>

> ল্যাটিন আমেরিকায় ডানপন্থী জনগনতন্ত্রবাদ
সমাজ কল্যাণে ব্যক্তি স্বার্থ

রামিরো কার্লোস হাম্বার্ত সিগিয়ানো ব্লাঙ্কো, সাও পাওলো বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রাজিল এবং **নাতালিয়া তেরেসা বেরতি**, ইউনিভার্সিটি অফ রোজারিও, কলম্বিয়া

আর্জেন্টিনায় বিক্ষোভ। ছবিঃ রামিরো কার্লোস হাম্বার্ত সিগিয়ানো ব্লাঙ্কো।

২০০০ সালে পণ্যের বিশাল উৎপাদন ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনা সরকারকে সামাজিক ইন্ট্রগ্রেশন-এর সাথে পুনরায় শিল্পায়নের পলিসি নিতে সক্ষম করেত। এই সরকারগুলি কৌশলগত কোম্পানিগুলিকে পুনরায় জাতীয়করণ করেছিল, আংশিক (পুনরায়) শ্রম বাজারকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। সর্বনিম্ন আয়কে প্রচার করেছিল, জনসাধারণের শিক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছিল এবং মধ্যম শ্রেণীর বৃদ্ধিকে এবং বিশাল জনসংখ্যার দারিদ্র্য বিমোচন। যাইহোক, অর্থনৈতিক পুনর্জাগরন এবং উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ আকর্ষণ করা এই অর্থনীতির অত্যন্ত ঘনীভূত চরিত্র বজায় রেখেছে। একই বছরে আধিপত্য বিস্তারকারীর আবির্ভাব ঘটে এবং আর্জেন্টিনার ক্যাসেরোলেরোস ব্রাজিলের প্যানেলিরোজের (পট-ব্যাঙ্গিং প্রতিবাদকারীরা) দাবি বাদে যেটা ক্রিশ্চিনা ফার্নান্দেজ ডি কারঞ্চার এবং দিলমা রুসেফের জন সমর্থন হারানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং পরবর্তীতে ডানপন্থী পপুলিস্ট সরকার উত্থানেও।

২০০৮ সালের মার্চ-এ আর্জেন্টিনায়, শস্য রপ্তানির সাথে যুক্ত গোষ্ঠীগুলি একটি নতুন ট্যাক্স মড্যুলিটির মুখোমুখি হয়ে বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ শুরু করেছিল যা একটি অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক কৃষি খাত এবং বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা দূর করার লক্ষ্যে ছিল যেগুলো প্রযুক্তিগতভাবে পিছিয়ে ছিল। কৃষি এলাকায় আন্দোলনের সময় এর ব্যাপক স্বীকৃতির ফলে কিছু নগর কেন্দ্রে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়।

এটি বুয়েনস আইরিশের উচ্চ ও মধ্য শ্রেণির সেক্টরের "স্ব-সংগঠিত" বিক্ষোভের ধারাবাহিকতা ছিল, যা অন্যান্য শহরগুলিতে ও বিস্তৃত হয়েছিল। ২০১২ সালের দিকে তারা বিশাল হয়ে ওঠে, তবে ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়।এই বিক্ষোভ, যা # ১৩এস # ৮এন # ১৮এ # ৮এ # ১৩এন এবং # ১৮এফ[১] নামে পরিচিত। বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে যেমন- দুর্নীতি এবং স্বাধীনতার অভাব, সার্বজনীন শিশু ভাতা ইত্যাদি- যা সব রাষ্ট্রপতি এবং ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক আওয়াজ এবং পোস্ট এর সঙ্গে প্রকাশ করা হয়।

মে এবং জুন ২০১৩ সালে ব্রাজিলে, মুক্ত যৌথ পরিবহণের পক্ষে প্রতিবাদ অনুষ্ঠানগুলি তাদের ফোকাস স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং বিশ্বকাপের বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রতিবাদ হয়ে দাড়িয়েছিল এবং জনস্বাস্থ্যের অনিশ্চয়তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ২০১৫ এবং ২০১৬ সালে বিক্ষোভ প্রায় সব বড় ব্রাজিলীয় শহরগুলিতে পৌঁছেছে, এর চরিত্র বদল করেছে এবং প্রেসিডেন্ট ডিলমা রুসেফ এবং ওয়ার্কার্স পার্টি এর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ছিল এবং ২০০২ সাল থেকে প্রচারিত সামাজিক নীতিগুলি উন্নীত হয়। অনেকগুলি দল "অবিলম্বে সামরিক হস্তক্ষেপের" জন্য আহবান করে।

মাঝারি ও উচ্চ শ্রেণীর সামাজিক ফাঁক সংকোচনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে যে উভয় সরকার বিরোধী-চক্রবর্তী নীতিমালা ও শ্রম বাজারের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অর্জনের চেষ্টা করছে। ক্ষুদ্র ও মধ্যম আকারের উদ্যোক্তারা শ্রমিকদের ক্ষমতায়ন প্রত্যাখ্যান করে এবং বেতনভোগী শ্রেণিগুলি নিবন্ধনহীন দাসীদের অধিকার হারাতে অস্বীকার করে। একই সাথে, তারা ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের দুর্নীতির সাথে সামাজিক নীতির সাথে জড়িত। তারা অলসতা বা দক্ষতার অভাব থেকে প্রবাহিত ব্যক্তিগত ব্যর্থতা হিসাবে সামাজিক বৈষম্যের স্বাভাবিকীকরণ এবং দারিদ্র্য বৈধকরণের জন্য "মেধা তন্ত্রের তত্ত্ব" সৃষ্টি করেছিল। এটি "সমৃদ্ধির ধর্মতত্ত্ব" এর সাথে সম্পৃক্ত যার মাধ্যমে পেন্টেকোস্টাল গীর্জা বলে যে কারো প্রচেষ্টা ঈশ্বরের দ্বারা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়, সেই সাথে

>>

"উদ্যোক্তা" বিষয়টির সাথেও।

মৌলবাদকে উপলব্ধি দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যেখানে একটি উদ্ভূত সত্য রয়েছে যা বিতর্কের সম্ভাবনাকে অবৈধ করে দিয়েছে। অ্যান্টি-কমিউনিস্ট মৌলবাদ এন্টিভ্যাভিসমোর উদ্দীপনায় আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলে পুনর্বার জন্মেছিল। এখন হুমকি হল "ভেনেজুয়েলারাই-জেশন" এবং "বলিভারিয়ানিজম" সাধারণভাবে "ওয়েস্টার্ন পুঁজিবাদ" এবং "ঐতিহ্যগত পরিবার" এর ভিত্তি ভেঙ্গে ফেলার যে কোন প্র-চেষ্টা হিসাবে বোঝা যায়। কমিউনিস্ট মৌলবা-দীরা সামাজিক ও লিঙ্গ বৈষম্যের হ্রাসকে বিরোধিতা করে, যা ব্রাজিলের গরিব, নারীবাদী, গে এবং নিগ্রোদের আর্জেন্টিনায় এবং আর্জে-ন্টিনায় ভিলারো (শানাদার বাসিন্দাদের) ঘৃণা করে, যাদের সকলকে অযোগ্য, অজ্ঞান বলে অভিযুক্ত করা হয়।

এটি অস্ট্রিয়াল স্কুলের উত্তরাধিকার সূত্রে উদারপন্থী মতাদর্শের জনপ্রিয়তার দরজা খুলে দিয়েছে, যা ব্রাজিলের সামাজিক গবেষক কারপানা ব্যাখ্যা করেছেন, দুটি স্তম্ভের দ্বারা সমর্থিত: "সর্বনিম্ন রাষ্ট্র" এবং প্যাক্ট সান্ট বান্দা যা সব অধিকারগুলি "স্বাধীনভাবে" দলগুলোর দ্বারা সম্মত হয়। সেখানে থেকে, একটি সরলী-কৃত "সুয়ই জেনারিস ডিকোটিমি" প্রতিষ্ঠিত হয় যেটা বলে যে: বাম-রাষ্ট্র বনাম ডানপন্থী-বাজার- স্বাধীনতা। প্রথম ক্রমটি "সমতা "কে হুমকি হিসাবে মনে করে, দ্বিতীয়টি স্বাধীনতার ধারণাটি "রাষ্ট্রের অনুপস্থিতি" হিসাবে মনে করে।

ব্রাজিলের সমাজবিজ্ঞানী কামিলা রোকা বলেন, ঘৃণার বিকাশাত্মক শাসন প্রতিষ্ঠার সাফল্য বিশ্লেষণ ও গণতান্ত্রিক সংলাপের সম্ভা-বনাকে বাধা দেয়, তা নতুন প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম এর কার্যকর ব্যবহার দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এবং হেজেমোনিক মিডিয়াগুলি যেমন ধারনাগুলি গ্রহণ করেছে তেমনি এনজিও এবং রাজনৈতিক দলগুলি ঐতিহ্যগত রাজনৈতিক সংগঠনের অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে।

সুতরাং, উভয় দেশের গণতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন (১৯৮৩ সালে আর্জেন্টিনা, ১৯৮৬ সালে ব্রাজিল) যুদ্ধে পরাভূত হওয়া সংগ্রামের বিরুদ্ধে ঐক্যমত্য পৌঁছেছিল: মানবাধিকারের লড়াই এবং সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এবং এই ঐক্যমত্য সমাজে উচ্চ মাত্রার স্বেচ্ছা-সেবীতার সাথে, মিথ্যা মৌলিক নীতি, ভুল সরলতা, এবং অবিরাম "ভুয়া খবর" হিসেবে স্থাপিত হয়েছিল। ■

[১] বিশেষভাবেঃ ১৩ সেপ্টেম্বর এবং ৪ নভেম্বর, ২০১২; ১৮ এপ্রিল, ৮ আগস্ট, এবং ১৩ নভেম্বর, ২০১৩, এবং ৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১৪।

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
হাম্বার্ত সিগিয়ানো ব্লাস্কো
<ramirocaggianob@gmail.com>
নাতালিয়া তেরেসা বেরতি
<natalia.berti@urosario.edu.co>

> মৌলবাদী জাতীয়তাবাদ

পোল্যান্ডে নতুন প্রতিরোধ সংস্কৃতি?

জাস্টিন কাজা, রোকলে বিশ্ববিদ্যালয়, পোল্যান্ড

২০১১ সালে পোল্যান্ডের ওরশোতে জাতীয়তাবাদী দলের আয়োজনে মার্চের স্বাধীনতা দিবস। উইকিপিডিয়া, ক্রিয়েটিভ কমন্স।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অনেক দেশে সমাজবিজ্ঞানী ও গণতান্ত্রিক নীতি নির্মাতাদের জন্য জাতীয়তাবাদী ও ডানপন্থী পপুলিস্ট দলগুলির ক্রমবর্ধমান সমর্থন উদ্বেগের বিষয় হয় দাঁড়িয়েছে। পোল্যান্ডে, মৌলবাদী জাতীয়তাবাদী সংগঠন ২০১৫ সাল থেকে দৃশ্যমান হয়েছে। যখন ডানপন্থী রক্ষণশীল ল' ও জাস্টিস (পিআইএস) পার্টি সংসদীয় নির্বাচনে জয়লাভ করেছিল। জাতীয়তাবাদী ডিস্কোর্সগুলোর ঐরকম বৃদ্ধি ইউরোপ এবং অন্যান্য জায়গায় দেখা যায়, যেখানে পপুলিস্ট মৌলবাদী ডান দলগুলি অভিবাসন এবং সার্বভৌমত্বের মতো বিষয়গুলি জোরদার করে ভোটারদের আকর্ষণ করে।

পোল্যান্ডে মৌলবাদী জাতীয়তাবাদ বর্তমানে কি প্রকাশ করে? "গ্রেট পোল্যান্ড" এর জন্য লড়াই করার অর্থ কী? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি পোল্যান্ডে জাতীয়তাবাদী সংগঠনের সদস্যদের সাথে একটি গবেষণা করি। আমি তাদের জীবনযাত্রার পদক্ষেপসমুহ সংগঠিত করার পাশাপাশি তাদের উদ্দেশ্য এবং বিশ্বব্যাপী দৃষ্টিভঙ্গিগুলি চিহ্নিত করার জন্য জীবনীসংক্রান্ত সাক্ষাতকার গ্রহণ করেছি।

জাতীয়তাবাদীরা কীভাবে নিজেদের এবং তাদের কার্যকলাপ বর্ণনা করে তার উপর ভিত্তি করে আমরা চারটি প্রধান বিভ্রান্তিকর বিভাগ দেখতে পাচ্ছি। প্রথমত, তারা নিজেদেরকে দেশপ্রেমিকদের নতুন প্রজন্মের শিক্ষক হিসেবে দেখে, যারা পোলিশ ইতিহাসকে জানেন এবং এর সঠিক রাজনৈতিক সংস্করণকে উন্নীত করেন। দ্বিতীয়ত, তারা রীতি এবং ক্যাথলিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে পোলিশ পরিচয় রক্ষাকারী এবং পরিচয় নির্মাতা ও বটে। তৃতীয়ত, জাতীয়তাবাদীরা পদ্ধতি-বিরোধী কর্মী যারা "সিস্টেম" এর প্রতিবাদী, যা ব্যাপকভাবে ইইউ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা, ১৯৮৯-এর পরের রাজনীতি এবং উদার মিডিয়া হিসাবে বোঝা যায়। চতুর্থত, তারা নিজেদেরকে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে যুক্ত নাগরিক হিসেবে উপস্থাপন করে, যারা পোলিশ সমাজের অধিকাংশের তুলনায় যত্নশীল এবং সম্ভাব্য হুমকি সম্পর্কে সচেতন।

তাদের সাংগঠনিক ওয়েবসাইটগুলিতে প্রকাশিত তাদের বিবরণ এবং উপকরণগুলির বিশ্লেষণের ভিত্তিতে, এটি বলা যেতে পারে যে পোল্যান্ডের সমসাময়িক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন একটি সাম্প্রতিকতম সামাজিক আন্দোলন যা উদারতাবাদ এবং ঐতিহ্যকে পরিণত করে। এটি একটি বিশেষ ধরনের পাল্টা সংস্কৃতি হিসাবে দেখা যেতে পারে: বিরোধী উদার (উদার-বাম পন্থী জ্ঞানতত্ত্ব এবং রাজনীতির অনুভূত প্রভাবের উপর ভিত্তি করে), সংস্থান বিরোধী, ইইউ বিরোধী এবং হেটেরোজেনাস বিরোধী। ১৯৬০-এর দশকের পাল্টা সংস্কৃতি প্রগতিশীল স্লোগানগুলির উপর ভিত্তি করে ছিল, যা আমরা এখন পালন করছি তা (অসম্ভব) অতীতে পরিণত হয়েছে, যা তখন থেকেই ঘটে যাওয়া সমস্ত পরিবর্তনগুলির কথা বিবেচনা করা কঠিন। এই পাল্টা কাঠামো

>>

আরও স্পষ্ট করে তোলে যে সরকার (পিআই-এস) এটির অংশ বলে মনে হচ্ছে। আরেকটি সমস্যা হল অতীতের/ঐতিহ্যগত ক্রমটির কঠোর পরিশ্রমের ব্যর্থতা, যা এটি ফেরত চাইবে: এটি অতীতের রেফারেন্সের পরিবর্তে এক ধরনের বিমূর্ত ধারণা হিসাবে কাজ করে। সমসাময়িক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও একটি বিরোধী-পদ্ধতিগত আন্দোলন যা ১৯৮৯ সালের পর রাজনৈতিক শ্রেণী এবং বাস্তবের অভাব, গভীরভাবে রূপান্তরের চ্যালেঞ্জ করে। (ডি-কমিউনিকেশন এর অভাব এবং জাতীয় অভিজাতদের রাজনৈতিক অভিজাতে সহজ রূপান্তর)। আন্দোলনের অংশগ্রহণকারীরা অর্থ-নীতির পরিবর্তে সংস্কৃতি, পরিচয় এবং রাজনী-তির সাথে যুক্ত। তারা মনে করে যে (১) ইউ-রোপীয় সভ্যতা ও পোলিশতার ভিত্তি গড়ে তোলার মানগুলির(জাতি, ধর্ম, ঐতিহ্যগত পরিবার, ইতিহাস) প্রতি হুমকির অনুভূতি; (২) দৃঢ় বিশ্বাস যে রাজনৈতিক দৃশ্যটি ভণ্ডামিতে পরিপূর্ণ; (৩) তারা দোষী সাব্যস্ত করে যে পো-ল্যান্ড তাদের সার্বভৌমত্ব সীমিত করেছে ফেলেছে।

সত্যিকারের দ্বৈততার পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তবে দেখা যায়: সর্বাধিক সাধারণ স্তরে, বিশ্বের সবকিছু "ভাল" এবং "মন্দ" তে বিভক্ত হয় (সারণী ১ দেখুন)। "ভাল" পাশে সংগঠনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মান: ইউরোপীয় সভ্যতা, ধর্ম (খ্রিস্টান), জাতি, এবং পরিবার। ভ্যালু ঐতিহ্য, সম্প্রদায়, এবং নৈতিক আদর্শের রেফারেন্স বর্ণিত হয়।তারা স্থানীয়, প্রাকৃতিক, শাশ্বত, এবং অতএব, বাস্তব বলে মনে করা হয়। উপরন্তু, আমরা দুটি অবিচ্ছেদ্য জোড়া বিভাগ (১) পোলিশ জাতি এবং ক্যাথলিক বিশ্বাস এবং (২) ইউরোপীয় সভ্যতা এবং খ্রি-স্টানত্বকে পর্যবেক্ষণ করতে পারি যা পোলিশ জাতীয়তাবাদে ধর্মের কেন্দ্রীয়তাকে চিত্রিত করে। "মন্দ" পাশে যা প্রভাব বিস্তার করে তা হল উদারতাবাদ, যা ঐতিহ্যগতভাবে বিশ্বব্যা-পী বৈপরীত্য হিসাবে দেখা যায় এবং ইউরো-পীয় ইউনিয়নের সাথে এটি চিহ্নিত করা হয়। বস্তুবাদ, আপেক্ষিকতা, এবং সমতাবাদ সহ একসাথে, উদারতা পূর্বের সিস্টেমকে ধ্বংস করে এবং সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে। "ভাল" বিভাগগুলির বিপরীতে, "মন্দ" উদ্ভাবিত হয় এবং বাহ্যিক শক্তি/গোষ্ঠী দ্বারা "বাধ্য" হয়। এই বাস্তবতাতে, রাজনৈতিক শ্রেণী, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, সমকামী, এবং উদ্বাস্তু প্রধান শত্রু হয়ে ওঠে। তারা বৈশিষ্ট্য এবং ঘটনাকে ক্ষতি-কারক বলে মনে করে, কারণ তারা একটি একক, একত্রিত এবং সার্বভৌম জাতির দৃষ্টিভ-ঙ্গিকে হুমকি দেয়।

মৌলবাদী জাতীয়তাবাদ দুটি প্রধান আবেগের উপর নির্ভর করেঃ অনিশ্চয়তা এবং গর্ব। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এবং সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গগুলিতে জাতীয়, ইউরোপীয় এবং বৈশ্বিক পর্যায়ে চলমান পরিবর্তনগুলি বিবেচনায় নেওয়া, অনিশ্চয়তা একধরনের সাধারণ অনুভূতি এবং জাতীয়তাবাদী হওয়ার যথেষ্ট শর্ত নয়। যাইহোক, বিশ্বের দ্বিমুখী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে যুক্ত মৌলবাদী জাতীয়তাবাদী ডিসকোর্স দৈনন্দিন সমস্যার উত্তর হিসাবে উপস্থিত হতে পারে, যার মধ্যে একটি উপযুক্ত চাকরি, বাস-স্থান এবং জীবনযাত্রার মান বজায় রাখা অন্তর্ভু-ক্ত। বিপজ্জনক শরণার্থী কতৃক তাদের সংস্কৃ-তির উপর প্রভাব বিস্তার এবং সামাজিক আবাসস্থল এবং কর্মক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রন গ্রহণ; সং-খ্যালঘু শিশুদের যৌন নির্যাতন; আন্তর্জাতিক কর্পোরেশন পোলিশ শ্রমিকদের শোষণ; এবং উদারপন্থী পোলিশ ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে ইচ্ছাকৃতভাবে আক্রমণ করা পোলিশ সমাজের কিছু অংশ দ্বারা ভালভাবে গ্রহণ করা হয়।

এই ধরনের ডিসকোর্স সহজ উত্তর দেয় এবং কঠিন রেফারেন্স পয়েন্ট নিয়ে আসে যা উদ্ভাবিত শত্রুদের বিপর্যস্ত করে এটা অনিশ্চ-য়তার বোঝার সাথে মোকাবিলা করে। জাতী-য়তাবাদ জাতীয় গর্বের বিষয়: পৃথিবীতে পো-ল্যান্ডের আধা-পেরিফেরাল অবস্থানের বিরুদ্ধে

সারণি ১ঃ জাতীয়তা আন্দোলনের আলোচনায় বাস্তব সম্মত দ্বৈত পর্যায়

ভাল প্রথা, গোষ্ঠী ও শৃঙ্খলা	***মন্দ*** প্রগতিশীলতা, স্বার্থপরতা ও অনুৎপাদনশীলতা
ইউরোপীয় সভ্যতা (বাস্তব, স্থায়ী, মূল ধারা)	***প্রগতিশীল গণতন্ত্র*** (শাসন হিসেবে ইইউ সর্বগ্রাসী, প্রতিকূলতা, অদ্ভুদ, অসত্য, ঝুঁকি)
চিরায়ত খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ (ক্যাথোলিক বিশ্বাস, নৈতিকতার উৎস, স্বাভাবিকতা)	***এনলাইটমেন্টের মানবাধিকার ও অপেক্ষবাদ*** (কৃত্রিমতা, নিরপেক্ষ সত্যের অভাব)
জাতীয় সম্প্রদায় (সমস্থ সংগঠন ,স্তরবিন্যাস, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, শৃঙ্খলা)	***কসমোপলিট্যান নৈরাজ্য ও সাম্যবাদ*** (বস্তুবাদ, পৌরাণিক / উদ্ভাবিত সমতাবাদ, সম্প্রদায় ও ক্রম বিচ্ছিন্নকরণ)
চিরাচরিত পরিবার (স্বাস্থ্য, সম্প্রদায়)	***সম্পর্কের উদার / বাম-পন্থী মডেল*** (রাজনীতিবিদ, মিডিয়া, নারীবাদী, সমকামী লবি; অসুস্থতা, পতন, ক্ষতিকারকতা)

উৎসঃ পোলিশ সকল তরুণ প্রতিনিধি, পোল্যান্ডের জাতীয় পুনর্জন্ম, এবং ২০১১-১৫ এ ন্যাশনাল-রেডিকাল শিবিরের ৩০ টি জীবনীসংক্রান্ত বিবরণী সাক্ষাতকার বিশ্লেষণ এবং তাদের অফিসিয়াল সাংগঠনিক ওয়েবসাইটে প্রকাশিত উপকরণ।

>>

পোল্যান্ড এর ওয়ারশতে ২০১৫ সালে জাতীয়তাবাদী বাহিনী দ্বারা আয়োজিত স্বাধীনতা দিবসের মার্চ। ছবি ড্রাবিক/ফ্লিকার। স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত।

প্রতিবাদ করার মাধ্যমে এই অনুভূতি প্রকাশিত হয়। অনুরূপভাবে, আইন ও বিচারপতি ভোটারদের উপর মসিজ গুদুলার গবেষণায় দেখা যায়, প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদ হল পোল্যান্ডের প্রতীকী অর্থ এবং "ঘুরে দাঁড়ানো"। অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করা এবং ঐতিহাসিকভাবে সচেতনতা কঠিন জাতীয়তা গড়ে তুলতে দৃঢ় প্রয়োজন রয়েছে।

পোলিশ সমাজ কি জাতীয়তাবাদী কাউন্টারকালচার তরঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করবে? একদিকে, এটি বলা যেতে পারে যে মৌলবাদী জাতীয়তাবাদ শীঘ্রই তার সমর্থন হারাতে যাচ্ছে না এবং এটি কতটা অন্যান্য ডিস্কোর্স প্রতিস্থাপন করতে পারে এবং সমকালীন বিশ্বের জটিলতার সহজেই ব্যাখ্যা করতে পারে তা বোঝা কঠিন। আরো কি, জাতীয়তাবাদী সংগঠন ১১ ই নভেম্বর ২০১৮ এর স্বাধীনতা দিবসের মার্চ মাসে পোলিশ সরকারের সাথে একত্রিত হয়েছিল, যা দেখায় যে রাজনৈতিক সুযোগ কাঠামো তাদের বিকাশের পক্ষে উপযুক্ত। অন্যদিকে, বিরোধী পক্ষীয়, উদার ও বামপন্থী বিশ্বব্যাপী প্রতিনিধিত্বকারীরা, কম অনুকূল রাজনৈতিক প্রসঙ্গে সত্ত্বেও, পোলিশ সমাজে এখনও মনোযোগী এবং সক্রিয়। তাদের ক্রমাগত প্রাসঙ্গিকতার সাম্প্রতিক লক্ষণগুলির মধ্যে একটি হল স্থানীয় নির্বাচনের ফলাফল: যদিও সাধারণত পিআইএস আঞ্চলিক সরকারগুলিতে সর্বোচ্চ সংখ্যক আসন পেয়েছে, পোল্যান্ডের বৃহত্তম শহরগুলির অধিবাসীরা আরো উদারপন্থী প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছে। পরবর্তী কয়েক বছরে আমরা যা আশা করতে পারি তা হল ক্রমশ জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা জনসাধারণের ডিসকোর্সকে গ্রহন করার পরিবর্তে সাংস্কৃতিক ডিস্কোর্সগুলোর মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা এবং দ্বন্দ্ব।■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
জাস্টিন কাজা <juskajta@gmail.com>

> মেরি জাহোদা
অসামান্য অনুপ্রেরণার উৎস

জোহান বাচার, জোহানেস কেপলার ইউনিভার্সিটি লিন্জ, অস্ট্রিয়া, **জুলিয়া হোফম্যান**, লেবার ভিয়েনা চেম্বার ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া এবং **জর্জ হাবম্যান**, জাহোদা বাউয়ের ইনস্টিটিউট, অস্ট্রিয়া

১৯৩৭ সালে মেরি জাহোদা। স্বত্বঃ এজিএসও (আর্কাইভ ফর দি হিস্ট্রি অফ সোশিয়লজি ইন অস্ট্রিয়া)।

২০১৭ সালে, বর্তমান নিবন্ধের লেখক বিখ্যাত অস্ট্রিয়ান সামাজিক বিজ্ঞানী মেরি জাহোদার অদক্ষ অজানা ডক্টর থিসিস সম্পাদন, অর্থায়ন এবং উপস্থাপনায় জড়িত ছিলেন। যিনি কার্লের তত্ত্বাবধানে ১৯৩১ সালের শেষের দিকে তাঁর গবেষণা সমাপ্ত করেন। ১৯৩২ সালে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণাটি অনুমোদিত করে। গবেষণাটি ভিয়েনার তথাকথিত ভার্সুরংশাসারের বাসিন্দাদের সাথে ৫২ গুণগত সাক্ষাতকারের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছিল, যা দরিদ্র ও অসুস্থ ব্যক্তিদের জন্য এক ধরনের বৃদ্ধাশ্রম ছিল। এটি ছিল শ্রমজীবী মানুষের জীবনী তথ্য ব্যবহার করার প্রথম পরীক্ষামূলক অভিজ্ঞতা। সাক্ষাৎকার এবং গবেষণাপত্র উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে শ্রমিক শ্রেণির অত্যাচারমূলক জীবনযাত্রার উপর একটি চিত্তাকর্ষক দৃষ্টি দেয়।

একযোগে, জাহোদা জড়িত ছিলেন বিখ্যাত গবেষণায় "মেরিথানাল: একটি বেকার সম্প্রদায়ের সমাজবিজ্ঞান", যা তিনি পল লাজার্সফেল্ড এবং হ্যান্স জিসেলের সহযোগিতায় লিখেছেন। ১৯৩২ সালের গ্রীষ্মকালে তিনি এই প্রতিবেদনের প্রধান অংশ লিখেছিলেন।

১৯৩৭ সালে, অস্ট্রেরাফ্যাসিস্ট শাসন তাকে কয়েক দিনের নোটিশ দিয়ে অস্ট্রিয়া ছাড়তে বাধ্য করে, তার জোরপূর্বক প্রস্থান কারাদন্ড। ১৯৩৪ সাল থেকে সামাজিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে তাঁর যোগসূত্র অস্ট্রোফ্যাসিস্ট শাসন দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ তাকে পালাতে সক্ষম করেছে।

জাহোদা প্রথমে গ্রেট ব্রিটেনে স্থানান্তরিত হন, যেখানে সে বেশ কয়েকটি প্রয়োগযোগ্য গবেষণামূলক প্রকল্পে জড়িত ছিল, যার মধ্যে উচ্চ বেকারত্বের সাথে ওয়েলশ খনির অঞ্চলের একটি জীবিকা উতপাদন প্রকল্পের গবেষণা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৪৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যাওয়ার পর তিনি আমেরিকান ইহুদি কমিটির গবেষণা বিভাগে একটি পদ লাভ করেন। যেখানে তিনি বেশ কয়েকটি পরীক্ষামূলক গবেষণা সম্পন্ন করেছিলেন। ১৯৪৭ সালের শেষ দিকে, তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত সামাজিক গবেষণা ব্যুরোতে চলে যান এবং রবার্ট কে মার্টন-এর সাথে একটি সফল সহযোগিতা শুরু করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি সহযোগী অধ্যাপক এবং ১৯৫৩ সালে নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের সোশ্যাল সাইকোলজি বিভাগের পূর্ণ অধ্যাপক হন। ১৯৫৮ সালে তিনি ব্যক্তিগত কারণে গ্রেট ব্রিটেনে ফিরে যান এবং ব্রুনেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন; ১৯৬৫ সালে তিনি সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সোশ্যাল সাইকোলজি বিভাগের পূর্ণ অধ্যাপক হিসাবে প্রতিষ্ঠাতা পদ গ্রহণ করেন। জাহোদা ২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যু বরণ করেন। অস্ট্রিয়ার তার দেশ দেশে, তাঁর অসাধারণ সাফল্যগুলি ১৯৮০-এর দশকের শেষের দিকে তার জীবনে খুব দেরি হয়ে গেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি অস্ট্রিয়ায় ফিরে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কোন চাকরির প্রস্তাব পান নি।

মেরি জাহোদা ২৫০ টিরও বেশি প্রকাশনা লেখক, বিভিন্ন ক্ষেত্রকে আচ্ছাদিত করেছেন: কর্মসংস্থান এবং বেকারত্ব; মনোভাব এবং মনোভাব পরিবর্তন, বিশেষ করে ইহুদি বিদ্বেষ সংক্রান্ত; সাদৃশ্য এবং কর্তৃত্ববাদ; জনস্বাস্থ্য; গবেষণা পদ্ধতি এবং পদ্ধতি; এবং মন:সমীক্ষণ। বিশিষ্ট জার্নালগুলিতে তার বিশাল সংখ্যক পর্যালোচনাগুলি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রগুলিতে তার গুরুত্বপূর্ণ আগ্রহ প্রকাশ করে।

> আমরা মারি জহোদা থেকে কি শিখতে পারি

সামাজিক বিজ্ঞানী এবং রাজনৈতিকভাবে জড়িত নাগরিক হিসাবে, আমরা তার বৈজ্ঞানিক কাজ এবং জীবনী থেকে কী শিখতে পারি? প্রথমত, লেখক হিসাবে আমরা আমাদের বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড উল্লেখ করতে চাই। আমাদের মধ্যে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের সম্পূর্ণ অধ্যাপক, অন্য একজন চিন্তাবিদ্যার সাথে জড়িত, এবং তৃতীয় জনের অস্ট্রিয়ান চেম্বার অব লেবারে পদস্থ। আমরা বয়স এবং লিঙ্গের দিক থেকে ভিন্ন। আমরা আমাদের পটভূমির নির্দিষ্ট দিকও শেয়ার করি। আমরা তিনজন একই বিশ্ববিদ্যালয়ে সোশ্যাল সায়েন্স (সমাজবিজ্ঞান ও অর্থবিজ্ঞান) অধ্যয়ন করেছি, এবং আমরা সবাই সামাজিক সমস্যার সমাধান এবং সামাজিক বৈষম্য হ্রাস করতে সাহায্য করতে চাই।

প্রথম উপসংহারে আমরা জাহোদার বৈজ্ঞানিক কাজ এবং জীবনী থেকে আঁকতে চাই যে, আমাদের মানুষের বাস্তব জীবনের সমস্যাগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত। তার মানে জনগণের সামাজিক

>>

সমস্যাগুলির সাথে ব্যক্তিগতভাবে জড়িত হওয়া। জাহোদার জীবনী অনেক ভাল উদাহরণ দেয়। এই প্রবৃত্তি গবেষণা উদ্দীপিত করে, যেমন জাহোদা তার পদ্ধতিগত কাজে তীব্র প্রতিক্রিয়াশীল, এবং সামাজিক ঘটনাগুলির আরও ভাল বোঝার জন্য এবং এমনকি এটি সমাধান খুঁজে দিতে পারে। জাহোদা জোর দিয়ে বলেন যে বিমূর্তে উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন সামাজিক সমস্যাগুলি সংজ্ঞায়িত ও সমাধান করার জন্য সর্বদা কার্যকর নয়। এই আবেদন নতুন নয় এবং জহোদাকে নির্দিষ্ট নয়। আমরা সবাই জানি, এটি উত্তর দেওয়ার পক্ষে সহজ নয়।

দ্বিতীয়ত, আমরা জাহোদা থেকে শিখি যে সামাজিক সমস্যা এবং সামাজিক বৈষম্যগুলির বিশ্লেষণের জন্য অনেক বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রের আগ্রহ এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলা থেকে সহকর্মীদের সহযোগিতা প্রয়োজন। আন্তঃশাস্ত্রীয় প্রতিযোগিতা অসহায়ক, কারণ বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্র দ্বারা সামাজিক সমস্যাগুলি ভাগ করা সম্ভব নয়। মারি জাহোদার কাজ কোন বৈজ্ঞানিক সীমানা জানত না, তার আন্তঃশাস্ত্রীয় ফোকাস বিশেষ করে সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে। তার অ-হ্রাসকারী সামাজিক মনোবিজ্ঞানের ধারণাটি তার ভাষায় সামাজিক বাস্তবতা,সামাজিক কাঠামো সংযোগ এবং ব্যক্তিত্ব অভিহিত করার জন্য ফলপ্রসূ। (যথাক্রমে, সমাজবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান)। অ-হ্রাসকারী সামাজিক মনোবিজ্ঞানের কাজ হল সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কোন অভিজ্ঞতাগুলি, কীভাবে তাদের ব্যাখ্যা মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করে এবং তদ্বিপরীত ,এটা বিশ্লেষণ করা। জহোদার চাকরির পাঁচটি গোপন কর্মকাণ্ডের ধারণা এখনও এই সংযোগটির একটি চমৎকার উদাহরণ। ধারণাটি মনে করে যে সামাজিক প্রতিষ্ঠান কর্মসংস্থান হিসাবে এমন নির্দিষ্ট ধরণের অভিজ্ঞতা সরবরাহ করে যা মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণ করে। কর্মসংস্থান (১) দিন গঠন করে; (২) মানুষকে সক্রিয় করে; (৩) তাদের ব্যক্তিগত পরিবারের বাইরে মানুষের সামাজিক দিগন্ত বিস্তৃত করে; (৪) উচ্চতর যৌথ উদ্দেশ্য অবদান রাখে; এবং (৫)সামাজিক পরিচয় এবং স্থিতি প্রদান করে।

অন্তত পশ্চিমা দেশগুলিতে, সামাজিক পরিবর্তনের বিশ্লেষণে এই পাঁচটি গোপন কাজ এবং মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলির সাথে সম্পর্কগুলি এখনও গুরুত্বপূর্ণ এবং দরকারী। আমাদের নিজেদেরকে আরও কত ঘন ঘন জিজ্ঞাসা করা উচিত কি পরিমাণ এবং কোন গোষ্ঠীর কিছু সামাজিক বিকাশ এই মৌলিক চাহিদাগুলি লঙ্ঘন করে। জাহোদার পদ্ধতিগত নীতি অনুসারে, এই ধরনের বিশ্লেষণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা এবং তাদের চাহিদাগুলির উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত। এটা মনে রাখা যে আমাদের বিশ্লেষণ প্রাণবন্ত এবং আমাদের ফলাফল আরো বিশ্বাস জনক করা (*গ্লোবাল ডায়ালগ ৮.২* তে চিন্তা ধারা বিষয়ে আলোচনা দেখুন)। আমাদের ফলাফল বৃহত্তর শ্রোতা খুঁজে পাবে এবং জনসাধারণের আলোচনার উদ্দীপনা পাবে (সকলেই একমত হবে না!)।

পরিশেষে, আমাদের বিশ্লেষণ মানবতার উন্নয়নের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত। আমাদের মতে, সামাজিক বিজ্ঞান সম্প্রতি কেন সমাজে আমাদের মানবতার বিকাশকে বাধা দেয় তার প্রশ্নে মনোনিবেশ করেছে। এই বিশ্লেষণগুলি যখন আমাদের বিশ্বব্যাপী সমাজগুলির গুরুতর ও বৈচিত্র্যময় সামাজিক সমস্যাগুলির মুখোমুখি হয় তখন তাৎক্ষণিকভাবে

১৯৩২ সালে মেরি জাহোদার পিএইচডি গবেষণার প্রচ্ছদ। যা সম্প্রতি ২০১৭ সালে স্টুডিয়েন্ট ভারল্যাগ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছেঃ Marie Jahoda Lebensgeschichtliche Protokolle der arbeitenden Klassen 1850-1930 [শ্রমজীবী মানুষের উপর মেরি জাহোদার লেখা জীবন ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, ১৮৫০-১৯৩০], সম্পাদনায় জোহান বেচার, অলট্রাউড ক্যানোইয়ার-ফিনস্টার, ও মেইনরাদ জিয়েংলার।

নেতিবাচক বা হতাশাজনক নির্ণয়ের কারণ হয় এবং সামাজিক নেতিবাচক হিসাবে এই ধরনের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের পরিচয়ের অংশ হয়ে উঠেছে। জাহোদা অনুসরণের পর,

আমাদের বাস্তব গবেষণায় একদিকে আমাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করা উচিত এবং অন্যদিকে আরো আশাবাদী মনোভাব বিকাশ করা উচিত। এটি নিউওলিবারাল চিন্তা ট্যাংকগুলির ক্রমবর্ধমান প্রভাবের সময়ে বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক বক্তব্যের ক্ষেত্রে একাডেমিক দক্ষতার ভূমিকা শক্তিশালী করতে সহায়তা করবে। আমাদের বিশ্লেষণগুলি অবশ্যই নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে: আমাদের মানবিক বিকাশের জন্য আমাদের কী সামাজিক শর্ত পূরণ করা উচিত? ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ

জোহান বাচার <johann.bacher@jku.at>
জুলিয়া হোফম্যান <Julia.HOFMANN@akwien.at>
জর্জ হাবম্যান <georg.hubmann@jbi.or.at>

> পর্তুগালে শ্রমিক সম্পর্ক এবং সামাজিক সংলাপ

এলিসিও এস্তানকুই, ইউনিভার্সিটি অফ কইম্ব্রা, পর্তুগাল এবং শ্রমিক আন্দোলন (আরসি ৪৪) ও সামাজিক শ্রেণী ও সামাজিক আন্দোলন (আরসি ৪৭) সম্পর্কিত আইএসএ গবেষণা পরিষদের সদস্য এবং **এন্তোনিও কাসিমিরো ফেরেইরা,** ইউনিভার্সিটি অফ কইম্ব্রা, পর্তুগাল।

লিসবনের রাস্তায় দেওয়াল চিত্র প্রকাশ করছে ১৯৭৪ সালের ২৫ এপ্রিলের গোলাপী বিল্পবকে। চিত্রঃ কিম্বল ইয়াং, ক্রিয়েটিভ কমন্স।

পর্তুগাল একটি অর্ধ-সীমান্তবর্তী দেশ যা ১৯৭৪ সালে দীর্ঘ সময়ের স্বৈরতন্ত্রের (১৯২৬ সালে শুরু হওয়ার পর) মধ্য দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়েছিল। ১৯৩৩ সালের সংবিধান অনুযায়ী স্বৈরাচারী "এস্তাদো নভো" (নতুন রাষ্ট্র) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা ফ্যাসিবাদী কর্পোরেটিজমের আদর্শগত ভিত্তি স্থাপন করে যেটা শ্রমিক সংগঠনগুলির উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বৈধ করে দেয় এবং শ্রমিকদের সহিংস নিপীড়নের উপর নির্মিত হয়।

শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিরোধ ক্ষমতা অনিয়মিতভাবে এবং অসংহতভাবে ৪৮ বছরের স্বৈরাচারী শাসন আমল ধরে ছিল। কেবল ১৯৬০ দশকের শেষ দিকে কর্পোরেশন সংগঠনগুলির মধ্যে প্রতিরোধের কিছু সংগঠিত দল দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠছিল। এটি নগরায়ন, উপকূলীয় এলাকায় জনসংখ্যার ঘনত্ব, কিছু সরকারী সেবা বৃদ্ধি এবং সেই সাথে অর্থনীতির তৃতীয় সেক্টরের বৃদ্ধির ফলাফল, যা শ্রমিকের মধ্যে নতুন সামাজিক সক্রিয়তার সুযোগ করে দেয় (এখনও গোপনভাবে)। এই প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে ১৯৭০ সালে আবির্ভূত হওয়া শ্রমিক সংগঠন আজও প্রভাবশালী (আন্তঃচন্দ্রীয় ন্যাশনাল, বর্তমানে সিজিটিপি- পর্তুগিজ শ্রমিকদের সাধারণ সংঘ হিসাবে পরিচিত)। যাইহোক, এই সময়ব্যপী (১৯৬০-এর দশকের শেষ দিক থেকে ২৫ এপ্রিল, ১৯৭৪ সালের বিপ্লব পর্যন্ত) অর্থনীতির আপেক্ষিক উদ্বোধন ও সেবা খাতের বৃদ্ধি সত্ত্বেও, পর্তুগাল প্রধানত একটি গ্রামীণ দেশ ছিল। প্রাথমিক শিল্প সস্তা শ্রমশক্তির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে যা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি দ্বারা বেষ্টিত এবং একটি দমনকারী এবং রক্ষণশীল শাসন আমলের পর্যবেক্ষিত শ্রমিক, সংগঠন এবং সাধারণ সমাজের অন্তর্ভুক্ত।

এটি ছিল গোলাপী বিপ্লব (২৫ এপ্রিল, ১৯৭৪) যা শ্রমিক সম্পর্ক ও শ্রম অধিকারের বর্তমান ব্যবস্থার উদ্ভবের পরিবেশ সৃষ্টি করে। কেবল তখন থেকেই পর্তুগিজ সমাজে সামাজিক মত বিনিময় ও শ্রম আইনের কথা বলা যায়। অধিকন্তু, ১৯৭৬ সালের সংবিধান অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক প্রকল্পকে সাদরে গ্রহণের ক্ষেত্রে পর্তুগাল একটি বিরল পশ্চিমা দেশ হয়ে ওঠে। যা সেই সময়ের (১৯৭৪-৫) সামাজিক ও জনপ্রিয় আন্দোলনের শক্তিশালী বিপ্লবী প্রভাবশালীতার কারণ। যাইহোক, সেই দ্বন্দ্বমূলক ও বিপ্লবী সময়গুলো দেশটির উপর গভীর চিহ্ন ফেলেছিল (ভাল এবং খারাপ উভয়ভাবেই)। যা বিরোধিতামূলক সামাজিক মডেলগুলির মধ্যে একটি কাঠামোগত সংঘাত স্থাপন করেছিল। এটি বিরোধী-পদ্ধতিগত মতাদর্শ "পিসিপি (কমিউনিস্ট দল) এবং দূরবর্তী এবং সামাজিক গণতান্ত্রিক বা উদার মতাদর্শ" পিএস (সমাজতান্ত্রিক দল) এবং পিএসডি (সামাজিক গণতান্ত্রিক দল) বিভাগগুলোর রাজনৈতিক ক্ষেত্রের মধ্যে অনূদিত হয়েছিল। এই দ্বন্দ্বটি শ্রমিক সমিতি ক্ষেত্রের মধ্যে একদিকে সিজিটিপি (কমিউনিস্ট প্রভাবের একটি "শ্রেণী ভিত্তিক" শ্রমিক সমিতি গঠন) এবং অন্যদিকে, ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ শ্রমিক সমিতির (ইউজিটি) একটি সংস্কারবাদী ও

>>

সংলাপ- চালিত শ্রমিক সমিতি গঠন) মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল।

নতুন সংবিধানের অধীনে প্রতিষ্ঠিত শ্রম আইন, প্রাথমিক পর্যায়ে বিশেষত বিপ্লবী সময়ের তীব্র শ্রেণী সংগ্রামের প্রভাবকে প্রতিফলিত করে। সংবিধানটি বৃহৎ সামাজিক পর্যায়ে একটি ত্রিদলীয় কাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেঃ এটি ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক সংলাপ (সিপিসিএস) এর স্থায়ী কমিটি ছিল যা পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (সিইএস) দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। বাস্তবিকভাবে, সামাজিক সংলাপ ও শ্রমিক সম্পর্কের ধরণ বিভিন্ন রাজনৈতিক সংযোজন এবং সামাজিক অংশীদারদের মধ্যে ক্ষমতা সম্পর্কিত সক্রিয়তার পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকগুলির বিকাশের মাধ্যমে আন্দোলিত হয়। গত ৩০ বছরে বিভিন্ন আইনী পরিবর্তনগুলি যা সামাজিক নীতিমালাকে সীমাবদ্ধ করেছে এবং অব্যবস্থাপনা, নমনীয়করণ এবং শ্রম বিভাজনের সাধারণ প্রবণতা অনুসরণ করে তা সংকটের সময় এবং বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রভাবের আলোড়ন।

সাম্প্রতিক ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক সংকটের উপর বিশেষ করে বেইলআউট কার্যক্রম (২০১১-১৪) চলাকালে পর্তুগালের উপর গুরুতর প্রভাব ছিল। সেই সময়ে পর্তুগালে "ব্যতিক্রমধর্মী রাষ্ট্রের" আবির্ভাবের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ট্রইকা (ইউরোপীয় কমিশন, ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল) দ্বারা আরোপিত এবং পূর্ববর্তী ডানপন্থী সরকার (প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পাসোস কোএলহোর নেতৃত্বে পিএসডি/সিডিএস) দ্বারা জোরালোভাবে প্রয়োগকৃত কঠোরতার মাত্রা সামাজিক বৈষম্য তীব্রতর করে এবং সামাজিক ও সামাজিক নৈরাজ্যের প্রেক্ষাপটে যুক্ত শ্রম আন্দোলন দ্বারা চালিত বিক্ষোভ ও ধর্মঘটের একটি চক্রকে বর্জন করে।

এই কঠোরতার কাঠামো সামাজিক সংগঠন এবং রাজনৈতিক এবং বিচারিক প্রাতিষ্ঠানিকতাকে জড়িত করেছিল যার লক্ষ্য ছিল বাজেটের ঘাটতি প্রতিপালনের মাধ্যমে এবং সামাজিক সংলাপ ব্যবস্থার ধ্বংসের মাধ্যমে বাজারকে শান্ত ও স্থিতিশীল করা। কঠোর মাত্রা ও নব্যউদারনীতিবাদের "সংস্কারবাদী" বিষয়সূচি শ্রম খরচ কমানো এবং বরখাস্তের ক্ষতিপূরণ, কাজের সময়কে সুবিধা অনুযায়ী করা এবং যৌথ কারবারীর সীমাবদ্ধতার জন্য একটি উপায়ের সাথে একত্রিত করে। বিশেষত, শ্রমিক শ্রেণীতে প্রয়োগকৃত সুযোগসুবিধা কমাতে অনেকগুলো প্রতীকী আইনত পরিবর্তনের সূচনা করা হয়েছিল। কর্ম পরিষদ এবং কোম্পানী ইউনিয়ন উভয়ের ভূমিকাকে বিশেষাধিকার প্রদানের বদলে দূরদর্শীভাবে সংবিধানে শ্রমিক সমিতি গঠনের ভূমিকাও সীমিত করা হয়।

একসঙ্গে শ্রমিক সম্পর্ক ব্যবস্থাপনার বিশেষ সুবিধা সমষ্টিগত কারবারী-শ্রম চুক্তির সীমা এবং যৌথ চুক্তির সীমাবদ্ধতার কারণে জোরালো বাঁধা পোহায়। এই কারণে তারা যেহেতু চুক্তিসহ অথবা ছাড়া একটি সমঝোতার সময়ের উপর নির্ভর করে তা উদ্দেশ্যমূলকভাবে মালিকপক্ষদের আনুকূল্য প্রদর্শন করে। কঠোর সময়ে শ্রমিক এবং মালিকদের মধ্যে ক্ষমতার অপ্রতিসাম্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক সংলাপের অবরোধের প্রকৃতিতে যৌথ কারবারীর এই পরিস্থিতি প্রতিফলিত হয়। অন্যদিকে, বৃহৎ সামাজিক পর্যায়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিল (সিইএস) ট্রইকা সাথে হওয়া অঙ্গীকারের চাপের অধীনে শ্রম সম্পর্কের কাঠামোকে প্রত্যাহার করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অতএব, বস্তুগুলির তথাকথিত "কাঠামোগত সংস্কারগুলির" আরও বিস্তৃত প্রক্রিয়ায় মিশ্র শ্রম আইনের রাজনৈতিক ও আইনগত পরিচয় হারানো ছাড়াই এ ধরনের সিদ্ধান্তগুলি কমই প্রতিরোধ করতে পারে।

বাজার মৌলবাদ দ্বারা চিহ্নিত কঠোরতার বর্ণনা বাস্তবতার বিকল্প নির্ণয়ের পদ্ধতিকে অবৈধ করে, যে কোনও আইনি বিষয়সুচিকে বাধা দেয় যা শ্রম অধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের সুরক্ষামূলক সামাজিক তত্ত্বে প্রতিফলিত হয়। সামাজিক সংলাপ ও নাগরিকত্বের প্রকৃত প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলি নিজেদেরকে সহযোজিত হিসাবে আবিষ্কার করে এবং নতুন কঠোরতার বৈধতার জন্য যন্ত্রগুলিতে রূপান্তরিত করে।

গণতান্ত্রিকীকরণ প্রক্রিয়ার পরে (১৯৭৪ সালের হিসাবে) চারটি মুহূর্ত চিহ্নিত করা যেতে পারেঃ ১৯৭০ এবং ১৯৮০ সালের মধ্যে বৃহৎ সামাজিক সংলাপের বিস্তার এবং ক্ষয়; ১৯৯০ এর দশকে ইউরোপীয় সম্মেলন এবং বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত সামাজিক সংলাপের প্রত্যাবর্তন; সামাজিক সংলাপে সংকটের মুহূর্ত কঠোরতার মাত্রার বিস্তার এবং পরবর্তী বিধানিক সংস্কারের সাথে সংযুক্তি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে; এবং সর্বশেষে, বর্তমান সময়ে সমাজতান্ত্রিক দলীয় সরকার, কমিউনিস্ট পার্টি এবং বাম ব্লকের মধ্যে সংসদীয় চুক্তির মাধ্যমে আপোষ আলোচনার চক্রটি আপোষ আলোচনার প্রক্রিয়াগুলির গুরুত্বের ক্রমবর্ধমান হ্রাসের (উভয়ই যৌথ কারবারী এবং ত্রিদলীয় প্রক্রিয়া) সাথে সংসদের দিকে ধাবিত হয়েছে।

পরিশেষে, সর্বশেষ সাম্প্রতিক ট্রইকা পরবর্তী যুগ সামাজিক সংলাপের জন্য নতুন শর্তাদি সরবরাহ করে নতুন রাজনৈতিক সমাধানের দ্বার উন্মুক্ত করেছে। এই কারণে, বর্তমানে ইউরোপীয় প্রেক্ষাপটে এই দেশকে একটি পাল্টা-চক্রের উদাহরণ হিসেবে ধরা হয়, যা বিভিন্ন বাম রাজনৈতিক বাহিনীর মধ্যে একত্রিত হওয়ার এক বিস্ময়কর সম্ভাব্যতা প্রদর্শন করে। এই নতুন রাজনৈতিক-শ্রমের রূপরেখায়, এটি শুধু রাজনৈতিক-দলীয় সমর্থক নয় না, সামাজিক প্রতিবাদ আন্দোলন বরং শ্রমিক সমিতির বিভিন্ন প্রকৃতির কর্মকাণ্ড, যা জোট এবং আপোষ আলোচনার প্রক্রিয়াগুলিকে সমর্থন করে এমন পরিবেশ সৃষ্টিতে অবদান রাখে। এই সমাধান দ্বারা উত্থাপিত সন্দেহ ও বিভ্রান্তির সত্ত্বেও পর্তুগিজদের অভিজ্ঞতাগুলি দেখায় যে সামাজিক সংলাপের ভবিষ্যত রাজনৈতিক ও শ্রম পরিমন্ডলে বেষ্টিত সামাজিক প্রতিনিধিদের মধ্যে নতুন রূপরেখাগুলির অন্তর্ভুক্ত। এটি প্রদর্শন করে যে অর্থনৈতিক-আর্থিক পুনরুদ্ধার, তার উত্থান পতন সত্ত্বেও, সামাজিক নীতি পুনরুদ্ধার এবং জোটের রাজনীতির পুনরুজ্জীবন একটি প্রতিনিধি গণতন্ত্রের সাথে মিলিত হতে পারে যার মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং আপোষ আলোচনা অবিচ্ছেদ্য। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্যঃ
এলিসিও এস্তানকুই <elisio.estanque@gmail.com>
এন্তোনিও কাসিমিরো ফেরেইরা <acasimiroferreira@gmail.com>

> গ্লোবাল ডায়ালগ-এর বাঙালি সম্পাদক দলের পরিচিতি

রোকেয়া আক্তার

আসিফ বিন আলি

মোঃ ইউনুছ আলি

আবদুল্লাহ-হিল-মুহাইমিন চৌধুরী

ইসরাত জাহান আইমুন

কাজী ফাদিয়া ইকবাল

হাবিবুল হক খন্দকার

হাসান মাহমুদ

মুস্তাফিজুর রহমান

খাইরুন নাহার

জুয়েল রানা

তৌফিকা সুলতানা

হেলাল উদ্দিন

গ্লোবাল ডায়ালগ

রোকেয়া আক্তার বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রকল্পের একজন জাতীয় পরামর্শদাতা ও পেশাজীবী। লিঙ্গ কর্ম পরিকল্পনা, কিশোরীদের জন্য পুষ্টি, ও খাদ্য নিরাপত্তা জন্য জলবায়ু পরিবর্তন স্থিতিস্থাপকতা বিষয়ে তার গবেষণার আগ্রহ রয়েছে। তিনি বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন পিএইচডি প্রার্থী। তার পিএইচডি গবেষণার বিষয় ঢাকার ভাষা, সংস্কৃতি ও পাঠদান। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন।

আসিফ বিন আলী ঢাকার ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষক এবং বাংলাদেশ ভিত্তিক ইংরেজি *দৈনিক ডেইলি অবজারভার*-এর সম্পাদকীয় পাতার সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। তিনি ২০১৭ সাল থেকে অস্ট্রেলিয়ার সেন্ট্রাল কুইন্সল্যান্ড ইউনিভার্সিটির সহ -গবেষক হিসেবেও কাজ করছেন। তিনি ভারতের নয়া দিল্লির সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি থেকে সমাজবিজ্ঞানে এমএ করেছেন। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু জাতীয়তাবাদ, সন্ত্রাসবাদ, পরিচয় গঠন, ধর্মের সমাজবিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের ইতিহাস।

ইউনূস আলী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের স্নাতকোত্তর ছাত্র। তাঁর গবেষণার আগ্রহে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে লিঙ্গ ও উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য এবং শিশু সমাজিকীকরণ।

আবদুল্লাহ-হিল-মুইহিমিন চৌধুরী একজন গুণগত বাজার গবেষক। বর্তমানে তিনি কোয়ান্টাম কনজিউমার সলিউশনের সহযোগী হিসাবে কাজ করছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তাঁর গবেষণার আগ্রহের বিষয় বাংলাদেশে সামাজিক গঠনের সাথে সম্পর্কিত ধর্মীয় বর্ণনাগুলির পরিবর্তনের ধরন।

ইশরাত জাহান আইমুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। তার গবেষণা আগ্রহের মধ্যে লিঙ্গ সম্পর্ক এবং খাদ্য নিরাপত্তা শাসন অন্তর্ভুক্ত।

কাজী ফাদিয়া ইকবাল সমাজবিজ্ঞানে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন এবং এমফিল ডিগ্রি অর্জনের জন্য পড়ছেন। বর্তমানে তিনি সাউথ এশিয়া ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ট্রান্সফর্মেশন (এসএআইএসটি)-এর এডভোকেসি এন্ড নেটওয়ার্কিং বিভাগের পরিচালক হিসেবে কাজ করছেন।

হাবিবুল হক খন্দকার, পিএইচডি (পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়) সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবির জায়েদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং আন্তর্জাতিক সমাজবৈজ্ঞানিক সংস্থা (আইএসএ)-এর সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের সমাজবিজ্ঞান (আরসি ০৯) বিষয়ক গবেষণা পর্ষদের সহ-সভাপতি। তাঁর গবেষনায় বিশ্বায়ন তত্ত্ব, অভিবাসন, রাষ্ট্র, নাগরিক সমাজ, গণতন্ত্র, রাজনীতিতে সামরিকায়ন ও দুর্ভিক্ষ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। খন্দকার ব্রায়ান টার্নারের সাথে *গ্লোবালাইজেশনঃ ইস্ট/ওয়েস্ট* (সেইজ, ২০১০) সহকারী লেখক এবং গোরান থেরবর্নের সাথে *এশিয়া অ্যান্ড ইউরোপ ইন গ্লোবালাইজেশনঃ কন্টিনেন্টস, রিজিওন্স, এন্ড নেশনস* (ব্রিল, ২০০৬) এবং জান নেদারভীন পিটারস-এর সাথে *২১ সেঞ্চুরি গ্লোবালাইজেশনঃ পারস্পেক্টিভ ফ্রম দি গলফ* (দুবাই ও আবুধাবিঃ জয়েদ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১০) সহ-সম্পাদনা করেন।

হাসান মাহমুদ কাতারের নর্থ-ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী সহকারী অধ্যাপক। তিনি ক্যালিফোর্নিয়া লস এঞ্জেলেস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানে পিএইচডি, টোকিওর সোফিয়া ইউনিভার্সিটির গ্লোবাল স্টাডিতে এমএ এবং বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে বল স্টেট ইউনিভার্সিটির সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ভিজিটিং অনুষদ সদস্য ছিলেন। তাঁর শিক্ষণ ও গবেষণায় সমাজবিজ্ঞান তত্ত্ব, বিশ্বায়ন, আন্তর্জাতিক অভিবাসন ও উন্নয়ন, পরিচয় রাজনীতি এবং বিশ্বব্যাপী নৃতত্ত্ব অন্তর্ভুক্ত। তার গবেষণা কারেন্ট সোশিওলজি, মাইগ্রেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, কনটেম্পারারি জাস্টিস রিভিউ এবং জার্নাল অব সোশিওইকোনমিক রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-এ প্রকাশিত হয়েছে।

মুস্তাফিজুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী। স্নাতক ফলাফলে অসামান্য কৃতিত্ব অর্জনের জন্য ২০১৮ সালে তিনি স্বর্ণপদক পেয়েছেন। তার গবেষণার ক্ষেত্র হচ্ছে চিকিৎসা সমাজবিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য ।

খাইরুন নাহার সিএইচ কেয়ার লিমিটেডের ভাষণ ও ভাষা চিকিৎসক হিসাবে কাজ করছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিদ্যা বিষয়ে বিএ (অনার্স) ও এমএ এবং সামাজিক বিজ্ঞানের স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি বিষয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন।

জুয়েল রানা ফ্রান্সের ইএইচইএসপি স্কুল অফ পাবলিক হেলথের স্নাতকোত্তর ইরাসমুস স্কলার। তাঁর গবেষণা আগ্রহের মধ্যে রয়েছে দূষণকারী উপাদান, বিষাক্ত ধাতুর সাথে পরিবেশের প্রভাব এবং শিশুদের শারীরিক ও জ্ঞানীয় স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কারণ অনুসন্ধান করা। তিনি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালগুলিতে পরিবেশগত স্বাস্থ্য, নারী ও শিশু স্বাস্থ্য, কার্ডিওভাসকুলার সমস্যা, ধূমপান, স্বাস্থ্যের সামাজিক নির্ধারকসমূহ এবং স্বাস্থ্য বৈষম্য-এর উপর গবেষণা প্রবন্ধ এবং বইয়ের অধ্যায় প্রকাশ করেছেন।

তৌফিকা সুলতানা কানাডার সাসকাচোয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানে পিএইচডি শিক্ষার্থী। তার গবেষণার আগ্রহ জুড়ে রয়েছে বার্ধক্য এবং মানসিক স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য ও অসুস্থতার সমাজবিজ্ঞান, জনসংখ্যা, সামাজিক বৈষম্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও দুর্বলতা অধ্যায়ন। কানাডার পিএইচডি প্রোগ্রামে যোগদান করার আগে তিনি ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ-এ সমাজবিজ্ঞানের প্রভাষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ব্র্যাক বাংলাদেশ-এ গবেষণা মূল্যায়ন বিভাগ(রেড)-এ কাজ করেছেন। তিনি সাউথ এশিয়ান জার্নাল অব সোশাল সায়েন্সেসের সহযোগী সম্পাদক এবং এসএআইএসটি-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা।

মোঃ হেলাল উদ্দিন বাংলাদেশের ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের লেকচারার। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। *সাউথ এশিয়ান জার্নাল অব সোশাল সায়েন্সেস*-এর সম্পাদকীয় সহকারী এবং এসএআইএসটি-এর সহকারী পরিচালক (গবেষণা ও উদ্ভাবন বিভাগ) হিসাবেও তিনি কাজ করছেন। তাঁর গবেষণার আগ্রহের বিষয় সমূহের মধ্যে রয়েছে পরিবেশ সমাজবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যের সমাজবিজ্ঞান এবং উত্তর-আধুনিকতাবাদ।